প্রথম আলো

Prothom Alo North America

7 November 2024, Thursday, 8th Year, Issue 399, 40 Pages

৭ নভেম্বর ২০২৪, ২২ কার্তিক ১৪৩১, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৯৯, পৃষ্ঠা: ৪০

ট্রাম্পের ঐতিহাসিক বিজয়

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে ট্রাম্প এখন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভূমিধস জয় পেয়ে দ্বিতীয় বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী ট্রাম্প পেয়েছন ২৯৪ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৩ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট। অবশ্য এর আগেই ট্রাম্প তার নেতাকর্মীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে নিজেকে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। এমনই এক প্রেক্ষাপটে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে ট্রাম্প এখন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রয়োজনীয় সব সংস্কারে প্রস্তুত সরকার: ড. ইউনূস

ঢাকা অফিস

ড. ইউনূস

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়া প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'বিপ্লবের ফসল আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় সব সংস্কার করতে, এর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সব প্রয়াস নিতে প্রস্তুত আছে। এই কাজে নিবেদিত সবার কাছ থেকে চাহিদা ও পরামর্শ চাই।'

বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য' শীর্ষক শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ট্রাম্পের জয় থেকে শিক্ষা পৃথিবীটা সবার

সেলিম খান

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে জিততে চলেছেন, সে বিষয়টি অনেক আগে থেকেই অনুমিত ছিল। বিশেষ করে জো বাইডেন যতদিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ততদিন সবাই এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন সবাই। বিশেষ করে, সিএনএন আয়োজিত প্রথম বিতর্কে বাইডেন যেভাবে ট্রাম্পের কাছে ধরাশায়ী হন, তাতে রিপাবলিকান প্রার্থীর জয় নিয়ে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। বরং বাইডেন সরে গিয়ে কমলা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

মির্জা ফখরুল সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শক্তিশালী আন্দোলন করবে বিএনপি

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিএনপি শক্তিশালী আন্দোলন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সুপ্রভাতঃ ট্রাম্পের আমেরিকা থেকে

ইব্রাহীম চৌধুরী

ট্রাম্পের আমেরিকা। বদলে যাওয়া আমেরিকা। বুধবার সকালে নিউজার্সির এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত, প্রায় ২০০ মাইলের পথ। মিশ্র জনগোষ্ঠীর এ রাজ্যে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চষে বেড়িয়ে দেখার চেষ্টা করেছি, নির্বাচনের ফলাফল পাওয়ার পর জানার চেষ্টা করেছি মানুষের মনোভাব। অন্য দু'দশটা কর্মদিনের মতোই স্বাভাবিক এক বুধবার। কোনও আমেরিকানকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখিনি। বিমর্ষে বিমূঢ় হয়ে পড়তেও দেখা যায়নি কাউকে।

ভোরের সূর্য লাল আভা নিয়ে পুবের আকাশে। নিত্যদিনের মতো ব্রান্সউইক স্কয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক অভিবাসী কর্মজীবী। হোজে নামের এ দক্ষিণ আমেরিকান অভিবাসী শ্রমিক জানালেন নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য তার তেমন

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ট্রাম্প ফিরে আসায় বহুমুখী সংকটের শংঙ্কা

নিউজ ডেস্ক

এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তার দল রিপাবলিকানরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ে এর নিয়ন্ত্রণ ছিল ডেমোক্রেটদের হাতে। কমপক্ষে ১২০ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ট্রাম্প। তার এই ভূমিধসের জয়ের পর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নারী বলেই হারলেন কমলা?

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নারীদের প্রেসিডেন্ট না হওয়ার যে ইতিহাস তা নতুন করে লেখার সুযোগ আবারও ব্যর্থ হলো। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হারলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। ফলে পুরুষদের প্রেসিডেন্ট পদে বসানোর ২০০ বছরের ইতিহাস আরো দীর্ঘ হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৮ বছরের ব্যবধানে দুজন নারী প্রার্থী পরাজিত হলেন।

বহু আমেরিকান নারীর জন্যই যা হতাশার, বিশেষ করে এবার যারা কমলাকে সমর্থন করেছিলেন। আবার

এখান থেকে প্রশ্নও আসে, কেন লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে সোচ্চার যুক্তরাষ্ট্রে কেন নারীরা ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে বসতে পারছেন না।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

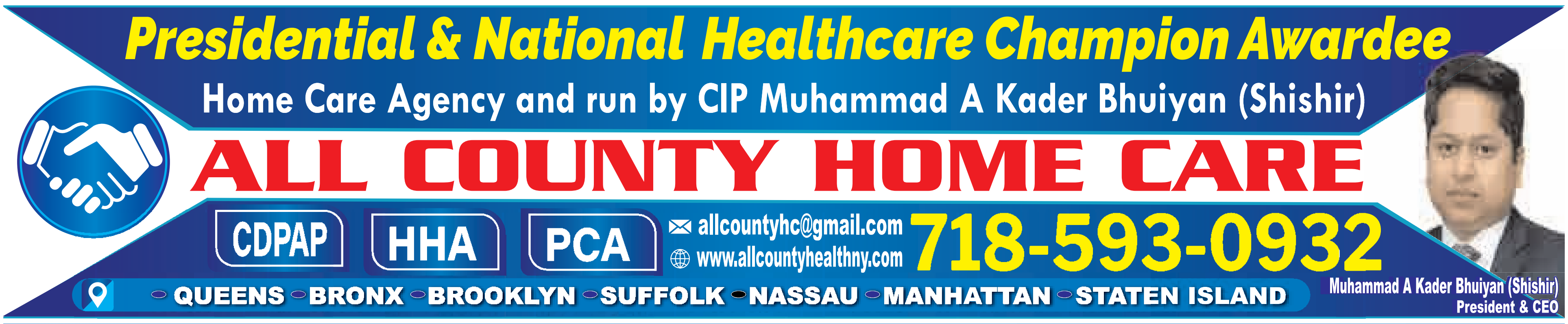

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

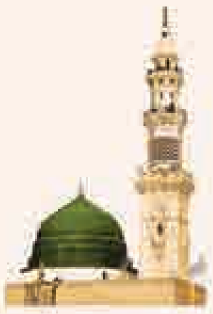

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)
Umrah Package Available
★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM: Quad $1599 | Tripple $1699 | Double $1799
LUXURY STARTING FROM: Quad $1999 | Tripple $2099 | Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

সুরাইয়া রহমান

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা ড. ইউনূসের

ঢাকা ডেস্ক

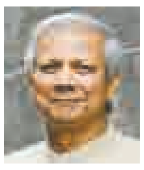
ড. ইউনূস

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার সন্ধ্যায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার আশা প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজে শুভেচ্ছা বার্তাটি প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হওয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মো. শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'আমরা আশা করছি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে সম্পর্ক আরও গভীর হবে।'

সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শফিকুল আলম বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের তরফ থেকে তাঁকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ফিরতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক সেটা আরও উচ্চ শিখরে যাবে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিমধ্যে ভালো সম্পর্ক আছে। আপনারা জানেন যে, আগস্ট অভ্যুত্থানের পর এটা আরও একটু ভিন্ন মাত্রা এসেছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে চায় গণতন্ত্র থাকুক, সবাই গণতন্ত্রের চর্চা করুক।'

তিনি আরও বলেন, 'ওরা (যুক্তরাষ্ট্র) দেখছে যে আগের ১৫ বছর এক ধরনের অটোক্র্যাটিক রেজিম ছিল, ডিক্টেটরশিপ ছিল। সে জায়গা থেকে এখন যে সরকার (অন্তর্বর্তী সরকার) এসেছে, তাঁদের প্রধান কাজ হলো দেশকে ডেমোক্রেটিক ট্রানজেকশনে নেওয়া। সেই জন্য তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করছি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে।'

শমী কায়সার ও তাপস তিন দিনের রিমান্ডে

ঢাকা অফিস

অভিনেত্রী শমী কায়সার এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গান বাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসকে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানার ব্যবসায়ী ইশতিয়াক মাহমুদকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গতকাল বুধবার তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজজামান এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালত সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও অভিনেত্রী শমী কায়সারকে বিকেলে আদালতে হাজির করে উত্তরা পূর্ব থানার পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তাঁকে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। তাঁর পক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

শুনানির সময় আদালতের প্রশ্নের জবাবে শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার বলেন, মামলায় উল্লেখ করা ঘটনার দিন ১৮ জুলাই তিনি বনানীতে ছিলেন। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি ইন্টারনেট চালু করার কথা বলেছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ বলে, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন কটূক্তি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে তিনি কখনো বলেননি। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অত্যন্ত অন্যায্য।

শমী কায়সারকে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উত্তরার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কৌশিক হোসেন তাপসকে রিমান্ডের আবেদন শুনানির জন্য সকালে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়।

৩ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তারের পর ৪ নভেম্বর সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিল পুলিশ। সেদিন তদন্ত কর্মকর্তা হাজির না থাকায় শুনানির জন্য গতকাল দিন ধার্য করা হয়। শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

শুনানির সময় তাপস আদালতকে বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। কোটাবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ফেসবুক প্রোফাইল লাল করেছিলেন। আদালত প্রশ্ন করেন, তাহলে পালালেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি পালাননি। তাঁর অফিস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ।

গত ১৮ জুলাই উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরে পেটে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ইশতিয়াক মাহমুদ ২৯ অক্টোবর উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন।

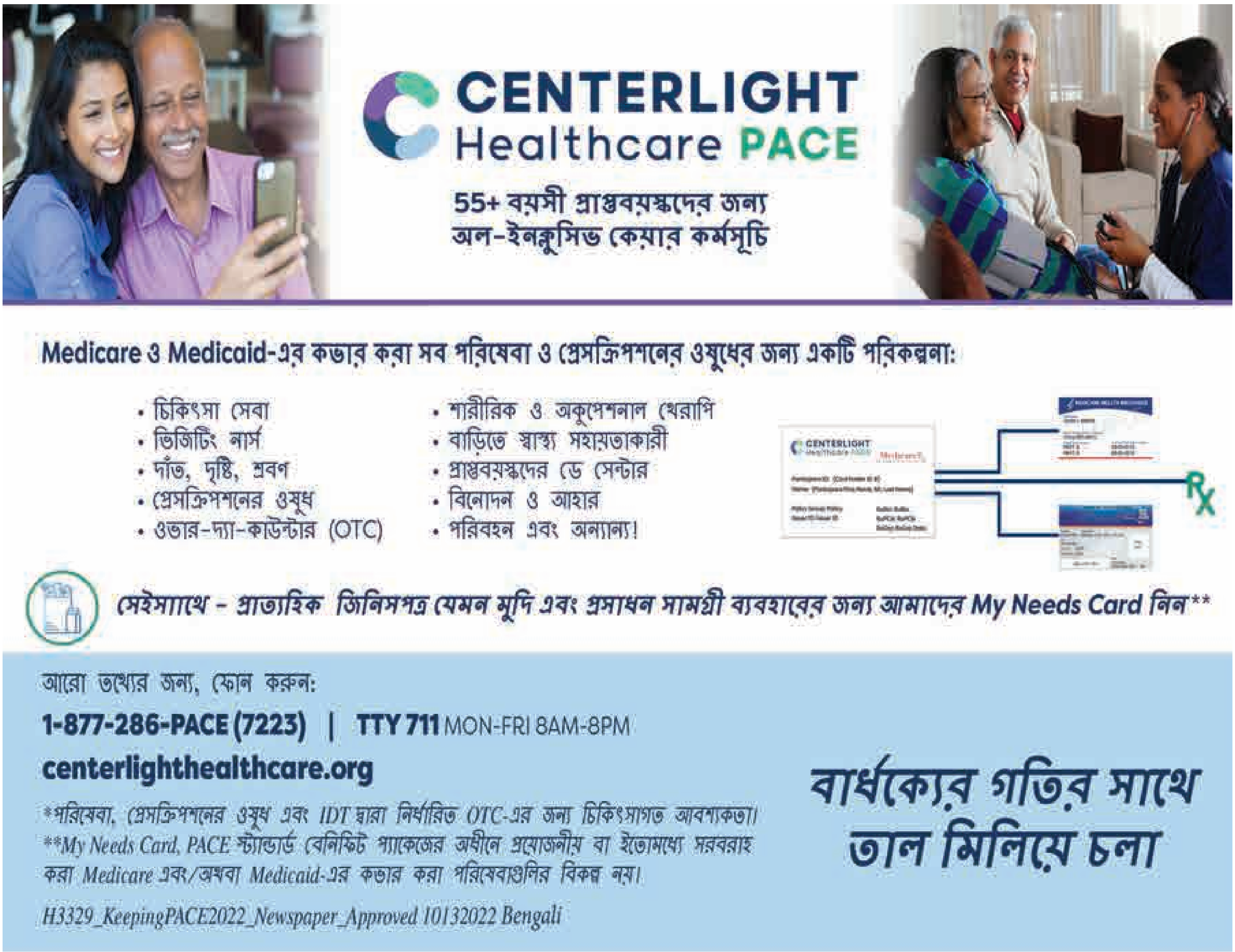

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

গ্রামীন সংস্কৃতির বন্ধন ও সম্প্রীতির হেমন্তের উৎসব কি হারিয়ে গেলো?

‘ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে,/আমি কি দেখেছি মধুর হাসি...’ আমাদের জাতীয় সংগীতে এভাবেই এসেছে হেমন্তের কথা।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখে গেছেন, ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তোবা শাঁখচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/ কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়’। প্রকৃতিতে এখন হেমন্ত বিরাজমান। পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ, অদ্ভুত হাসি ছড়ানো সূর্যের আলোকিত ঔজ্জ্বল্যের আহ্বানে সর্বজনীন লৌকিক শস্যোৎসব, নবান্নকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই বাংলায় হেমন্ত আসে এক অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে। এক সময় অত্যন্ত সাড়ম্বরে সব মানুষের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসেবে নবান্ন উদ্‌যাপিত হলেও কালের বিবর্তনে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব বিলুপ্তপ্রায়।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে হেমন্ত ছুঁয়ে দিয়ে যায় নরম কোমল ঈষৎ পেলবতায়। তবুও হেমন্তের বদলে যাওয়া চিত্র স্পষ্টই ধরা দেয় প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষদের। মানব হৃদয়ের মননশীল অনুভব হেমন্ত ঋতুকে সেভাবেই ছুঁয়ে গেছে যুগে যুগে। তাকে নিয়ে সহস্র ভাবনার বিলাসিতায় উৎসাহিত হয়েছে চিন্তামগ্ন মানুষের হৃদয়। হেমন্তের চরিত্র আর তার বাইরের রূপ নিয়ে জগৎজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য শিল্পকর্ম, লোকগাথা-গল্প, গান ও প্রেমের কবিতা।

বাংলা সাহিত্যে হেমন্ত ঋতু অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বিখ্যাত কবি তাদের লেখায় হেমন্তের রূপ, ফসলের সোনালি আভা এবং শীতলতার কথা তুলে ধরেছেন। হেমন্তের সৌন্দর্য, ধানের শীষের দোলা, এবং শীতের আগমনের অনুভূতি সাহিত্যিকদের মনের গভীরে দাগ কেটেছে। বাঙালি সংস্কৃতিতে হেমন্ত ঋতু তাই শুধু প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, এটি আবেগ, আনন্দ এবং শৈল্পিকতারও এক প্রতীক।

এক সময় বাংলার বছর শুরুই হতো হেমন্ত ঋতু দিয়ে। ‘কৃত্তিকা’ ও ‘আর্দ্রা’ এ দুটি তারার নামানুসারে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের নাম রাখা হয়েছে। আবার ‘অগ্র’ ও ‘হায়ণ’ এ দু’অংশের অর্থ ‘ধান’ ও ‘কাটার মৌসুম’। অগ্রহায়ণ যেহেতু ফসল তোলার মাস, তাই সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরির সময় অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

কার্তিক আর অগ্রহায়ণ এই দুই মাসের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় হেমন্তের বাঁকফেরা নদী। নদীর স্বর্ণালি চরে চরে কিশোরের দঙ্গল, ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে উন্মাতাল দৌড়। নদীর কোল ঘেঁষে সবুজ বুনো ঝোপে ঝোপে পতঙ্গের খুনসুটি। একটি কি দুটি ফুলও যায় ঝরে- টুপ করে ঘাসের কার্পেটে। আর যায় ভেসে ডিঙি নাও, বেদেনৌকোর বহর। বর্ষার ঘোর শরতেও থাকে লেগে। তারপর হেমন্তের রেশমি দুপুর এসে সেই লেগে থাকা বর্ষা ও শরতের রুপালি জলের চিবুকে রাখে তার রৌদ্রাঙ্কিত মরমি আঙুল। চার পাশে হেমন্তের এই হুলস্থূল করা আবেশ এই বাংলা ছাড়া আর কোথাও কি দেখা মেলে।

হেমন্তের মৌনতাকে ছাপিয়ে বাংলার মানুষের জীবনে নবান্ন প্রবেশ করে জাগরণের গান হয়ে, মানুষের জীবনে এনে দেয় সার্বজনীন উৎসবের ছোঁয়া। নবান্ন মানেই চারিদিকে পাকা ধানের ম ম গন্ধ, নতুন অন্ন, গ্রামের মাঠে মাঠে চলে ধান কাটার ধুম, হেমন্তে এই ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। গৃহস্থবাড়িতে নতুন ধানে তৈরি পিঠাপুলির সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হেমন্তের এ শাশ্বত রূপ চিরকালীন।

হেমন্ত ঋতু প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালির এক অটুট সম্পর্কের প্রতীক। শীতের আগমনের আগে হেমন্ত একদিকে নিয়ে আসে ফসলের স্বর্ণালী সমৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রকৃতির রূপান্তরের এক মৃদু আভাস দেয়। শান্ত, সুন্দর এবং প্রেরণাদায়ক এই ঋতু বাংলার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়ে গেছে।

গ্রামবাংলার মাঠে-খেতে চলবে আমন ধান কাটার মহোৎসব নবান্ন। যা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। নবান্ন হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হেমন্তে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালিত হয়। নবান্ন তো আছেই, এর সঙ্গে নতুন ধান ঘরে তোলার পর ধান মাড়াই এবং মিষ্টান্ন তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলি খাওয়ার সময়ও এটি। গ্রামীণ এলাকায় হেমন্তের এই উৎসবগুলো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

গান, কবিতায় কত রং রূপেই না ধরা দেয় হেমন্ত। তবে হেমন্ত শুধু হেমন্ত নয়, হেমন্ত মানে শীতের আগমনীবার্তা। একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়ে, ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি। শহরে অতটা টের পাওয়া না গেলেও গ্রামে খুব চোখে পড়ে প্রকৃতির এ বদলে যাওয়া। গাছিরা এখন খেজুরগাছ পরিষ্কার করার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। গ্রামবাংলার এই চিরচেনা রূপ হেমন্তের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদিপাঠ মতে, কাত্তিকা তারার নামে কার্তিক, আর্দ্রা তারার নামে অগ্রহায়ণ; এই দুই মাসে হেমন্ত ঋতুর বসবাস বিধায় প্রকৃতির নিয়ম ধারায় এই দুই মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক চিত্র ভেসে ওঠে। হেমন্ত ঋতুকে মূলত ধানের ঋতু হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রাম-বাংলার জনপদে ধানের মৌসুম হিসেবেই একে ধরে নেওয়া হয় আজও, একালেও। আউশ-আমন ধান এ ঋতুর প্রধান ফসল। কার্তিকে এ ধানে সোনার রং লাগে, অগ্রহায়ণে কেটে বাড়ি তোলা হয়। অঞ্চলভেদে কিছুটা আগ-পিছ হলেও এ সময়েই ঘরে তোলা হয় নতুন ধান। উঠানে শুকিয়ে, সেদ্ধ করে ভাত রান্নাকে কেন্দ্র করে হেমন্তে বসে নবান্ন। উৎসবে মেতে ওঠে সারা বাংলা।

এ মাসটি বাঙালির সামাজিক জীবনে ঐতিহ্যবাহী, অসাম্প্রদায়িক বন্ধনে আবদ্ধ। যদিও আকাশ সংস্কৃতির হাল আমলে অনেকটাই পাল্টে গেছে সেই অগ্রহায়ণের চিরাচরিত উৎসবের রীতি। নবান্ন উৎসব পালন যেন ভুলতে বসেছে আধুনিক মনস্ক কৃষক সমাজও। তবে শরতের পরে আর শীতের আগে এ ঋতু এখন যেন কাগুজে ঋতুতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে এ ঋতুর আবেশ বাঙালির ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

এখন থেকে যত দিন যাবে, ততই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য কমতে থাকবে। পার্থক্য যত কমবে, তত শীত বাড়তে থাকবে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এখন প্রকৃতি যেন আর নিয়ম মানছে না। অনেকটা খামখেয়ালী হয়ে উঠেছে। হেমন্তের অপার সৌন্দর্য মানুষের মনকে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে। এই সৌন্দর্য প্রেমিক হৃদয়কে মাতোয়ারা করে দিয়ে তার মনোলোকে তৈরি করে আশ্চর্য এক জগত। যেখানে জীবন ও মানুষ হয়ে ওঠে মূল শক্তি। আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি প্রকৃতির গভীর সান্নিধ্য থেকে। উপলব্ধির চেতনায় এখন আর ধরা পড়ে না প্রকৃতির সুনিবিড় দৃশ্যপটগুলোর তাৎপর্য। ছয় ঋতু বাংলার প্রকৃতির বুকে যে গভীর সৌন্দর্য-শোভা ছড়িয়ে রেখেছে, তাও যেন হৃদয় দিয়ে দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আবার ভয় হয়, যেভাবে পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে, তাতে আগামীতে এই আপন হেমন্তকে খুঁজে পাব তো!

হেমন্ত ঋতু প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালির এক অটুট সম্পর্কের প্রতীক। শীতের আগমনের আগে হেমন্ত একদিকে নিয়ে আসে ফসলের স্বর্ণালী সমৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রকৃতির রূপান্তরের এক মৃদু আভাস দেয়। শান্ত, সুন্দর এবং প্রেরণাদায়ক এই ঋতু বাংলার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়ে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে। ঋতুর উপস্থিতিতে ঘটছে তারতম্য। তারপরও কী কমে গেছে হেমন্তের আবেদন! এখনো হেমন্ত হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের!

গরিবের ব্যাংক : মাস্ট বি এ ফেক ওয়ান

ইব্রাহীম চৌধুরী

গরিবের ব্যাংক? গরিবের আবার ব্যাংকের দরকার হয় নাকি ! মাস্ট বি এ ফেক ওয়ান !

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বাংলাদেশ সংক্রান্ত টুইট নিয়ে যে শুধু বাংলাদেশিদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এমন নয়। আমেরিকানদের মধ্যেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে।

আমার আমেরিকান বন্ধু জর্জ। জটিল বিষয়কে হাস্য কৌতুকে উপস্থাপনে তাঁর জুড়ি নেই।

বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন হচ্ছে এবং দেশটি চরম বিশৃঙ্খলা মধ্যে আছে বলে বৃহস্পতিবার টুইট করেছেন ট্রাম্প । এ টুইটে আমেরিকায় থাকা বাংলাদেশি হিন্দুরা বেজায় উদ্দীপ্ত। তারচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত আওয়ামী ঘরানার লোকজন। এ উদ্দীপনার কারণ সহজেই বোধগম্য।

বন্ধু জর্জ শুক্রবার সন্ধ্যার আড্ডায় বসেছেন মিশরীয় আমেরিকান মোবারককে নিয়ে। ‘ফেমিলিয়া টরেস’ নামের ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি এসে যায়। দুই বন্ধু, জর্জ ও মোবারক বেশ উচ্ছ্বাসের সাথে বলে উঠে,

ঃ হ্যাপি দীপাবলি !

জর্জ ও মোবারকের সাথে আমার দুই দশকের উঠাবসা। ‘হ্যাপি দীপাবলি’ নামে এর আগে কোনো শুভেচ্ছা বার্তা তাদের কাছে থেকে পাইনি। ট্রাম্পের টুইটে বাংলাদেশ প্রসঙ্গের পর দীপাবলির শুভেচ্ছা ছিল। বিষয়টি বেশ প্রচার পেয়েছে। বহু আমেরিকান মনে করেছে, যে কোন বাংলাদেশিকে এ নিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা রয়েছে। কম করে হলেও আমার কুড়িজন আমেরিকান বন্ধু এবারে ‘হ্যাপি দীপাবলি’ বলে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছে।

আমাদের কালী পূজা যে কবে দীপাবলি হয়ে উঠেছে! তা আমাকে জানতে হয়েছে কোলকাতার এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে।

ঃ ইব্বি, বাংলাদেশ নাকি চরম বিশৃঙ্খলায় আছে ?

- ট্রাম্পের বাংলাদেশ সংক্রান্ত টুইটের জের ধরেই জিজ্ঞেস করছিল জর্জ।

ঃ ট্রাম্পের মুখে বিশৃঙ্খলা শব্দটা বড় বেমানান ! - মিশর থেকে আসা ব্যর্থ বিপ্লবী মোবারকের টিপ্পনী ।

ঃ বাংলাদেশে নাকি হিন্দুদের নির্যাতন শুরু হয়েছে ! ওখানে নাকি মানুষের কথা বলার কোন স্বাধীনতা নেই !

ঃ ফেক নিউজ !

ঃ তাহলে সলিড নিউজটা কী?

ঃ বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন একটি চলমান অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায়ই প্রিয়া সাহা নামের একজন নারী সুযোগ পেয়ে সরাসরি ট্রাম্পের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। তখন বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সদা সমর্থিত রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তাদের লজ্জাজনক বিদায় ঘটেছে। তাদের ক্ষমতাচ্যুতির পর বেশ কিছু হিন্দু রাজনৈতিক কারণে হামলার শিকার হয়েছেন। এসব হামলার ঘটনা সংখ্যা লঘুত্বের কারণেই হয়েছে, এমন বলা যাবে না। রাজনৈতিক আক্রোশের কারণে হয়েছে নিন্দনীয় সব ঘটনা। পাশের যে দেশে নিত্যদিন সংখ্যালঘু মুসলমানরা দমন পীড়নের শিকার হচ্ছে, সেখান থেকেই এসব ঘটনা প্রচার করা হচ্ছে বেশি করে। তবে ঘটনা যে ঘটছে, তা আমাদের জন্য খুবই

লজ্জার, খুবই অপমানের !

ঃ আর কথা বলার স্বাধীনতা নিয়ে কী বলবে ইব্বি ?

- দুই বন্ধুর হামলায় আমার শুক্রবার সন্ধ্যাটাই মাটি হওয়ার উপক্রম !

ঃ আসলে কথা বলার স্বাধীনতা নিয়ে সমস্যা আমাদের কখনই ছিল না। এখনও নেই। যার যা ইচ্ছে, স্বাধীনভাবে বলতে পেরেছে। এখনও বলতে পারছে।

ঃ তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

ঃ সমস্যা হচ্ছে, কথা বলার পরের ঘটনা !

ঃ আগে ছিল গুম, এখন .....

ততক্ষণে দুই জনই এক গ্লাস করে সাবাড় করে দিয়েছে। কথার পিঠে নয়, কথার উপরে কথা বলার সময়ে পৌঁছেছে এখন দুইজনই।

: আমেরিকার রাজনীতিতে প্রচলিত কথাটি বলে নেয়া যাক বন্ধুরা। বলা হয়ে থাকে, আব্রাহাম লিংকন কখনো মিথ্যে বলতে পারতেন না। রিচার্ড নিক্সন কখনো সত্য বলতে পারতেন না। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যটাই জানেন না !

- ট্রাম্পের সমর্থক জর্জকে কাবু করার জন্য মোবারকের টিপ্পনী ! জর্জ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসার চেষ্টা করে।

: বেচারা ট্রাম্পকে দোষ দিয়ে লাভ কী ! নির্বাচনি প্রচারণায় নিযুক্ত ভারতীয় লবিস্টরা তাঁকে প্ররোচিত করেছে ! এ নিয়ে এরমধ্যেই একটি কৌতুকও সৃষ্টি হয়েছে।

ঃ কৌতুকটা কী ?

ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে ব্রিফ করা হয়েছে লবিস্টদের পক্ষ থেকে। আসছে মঙ্গলবারের নির্বাচনে পেনসিলভেনিয়া ও মিশিগানের ভোট বেশ গুরুত্বের হয়ে উঠেছে। এসব রাজ্যের সামান্য কয়েকটি ভোটই পাল্টে দিতে পারে নির্বাচনের ফলাফল। ট্রাম্পকে বলা হয়েছে, হিন্দু ভোট পাওয়ার জন্য তাঁর এ নিয়ে একটা বিবৃতি জরুরি। মাইনরিটি কার্ড আমেরিকার রাজনীতিতেও বেশি জোরালো। ট্রাম্পকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে বিবৃতিটি দিলে তাঁর নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এমনকি বাংলাদেশের সাবেক সরকারের সমর্থক আমেরিকান বাংলাদেশি ভোটও তাঁর বাক্সে পড়বে। আমেরিকায় ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ট্রাম্পের অবস্থান এমনিতেই শক্ত। ট্রাম্প মুসলমান বিদ্বেষ দেখিয়ে থাকেন। সাধারণ ভারতীয় আমেরিকানরা এ কারণেই ট্রাম্পের সমর্থক বলে অনেকেই বলে থাকেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসের পক্ষ থেকে কিছু ভারতীয় আমেরিকানের সহানুভূতি সরিয়ে আনার জন্যও হিন্দুদের নিয়ে ট্রাম্পের একটি বিবৃতি ভালো কাজ করবে বলে প্রচারণা লবিস্টদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

ব্রিফিং এর সময় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র জনতার আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, কীভাবে ভোট ছাড়াই দীর্ঘদিন একটি দল ক্ষমতায় ছিল। জনগণের ফুঁসে উঠার কথা, স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাও তাঁকে জানানো হয়।

স্বৈরাচার শব্দটা শুনে ট্রাম্পকে নাকি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখা যায় ! তখন আসে ডঃ মুহম্মদ ইউনুসের ক্ষমতা গ্রহণের কথা। বিস্তারিত শুনার সময় নেই তাঁর। ট্রাম্পকে জানানো হয়েছে, ড মুহম্মদ ইউনুস বিল ক্লিনটন, হিলারি ক্লিনটনের একান্ত বন্ধু ! বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ড মুহম্মদ ইউনুসকে ট্রাম্প চেনেন না।

: হু ইজ দ্যাট গাই?

- তখনই তাঁকে জানানো হয়েছে, ডঃ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা।

: গ্রামীণ ব্যাংকটা আবার কী?

: গরিবদের ব্যাংক !

- শুনেই ট্রাম্প নাকি বলেছেন, গরিবদের আবার ব্যাংক হয় নাকি ! ইট মাস্ট বি এ ফেক ওয়ান !

: স্টোর্মি ড্যানিয়েলস এর মতো ফেক !

: নো নো- শি ওয়াজ রিয়েল !

জর্জের কল্পকথার এটুকু শুনেই আমার জব্দ হওয়ার অবস্থা। মাউন্টেন ভেলি ওয়াটার বোতলের দিকে হাত বাড়াতেই শুনি মোবারকের উচ্চস্বর ।

: শুনো ইব্বি, বাংলাদেশ নিয়ে ট্রাম্পীয় সর্বশেষ কৌতুকটা শুনে ফেলো তাহলে।

- নিষ্ঠুর নিয়তি হচ্ছে, ডেমোক্র্যাটদের উপর ক্ষুব্ধ অল্প কিছু মুসলমানদের ভোটেই দ্বিতীয়দফা নির্বাচিত হতে পারেন ট্রাম্প। ধরে নেও ট্রাম্প নির্বাচিত হয়ে গেছেন আরেকদফা। নানা বিশৃঙ্খলা করে পরের দফাও ক্ষমতার মেয়াদ শেষ করেছেন।

‘মেইক আমেরিকা হোয়াইট এগেইন’ কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁর দুই দফা ক্ষমতার সময়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বই লিখেছেন অনেকগুলো। এসব বইয়ের ব্যাপক প্রচারণা দিয়েছেন টুইটে। আমাদের শ্বেতাঙ্গ বন্ধু জর্জের মতো লোকজন তখনও ট্রাম্পের বই ক্রয়ের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকা। বাংলাদেশি বই বিক্রির একটিমাত্র দোকান সেখানে। বাংলাদেশি এক রেস্তোরাঁয় বিরিয়ানি খেয়ে বাংলাদেশি বই দোকানটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জর্জের মনে পড়ল, বাংলাদেশ বিষয়ে ট্রাম্পের টুইটের কথাটি । এ নিয়ে ট্রাম্প কোনো বই লিখেছেন কি না , তাও মনে করতে পারছিল না জর্জ। বাংলা বইয়ের দোকানে গিয়ে শেলফের দিকে উঁকি ঝুঁকি দেয়ার ফাঁকে বাংলাদেশি সেলসম্যানটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

জর্জের জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশ নিয়ে ট্রাম্পের কোন বই কি আছে?

এমন কোন বইয়ের নাম স্মরণে আসছে না জর্জের।

বিরক্ত সেলসম্যানের উক্তি, গেট দা হেল আউট ফরম হিয়ার !

: হ্যাঁ, হ্যাঁ- এ বইটিই আমার দরকার।

জর্জ মনে করেছে, ট্রাম্প তাঁর প্রিয় একটি উক্তিকেই বাংলাদেশ নিয়ে লিখা বইয়ের নামকরণে ব্যবহার করেছেন !

অতিসুশীলদের হা-হুতাশে পথহারা বিপ্লব

কাকন রেজা

অনেকের বিপ্লব পরবর্তী হা-হুতাশ দেখছি। তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন সামাজিকমাধ্যমে পরিচিত মুখ। নিজেদেরকে কেউ কেউ বিশ্লেষক ভাবেন এবং দাবি করেন। করতে পারেন, তাতে সমস্যা নেই। সমস্যা যেখানে তা হলো, তারা বিপ্লবটাই বোঝেন না। বুঝলে জুলাই বিপ্লবকে গণঅভ্যুত্থান বানাতেন না। তাদের চক্করে পড়েই বিপ্লব এখন অনেকটাই পথহারা। বিপ্লবী সরকার না হয়ে হয়েছে অন্তবর্তী সরকার। যার ফলে নানান সমস্যা সামনে আসছে, যে সমস্যাগুলো মূলত অর্থহীন। এই সমস্যাগুলো কোনো গুরুতর সমস্যা নয়। চাকরির বয়স একবছর পরে বাড়ালে এমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। আনসারদের দাবী আরো একবছর পরে কিংবা না তুললেও এমন বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যেত না। এই যে দাবিগুলো প্রতিদিন তোলা হচ্ছে, এগুলো কোনটাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি নয়। প্রথম প্রায়োরিটি হলো এবং ছিলো, দেশটাকে শৃঙ্খলায় আনা। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা। এই যে পোষা লোকজন বসিয়ে সকল প্রশাসনের বারোটা বাজানো হয়েছে, দেশকে এক অর্থে লুটপাটের রাজত্বে পরিণত করা হয়েছে। সে থেকে দেশটাকে লাইনে আনা। একজন পুলিশ কনস্টেবল যখন ১৫ লাখ টাকা দিয়ে চাকরিতে ঢোকে, তখন তার প্রথম লক্ষ্য থাকে টাকাটা তোলা। সুতরাং তার কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করে লাভ নেই। একই অবস্থা সব প্রশাসনেই। সুতরাং প্রশাসনকে ঠিক করতে পারলে, দেশটা অনেকাংশেই শুধরে যাবে। এটা বুঝতে জাফর স্যারের মতন ড্রোন বিজ্ঞানী হতে হয় না।

কিন্তু অন্তবর্তী সরকার কি সে কাজটা করতে পারছেন? পারছেন না। পারছেন না এসব বিশ্লেষকদের জ্বালায়। যমুনা টিভির ‘নিকোল শো’ হিসেবে পরিচিত একটি শো’তে জাতীয় পার্টির অফিসে আগুন নিয়ে কথা বলছিলেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল। তিনি এ ঘটনায় সরকারকে অথর্ব বললেন। বিস্মিত হলাম। তার মতন একজন সিনিয়র সাংবাদিক, যিনি সামাজিকমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ। নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন, তার মুখ থেকে এমন কথা শুনে বিস্মিত হবারই কথা। তিনি কি বিশ্বে সংঘটিত বিপ্লব সম্পর্কে জানেন না, তার তো না জানার কথা নয়। জানলে, নিশ্চয়ই তিনি বিপ্লব পরবর্তী অ্যানার্কি সম্পর্কে জানেন। নিজের কথা বলি, গত ২৪

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমরা রাজাকারদের মেনে নিতে পারি না। তাদের হত্যা-ষড়যন্ত্রকে জাস্টিফাই করা অনুচিত ও অপরাধ মনে করি, তেমনি জুলাই বিপ্লব বিরোধীদেরও আমরা মেনে নিতে পারি না। তাদেরকে জাস্টিফাই করাকে আমরা ফ্যাসিজমের দোসরবৃত্তি মনে করি। কারণ তরুণদের লাশ বহনের ট্রমা এখনো আমাদের কাটেনি।

আগস্ট ঢাকার তেজগাঁওয়ে বিজি প্রেসের সামনে আমার গাড়ি ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। গাড়িতে আমিসহ চারজন সাংবাদিক ছিলাম। পেছনের একটি দরোজা কোনো কারণে লক করা ছিলো না, এই সুযোগটা নেয় ছিনতাইকারীরা জ্যামে আটকে থাকা গাড়িতে। আমাকে স্ট্যাব করা হয়। ভাগ্য ভালো আঙুলে সামান্য কাটা ছাড়া তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু দুজন সাংবাদিকের মোবাইল ও মানিব্যাগ নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। বিষয়টি জানালাম তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায়। থানা থেকে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন সেখানে কর্তব্যরতরা। চারটি পুলিশের গাড়ি আসলো ঘটনাস্থলে। কিন্তু চার গাড়িতে পুলিশ মাত্র ড্রাইভারসহ আট জন। অর্থাৎ বিপ্লব পরবর্তী সময়ে পুলিশ এখনো ফর্মে ফিরতে পারেনি। আর এই সুযোগটাই নিয়েছে অপরাধীরা। এ অবস্থাকে আমি সরকারের ব্যর্থতা বা পুলিশের ব্যর্থতা বলে চালিয়ে দিতে পারতাম। যেহেতু আমার সহকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, আমি সামান্য হলেও আহত হয়েছি। না, আমি চালাইনি। কারণ আমি জানি বিপ্লব পরবর্তীতে কী হয়, কেন হয়। অ্যানার্কির বিষয়টাও আমার জানা। কিন্তু মাসুদ কামালরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন বা হয়েছেন। তারা পরামর্শ না দিয়ে মন্দালোচনাটা চালু রাখার পক্ষপাতি। তাদের ধারনা বিরোধীতা করলেই মানুষের দৃষ্টিতে থাকা যায়। এটা একটা সহজ ও পুরানো কৌশল। মূলত অ্যাটেশন সিকিংয়ের চিন্তা থেকেই এমন ভাবা। এমন চিন্তা যারা করেন সঙ্গতই তাদের বিশ্লেষক না বলে অ্যাটেনশন সিকার বলা ভালো।

অ্যাটেনশন সিকারদের মধ্যে আরো একদল আছেন, যারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সামনের সারির তরুণদের পেছনে লেগে আছেন। শিল্পকলায় নাটক বন্ধ করা নিয়ে তাদের কাউকে কাউকে দেখা যাচ্ছে অতিসুশীল হয়ে উঠতে। অতিবিপ্লবী যেমন প্রতিবিপ্লবী, তেমনি অতিসুশীলতা মানেও চরম কুশীলতা। নাটক বন্ধের প্রতিবাদ যখন করলেন, তখন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে লুটপাট, বিহারীদের সম্পত্তি দখল, বিহারীদের খুন, রাজাকারদের আত্মীয়স্বজনদের উপর হামলা, তাদের বাড়ি লুটপাট, আগুন এসব নিয়ে কথা বলেন না কেন? প্রশ্ন করতে পারেন আমরা বলেছি কিনা। না আগে বলিনি, কারণ আমরা বিপ্লব পরবর্তী অ্যানার্কি সম্পর্কে জানি, তাই বলিনি এবং তা নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। এখন তুলছি এবং তা আপনাদের বোঝানোর জন্য, জানানোর জন্য।

ফরাসি বিপ্লবের দিকেই তাকান। দেখুন কী হয়েছে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে। জার্মানে কী হয়েছে হিটলার পরবর্তী সময়ে। নাৎসি পার্টির নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে দেয়া হয়েছিলো। নাৎসি পার্টি সম্পর্কে মনে করিয়ে দিই, নাৎসি পার্টি ছিলো ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানির একমাত্র রাজনৈতিক দল। পুরো নাম ছিলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওর্য়ার্কাস পার্টি। বুঝলেন তো একমাত্র রাজনৈতিক দল। না, বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দলের ইতিহাস বলছি না। সেটা বলতে গেলে আরেক ইতিহাস বলতে হবে, সুশীলদের কারো কারো গাত্রদাহ তাতে বৃদ্ধি পাবে। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির পতনের পরও একই অবস্থা ঘটেছিলো। মুসোলিনির ভাস্কর্যসহ আইকনিক যা ছিলো তার সবই ধ্বংস করা হয়েছিলো। ফ্যাসিজমের আইকন ধ্বংস করা অত্যাবশ্যকীয় মনে করেছিলো বিপ্লব শেষে সকল বিপ্লবীরা। কিন্তু আমাদের দেশে বিপ্লব পথহারা হতে চলেছে অতিসুশীলদের কারণে।

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমরা রাজাকারদের মেনে নিতে পারি না। তাদের হত্যা-ষড়যন্ত্রকে জাস্টিফাই করা অনুচিত ও অপরাধ মনে করি, তেমনি জুলাই বিপ্লব বিরোধীদেরও আমরা মেনে নিতে পারি না। তাদেরকে জাস্টিফাই করাকে আমরা ফ্যাসিজমের দোসরবৃত্তি মনে করি। কারণ তরুণদের লাশ বহনের ট্রমা এখনো আমাদের কাটেনি। ইয়ামিনের শরীর এপিসি থেকে ফেলে দেয়ার দৃশ্য চোখ থেকে মুছেনি। পানি লাগবে পানি, এই শব্দের রেশ এখনো কানে বাজে। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি যারা রাজাকার পুনর্বাসনে তথা ফ্যাসিজম পুনর্বাসনে লেগে গেছেন তাদের প্রতি মানুষের বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তারাও ইতিহাসে দোষী হয়ে থাকবেন যদি বর্তমান সরকার ব্যর্থ হয়। তারা দোষী হয়ে থাকবেন বিপ্লব বেহাত হওয়ার দায়ে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নিষিদ্ধের রাজনীতি ও গণতন্ত্র

মাসুদ কামাল

গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে দাবি ছিল ২৪ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সরকার এক দিন আগে, ২৩ তারিখেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এক ঘোষণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের এই ছাত্রসংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আর এ কাজে তারা ব্যবহার করেছে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনটিকে। যে আইনটিকে সব গণতান্ত্রিক শক্তিই সমালোচনা করেছে, সরকার সেই আইনটিকেই ব্যবহার করেছে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করতে গিয়ে।

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আচরণ ও কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এদের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও কারও মনে জাগ্রত হবে বলে মনে হয় না। হেন কোনো অপকর্ম নেই যা এদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে এরা ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে হলে শিক্ষার্থীদের সিট বণ্টন—সব কাজই ছিল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। সবশেষ এবারের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে নিরীহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর যে নৃশংস হামলা, তার সঙ্গেও সরাসরি জড়িত ছিল এরা। এমন সংগঠনের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। এতসব অপকর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শাস্তিটা হবে কার? দলের নাকি নেতৃত্বের? তা ছাড়া শাস্তির মাত্রা ও ধরনটা নির্ধারণ করা হবে কোন প্রক্রিয়ায়? শাস্তিটা দেবেই বা কে?

ছাত্রলীগের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিটিও কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছিল। দলটির বিরুদ্ধে অভিযোগ গণহত্যার, গণতন্ত্র হরণের। সেই সঙ্গে গুম, খুন, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, অপশাসন—এ রকম অনেক অভিযোগ। কেউ বলছেন সংগঠনটির রাজনীতি করার অধিকার থাকতে পারবে না, আবার কেউ বলছেন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। আগামী নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেওয়া যাবে না—এমন দাবি সবচেয়ে বেশি জোরালো।

কেবল আওয়ামী লীগই নয়, নিষিদ্ধ কিংবা রাজনীতি থেকে বিরত রাখার দাবি উঠেছে আওয়ামী জোটভুক্ত দলগুলোর বিরুদ্ধেও। জোটের বাইরে বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী শাসনের সহযোগী হিসেবে থাকা জাতীয় পার্টির রাজনীতি নিয়েও রয়েছে আপত্তি। মাঝে জাতীয় পার্টি একটা কর্মসূচি দিল, ২ নভেম্বর তারা একটা সমাবেশ করবে। এই সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না, রাজনীতিই করতে দেওয়া হবে না তাদের, স্বৈরাচারের দোসররা রাজনীতি করতে পারবে না—এমন সব দাবিকে সামনে রেখে ৩১ অক্টোবর হামলা হলো জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। ব্যাপক ভাঙচুর শেষে ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। আগুন যারা ধরাল, তারা সেখানে হাজির হয়েছিল 'ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতা' ব্যানারে। এরা আসলে কারা? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা জানিয়েছেন, জাতীয় পার্টি অফিসে হামলার কোনো সিদ্ধান্ত তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় দুজন নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম তাঁদের ফেসবুক স্ট্যাটাসে দল বেঁধে জাপা অফিসের দিকে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেদিনই। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত যে ছিল না, সেটা জানা গেছে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, ঘটনা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর। গত পরশু রাতে একটি টেলিভিশন

> সরকারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করার যে কী বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ তো জামায়াতে ইসলামী নিজেই। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চেষ্টা করে গেছে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করতে। মেরে-পিটে এদের মাঠেই নামতে দেয়নি।

টক শোতে সারজিস আলমের কথা শুনে মনে হলো, তাঁরা এখনো জাতীয় পার্টিকে কোনো ধরনের রাজনীতি করতে দিতে রাজি নয়।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। এই যে রাজনীতি করতে না দেওয়ার মানসিকতা, এটাকে ঠিক গণতান্ত্রিক বলা যায় কি না। কাউকে কথা বলতে না দেওয়া, জোর করে চেয়ার থেকে নামিয়ে দেওয়া, কিংবা মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়াকে গণতান্ত্রিক আচরণ বলা যায় কীভাবে?

মাঝে দেখলাম, স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে চিহ্নিত করে কয়েকজন উচ্চ আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা হলো। তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলো। মজার বিষয় হলো, তাঁদের প্রকারান্তরে সরিয়ে দেওয়াও হলো। সেই সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কিনা জানি না, এর পরেই দেখা গেল ছাত্ররা দাবি করল—সরে যেতে হবে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে। ছাত্রদের এমন দাবির পেছনে সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার প্রচ্ছন্ন উসকানিও অনেকটা দৃশ্যমান ছিল। হয়তো এই দাবিও এত দিনে বাস্তবায়িত হয়ে যেত, যদি না বিএনপির দিক থেকে আপত্তি না উঠত। কেবল রাষ্ট্রপতির পদত্যাগই নয়, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিটিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি। দলটি শুরু থেকেই বলে আসছে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে নয়।

আমি নিজেও জাতীয় পার্টিকে খুবই অপছন্দ করি। এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, আমি করতেই পারি। আমার বিবেচনায়, ২০১৪ সাল থেকে এ দেশে গণতন্ত্র হত্যার যে প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ চালু করেছিল, তার প্রধান সহযোগী ছিল জাতীয় পার্টি। ইদানীং দেখি জাতীয় পার্টির নেতারা নানা রকম অজুহাত দিচ্ছেন। বলছেন—আওয়ামী লীগ নাকি তাঁদের কখনো জোর করে, কখনো ব্ল্যাকমেল করে নির্বাচনে যেতে বাধ্য করেছে। এসব অজুহাত হাস্যকর। জোর করে বা ব্ল্যাকমেল করেই যদি নির্বাচনে নেওয়া সম্ভব হতো, তাহলে আওয়ামী লীগ তখন বিএনপি বা অন্য দলগুলোকেও একই প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে যেতে বাধ্য করত। অন্যরা যদি সেই চাপ সহ্য করতে পারে, ব্ল্যাকমেল এড়াতে পারে, তাহলে জাপা পারল না কেন? নাকি তারা পারতে চায়-ই নাই? এটাই এই দলটির ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার জন্য তাদের উচিত জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

এই যে জাতীয় পার্টির প্রতি আমার অপছন্দ, এতটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, এর মাধ্যমে কি এই দলের অফিসে আগুন দেওয়ার অধিকার আমার জন্মায়? না, সেটা আমি পারি না। সেটা আসলে কেউই করতে পারে না। গণতন্ত্র সে অধিকারটি কাউকে দেয়নি। একটা মুক্ত সমাজে সবারই রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত।

আর রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের বিষয়টি তো আরও ভয়ংকর। সরকারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করার যে কী বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ তো জামায়াতে ইসলামী নিজেই। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চেষ্টা করে গেছে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করতে। মেরে-পিটে এদের মাঠেই নামতে দেয়নি। শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বশূন্য করতে সবই করা হয়েছে। পুরো ১৫ বছর ধরে জামায়াতে ইসলামীর লোকজনকে দৌড়ের ওপর রাখা হয়েছে। তারা তাদের অফিস পর্যন্ত খুলতে পারত না। আর একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও জামায়াতকে নিঃশেষ কি করা গেছে? যায়নি। বরং জামায়াত আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে। এত দিন দেখা গেছে জামায়াত কোনো একটি বড় দলের সহযোগী হয়ে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এখন তারা নিজেরা একক শক্তিতে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। গায়ের জোরে নিষিদ্ধ করতে গেলে বরং দলটির প্রতি মানুষের সিমপ্যাথি জন্ম নেয়। তখন তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসে। আসলে নিষিদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। কখনো যায়নি, এখনো যায় না। কোনো একটি দল নিশ্চিহ্ন কেবল তখনই হয়, যখন জনগণ সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে, জনগণ সেটাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ট্রাম্প ফিরে আসায় বহুমুখী সংকটের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গোটা বিশ্বের রাজনীতিতে যে একটা পরিবর্তন আসবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে দেখার বিষয় সেই পরিবর্তনটা কোন পথে যায় এবং কীভাবে হয়। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গতি কোন পথে প্রবাহিত করবেন ট্রাম্প, সেটা এখন অতি মূল্যবান প্রশ্ন। নির্বাচিত হওয়ার আগে ট্রাম্প বলেছিলেন তিনি থাকলে পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধই হতো না। ইসরাইলকে জো বাইডেন প্রশাসনের প্রশ্নহীন সমর্থন তাদের দলের ভরাডুবির বড় একটা কারণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ট্রাম্পের ভূমিকা কি হবে তা দেখার বিষয়।

ইউক্রেন-রাশিয়া ইস্যুর মতো মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও গাজায় হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ এবং লেবাননে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাগোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ কীভাবে শেষ করবেন তা উল্লেখ করেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতার বাহিরে থাকাকালীন ট্রাম্প বারবার বলেছেন, তিনি যদি জো বাইডেনের জায়গায় থাকতেন তাহলে হামাস কখনই ইসরাইলে হামলা চালাত না। কেননা ইরানের উপর তার ‘সর্বোচ্চ চাপ’ নীতি প্রয়োগের ফলে ইরান হামাসকে অর্থায়ন করার সুযোগ পেত না।

এক্ষেত্রে এই ধারণা করা যায় যে, সম্ভবত ট্রাম্প সেই নীতিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। ট্রাম্পের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ক্রমাগত চাপে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি ট্রাম্পের। ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ট্রাম্প। সেসময় ওয়াশিংটন ইরানের বিরুদ্ধে বৃহত্তর পরমাণু নিষেধাজ্ঞা দেয়। এছাড়া ট্রাম্পের শাসনামলে ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করা হয়েছিল। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ইসরাইলপন্থী নীতি শক্তিশালীভাবে প্রণয়ন করেন। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে নামকরণ করেন এবং তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করে জেরুজালেমে নিয়ে যান।

এবারের নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাতে মোটেও দেরি করেননি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি ট্রাম্পকে ‘সবচেয়ে ভাল বন্ধু’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘হোয়াইট হাউসের প্রকৃত ভালো বন্ধু হচ্ছে ইসরাইল’।

তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন ট্রাম্পের নীতি মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলতে বেশ কার্যকর ছিল। ফিলিস্তিনিরা ট্রাম্প প্রশাসনকে বয়কট করেছিল, কেননা ওয়াশিংটন জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনকে আঘাত করেছে।

ট্রাম্পের নীতি ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। যারফলে উভয় পক্ষকেই দীর্ঘ সংঘাতের পথে ঠেলে দেয়া হয়। ভূখণ্ডের লড়াইয়ে উভয় দলই তাদের শক্তি ক্ষয় করেছে।

ট্রাম্পের জয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হ্যারিস প্রার্থী হওয়ার কারণে ট্রাম্পের একতরফা জয়ের অভিমুখ ঘুরে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হওয়ার পর মাত্র মাস দুয়েক সময় পেয়েছিলেন কমলা। এই সময়কালে তিনি ট্রাম্পকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলেছেন বলেই মনে হচ্ছিল। জনমত জরিপগুলোতে কমলা সব সময় এগিয়ে ছিলেন। মনে রাখতে হবে এই জরিপগুলো যারা চালাত, তারা আগাগোড়া ট্রাম্পের কট্টর বিরোধী। এসব জরিপের ফল ভোট বাক্সে প্রতিফলিত না হওয়ায় এটা স্পষ্ট যে, জরিপগুলো হয়তো পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট ছিল। তবুও অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন আনপ্রেডিক্টেবল ক্যান্ডিডেটকে কিছুটা হলেও ঘোল খাওয়ানোর জন্য কমলা হ্যারিস অবশ্যই ধন্যবাদ পেতেই পারেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বেশ ঘাড়ত্যাড়া লোক, তিনি যে অন্য রাজনীতিকদের মতো একেবারেই নন–এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। এই লোকটাকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি আমেরিকান এস্টাব্লিশমেন্ট ও তাদের সহযোগী সংবাদমাধ্যম। তাঁর সম্পর্কে একটি ইতিবাচক শব্দও ব্যবহার করা হয়নি। বরং তিনি কত ভয়ঙ্কয়—বারবার এই তথ্য তুলে ধরে মার্কিনিদেরসহ বিশ্ববাসীর সামনে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৯০-পরবর্তী শীতল যুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকা ও তাদের ইউরোপীয় মিত্ররা গণতন্ত্রকে একটা নিজস্ব ছাঁচে ফেলে দিয়েছিল। এটা তাদের নিজেদের দেশে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি অন্যদের ক্ষেত্রেও। এই ছাঁচের বাইরে গিয়ে কেউ কথা বললেই তার গায়ে দেগে দেওয়া হয় নানা বিশেষণ। অথচ উদারবাদের লেবাস পরে এই গণতন্ত্রীরা হেন অপকর্ম নেই, যা করেননি এবং চিরকাল একে গণতন্ত্র নামের গঙ্গাজলে ধুয়ে পাপ ও শাপমুক্ত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দৃষ্টিতে ভ্লাদিমির পুতিন, শি জিনপিং–সবাই একনায়ক, স্বৈরাচরী, ফ্যাসিস্ট। কিন্তু তাঁর দেশে যখন ফিলিস্তিনদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের জন্য পথে নামে, তখন তা মোকাবিলায় ব্যবহার হয় পুলিশি নৃশংসতা। এই যে উদারবাদী রাজনীতিকদের দ্বৈত ও দ্বিচারী স্বত্তা, এ থেকেই ট্রাম্পের মতো জনতুষ্টিবাদী নেতাদের জন্ম।

অবশ্য ট্রাম্পের জন্মটা শুধু উদারবাদী বা প্রগতিশীল ঘরানার রাজনীতিকদের ব্যর্থতা ও দ্বিচারিতার কারণেই শুধু হয়নি। রক্ষণশীল ঘরানার প্রচলিত ধারার রাজনীতির ব্যর্থতাও ট্রাম্পের মতো জনতুষ্টিবাদী ও একবগ্গা নেতার জন্ম দিয়েছে। কারণ, পুরো কাঠামোই কাজ করেছে আপাত বিবাদের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। আর মানুষ সেই ব্যবস্থাকেই খারিজ করেছে। মানুষের এই খারিজই আসলে ট্রাম্পের জন্মদাতা।

কথিত এই উদারবাদী রাজনীতিকদের সমর্থক মূলধারার সংবাদমাধ্যম। গত ৮-৯ বছরে ট্রাম্প সম্পর্কে তারা এমন কোনো কথা নেই, যা লেখেনি। সেই ট্রাম্প ২০২৪-এর ৫ নভেম্বর ৭ কোটি ৩৫ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন, যা কমলা হ্যারিসের চেয়ে প্রায় ৫০ লাখ বেশি। এখন কী বলবে, এই পত্রিকাগুলো? আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। মার্কিন ভোটাররা বা সে দেশের তরুণ, কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিকরা ট্রাম্প সম্পর্কে তাদের মূল্যায়নে আস্থা রাখতে পারেননি। একজন আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘জিপ র‍্যাংলারে জ্বালানি ভরছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ নারী। ট্যাংক ভরে ৬০ ডলার চার্জ করছিলেন ফোন থেকে। অস্ফুট উচ্চারণে ক্ষেদোক্তি করলেন। দুই আঙুলে ভি চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, জ্বালানি মূল্য কমবে বলে তিনি আশা করছেন।’ অর্থাৎ, ওই নারীর মতো আমেরিকানদের কাছে পুতিন বা শি-কে টাইট দেওয়া অথবা ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার চেয়ে নিজের জীবনযাত্রার খরচ সামলানো অনেক বড় প্রশ্ন।

নাইন-ইলেভেন (আমেরিকায় টুইন টাওয়ারসহ বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলা) পরবর্তী বিশ্বে গণতন্ত্রের নামে চালানো হয়েছে যথেচ্ছাচার। কল্পিত শত্রুর মোড়কে কখনো গণতন্ত্র, কখনো মানবাধিকার হরণ, কখনো বিশ্বের জন্য হুমকির কথা বলে যুদ্ধের বেসাতি রপ্তানি করা হয়েছে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে। পরিণতিতে আজ গণতন্ত্রই অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছে। এর পেছনে মূলধারার সংবাদমাধ্যম তার দায় অস্বীকার করতে পারে না। প্রগতিশীল বা জনতুষ্টিবাদী নামধারী শাসকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে তাদের মনমতো আখ্যান তৈরিতে সাহায্য করেছে মূলধারার সংবাদমাধ্যম।

গত বছর ২৫ ডিসেম্বর লিখেছিলাম, ‘মূলধারার সংবাদমাধ্যম এসব নিয়ে এমনিতে বিপদে আছে। এর সাথে যোগ হয়েছে তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি। এই পছন্দ-অপছন্দ এতটাই প্রকট যে, পাঠকের একটা বড় অংশ প্রথমেই হারাচ্ছে তারা। এই বিষয়টি সুন্দর করে তুলে ধরেছে ব্রিটেনের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক দ্য ইকোনমিস্ট। মূলত তাদের আলোচনা আমেরিকা ঘিরে। আমরাও ওর মধ্যে সীমিত থাকব। তবে এখান থেকে রসদ সবাই পাবেন।’

‘সাপ্তাহিকটি আমেরিকার মূলধারার পত্রিকা ও টেলিভিশন শো-র ছয় লাখ নমুনা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করেছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নমুনার মধ্যে যেগুলো রাজনৈতিক-বিষয়ক, সেখানে সংবাদমাধ্যম মধ্যপন্থী অবস্থান হারিয়ে ফেলছে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকে গেছে ডেমোক্র্যাটদের দিকে। এর ফলে বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলছে তারা।’

‘আগামী বছর দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কল্যাণে ইতিমধ্যে আমেরিকা ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান দুই শিবিরে খাড়াখাড়ি ভাগ হয়ে গেছে। এই ভাগাভাগির খুবই নির্মম ইতিহাস কিন্তু আমেরিকার আছে। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এই ভাগ হওয়ার কারণে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন-এর মতো সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের পাঠক ও দর্শক হিসেবে ট্রাম্প তথা রিপাবলিকান সমর্থকদের হারিয়েছে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মঞ্চে আর্বিভূত হয়েই ট্রাম্প সাহেব মূলধারার সব মিডিয়াকে নাকচ করে দিয়েছিলেন ‘অপসাংবাদিকতা’র লেবেল সেঁটে দিয়ে। আমেরিকার পাবলিক কিন্তু সেটা ভালোভাবেই খেয়েছিল। শুধু খেয়েছিল বললে ভুল হবে, এখনো খাচ্ছে। যে কারণে এসব সংবাদমাধ্যম দীর্ঘ দিন ধরে পাঠকের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।’

ইকনোমিস্টের সেই বিশ্লেষণের প্রমাণ মিলল আরেকবার। আর তা হলো–তৃতীয় দফায় প্রার্থী হয়ে প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা কিন্তু শুধু আর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ নেই। দেশে দেশে ট্রাম্পের মতো মনোরঞ্জণবাদী বা জনতুষ্টিবাদী নেতারা উঠে আসছেন। তাঁদের সত্য-মিথ্যার মোড়কে প্রচারের দাপটে কথিত মূলধারার নেতারা পাবলিকের কাছে ভিলেন হতে চলেছেন। আমরা যদি যুক্তরাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, লেবার পার্টি জিতবে এটা সবাই জানত। হয়েছেও তাই। কিন্তু তলে তলে দক্ষিণপন্থী রিফর্ম ইউকে পার্টি উঠে এসেছে। আর এই দলের জন্য অনেক বেশি আসনে হেরেছে কনজারভেটিভরা। অর্থাৎ, মূলধারার রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় আস্থা রাখা ব্যক্তিরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন।

দেশে দেশে প্রগতিশীল বা মূলধারার রাজনীতিকদের এই জনবিচ্ছিন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ কথায় ও কাজে মিল না থাকা। নিজের মতো করে যেকোনো ঘটনার আখ্যান তৈরি এবং বেসুরো গলায় যত জোরে সম্ভব, তা গেয়ে যাওয়া। আর এতে সঙ্গত করে চলেছে কথিত মূলধারার সংবাদমাধ্যম। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গত ৩০ বছরে সবকিছু ভেঙে নতুন করে বিশ্ব রচনা করেছে–এটা বেমালুম ভুলে গেছেন তাঁরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে তরুণরা। বাইডেন সাহেবরা ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার বলে যে বর্বরতাকে মান্যতা দিচ্ছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেটাকেই তরুণেরা নৃশংস মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে তুলে ধরছে। জনগণের সেবকদের আয়েশি-বিলাসী ও নীতিহীন কাজের নজির কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমই দিচ্ছে।

এ জন্য বিগত যৌবনা নেতারা এই মাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার নানা ফন্দিফিকির করছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন, কলসবন্দী দৈত্যকে বের করা সহজ, কিন্তু ঢোকানো অসম্ভব। ফলে এই ‘কয়েক প্রজন্মে’র মধ্যেকার চিন্তার যে ব্যবধান, তা দুস্তর; পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতা ষাট বা সত্তরোর্ধ্ব নেতাদের নেই। ট্রাম্পের বিজয় সাময়িক এবং তার কারণও পরিষ্কার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে তৈরি দেশ-রাজনৈতিক সীমারেখা-জাতীয়তাবাদ-উগ্র শ্রেষ্ঠত্ববাদ–সবকিছু ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। পৃথিবীটা সাধারণ মানুষের। হাজার হাজার বছর ধরে তাদের নিয়ন্ত্রণের দড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফাঁস ক্রমশ ঢিলে হচ্ছে। যুদ্ধ বাধিয়ে অনেক মানুষ মারতে পারবেন, এমনকি গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন–কিন্তু সাধারণ মানুষকে আর বেশি দিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উন্মুক্ত আকাশেই সে উড়ে বেড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। ট্রাম্পসহ বিশ্বের তাবৎ নেতারা এটা বুঝলেই ভালো।

ট্রাম্পের ঐতিহাসিক বিজয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। পাশাপাশি কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তার দল রিপাবলিকানরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ে এর নিয়ন্ত্রণ ছিল ডেমোক্রেটদের হাতে। কমপক্ষে ১২০ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড প্রথম মেয়াদের পর দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। এর চার বছর পর নির্বাচন করে ১৮৯২ সালে তিনি জয়ী হন। সেই রেকর্ড ভেঙে ১২০ বছর পরে হোয়াইট হাউসে আবার আসছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পরও নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট।

এবারের ফলাফলে যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্রের প্রায় পুরোটা লাল হয়ে গেছে। লাল হলো রিপাবলিকানদের রং। পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলে মাত্র কয়েকটি রাজ্য নীল রং ধারণ করেছে। এ ছাড়া মধ্যবর্তী স্থানে তিনটি রাজ্য এই রং পেয়েছে। নীল হলো ডেমোক্রেটদের। এই জয়ের জন্য তিনি যেমন মার্কিনিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তেমনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরব মার্কিনিদের। ধারণা করা হয়, গাজা যুদ্ধের কারণে ডেমোক্রেটদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন মুসলিমরা। তারা এবার ব্যাপকভাবে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। তবে এদিন তিনি বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করেননি। তার জয়ে রিপাবলিকান শিবিরে আনন্দের বন্যা। অন্যদিকে ডেমোক্রেট শিবিরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। ওদিকে রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ এরই মধ্যে অভিনন্দন জানিয়েছে ট্রাম্পকে। জনমত জরিপ এবং বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস ধোপে টিকলো না। যেখানে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বলাবলি হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে ‘ডেডলক’ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। খুব সামান্য ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। সেখানে মঙ্গলবার রাতে (বাংলাদেশ সময় দুপুর নাগাদ) খবর চলে আসে ট্রাম্প জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে ধারায় ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পাচ্ছিলেন তাতে তার ধারেকাছে দাঁড়াতেই পারছিলেন না ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হ্যারিস। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বুধবার দুপুর ১টার দিকে ট্রাম্প যখন ফ্লোরিডার পাম বিচে কনভেনশন সেন্টারে দলীয় সমর্থক, নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, তখন কমালা হ্যারিসের ডেমোক্রেট শিবির নিস্তব্ধ। পূর্ব পরিকল্পিত ভাষণ বাতিল করেন কমালা। নির্ধারিত ২৭০ মাইলফলক স্পর্শ করে আরও দূরে এগিয়ে গেছেন ট্রাম্প। তিনি জিতেছেন ২৭৭টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট। তার কাছে কুপোকাত হয়েছেন ডেমোক্রেট কমালা হ্যারিস। তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ২২৬ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটে।

এর মধ্যদিয়ে ট্রাম্প দুইবার দু’জন ডেমোক্রেট নারী প্রার্থীকে ধরাশায়ী করলেন। ২০১৬ সালে তার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয় ডেমোক্রেট নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। আর এবার পরাজিত হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস। চার বছর পরে আবার ট্রাম্পের হাতে উঠতে যাচ্ছে হোয়াইট হাউসের চাবি। এরই মধ্যে তিনি ফ্লোরিডার পাম বিচে দলীয় নেতাকর্মীদের কনভেনশন হলে পৌঁছে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি মার্কিনিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিজেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন। দলীয় সমর্থকদের ব্যাপক করতালির মধ্যদিয়ে তিনি মঞ্চে আরোহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, রানিংমেট জেডি ভ্যান্স, মেয়ে ইভানকা ট্রাম্প, ছেলে ব্যারন ট্রাম্প প্রমুখ। প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষতি হয়েছে তা সারিয়ে তুলতে। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি মেলানিয়া ট্রাম্পকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। এ সময়ই তিনি মেলানিয়াকে ফার্স্টলেডি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে ধন্যবাদ জানান। মেলানিয়া একটি বই লিখেছেন। সেটা দেশে অন্যতম বেস্টসেলার হয়েছে বলে তার প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, সে একটি মহান কাজ করেছে। জনগণকে সহায়তা করার জন্য সে কঠোর কাজ করে। নিজের সন্তানদের ‘অ্যামেজিং চিলড্রেন’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প এ সময় প্রতিশ্রুতি দেন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করার। তিনি আরও বলেন, তিনি এবং তার দল আরও একবার ইতিহাস রচনা করেছেন। এ জয়কে তিনি ‘ম্যাগনিফিসেন্ট ভিক্টরি’ বলে অভিহিত করেন। ট্রাম্প বলেন, এর মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী যুগের সূচনা হলো। তিনি বলেন, এই বিজয় মার্কিন জনগণের। ফলে আমরা আবার আমেরিকাকে গ্রেট করে গড়ে তুলতে পারবো। এ সময় সমর্থকদের স্লোগানে ফেটে পড়ছিল কনভেনশন সেন্টার। তার মাঝেই ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত ও শক্তিশালী ম্যান্ডেট দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় পাশে থাকার জন্য এক্সের মালিক ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ককে তিনি রিপাবলিকান দলের ‘নতুন তারকা’ আখ্যায়িত করেন। ট্রাম্প বলেন, প্রচারণাকালে দু’বার হত্যাচেষ্টা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তিনি রক্ষা পেয়েছেন একটি কারণে। ট্রাম্প বলেন, হোয়াইট হাউসে তিনি প্রতিটি কাজে উৎসাহ ও লড়াই নিয়ে আসবেন। বলেন, প্রেসিডেন্ট হওয়া হলো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সরকার চালাবেন তার ঘোষণা- ‘প্রমিজেস মেইড, প্রমিজেস কেপ্ট’ নীতি অনুযায়ী।

ট্রাম্পকে বিশ্বনেতাদের অভিনন্দন: রিপাবলিকান ডনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিধস জয়ে খুশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানাতে মোটেও কালক্ষেপণ করেন নি তিনি। ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে এক্সের এক পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘হে বন্ধু ডনাল্ড ট্রাম্প, আপনার ঐতিহাসিক জয়ের জন্য হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা।’ এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি। এতে বলা হয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়ে মোদি বলেছেন, আপনার (ট্রাম্পের) আগের মেয়াদের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আমি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বৈশ্বিক এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে পুনরায় আরও শক্তিশালী করার জন্য উন্মুখ। আসুন একসঙ্গে আমাদের জনগণের উন্নতির জন্য এবং বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য কাজ করি।’ ওদিকে টাইমস অব ইসরাইলের এক খবরে বলা হয়, ট্রাম্পের জয়ে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ট্রাম্প এবং তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নেতানিয়াহু এবং তার স্ত্রী সারা। ইংরেজিতে লেখা এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘ইতিহাসে মহান হয়ে ফিরে আসার জন্য শুভেচ্ছা। নেতানিয়াহু আরও বলেন, ‘হোয়াইট হাউসে আপনার (ট্রাম্পের) ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন আমেরিকার জন্য একটি নতুন সূচনা; যার মাধ্যমে ইসরাইল ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ঐক্য বজায় থাকবে। এটি একটি বিশাল বিজয়!’ বিবৃতিতে স্বাক্ষরের উপরে নেতানিয়াহু লিখেন, ‘সত্যিকারের বন্ধুত্বের জন্য’। অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ। বিশ্বের পরবর্তী নেতা হিসেবে ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। তিনিও ট্রাম্পের বিজয়কে ‘ঐতিহাসিক বিজয়’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়ে স্টারমার বলেছেন, ‘আমি সামনের বছরগুলোতে আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ।’ ট্রাম্পকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘প্রবৃদ্ধি, নিরাপত্তা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে আটলান্টিকের উভয় তীরে সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে।’ হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানও ট্রাম্পের বিজয়কে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রত্যাবর্তন বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে তার ভূমিধস জয়ের জন্য অভিনন্দন। বিশ্ববাসীর জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় বিজয় বলেও উল্লেখ করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী। ট্রাম্পের প্রশংসা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রিপাবলিকান নেতার বিজয়কে ‘আকর্ষণীয় বিজয়’ বলে উল্লেখ করেছেন জেলেনস্কি। এক্সের পোস্টে তিনি বলেছেন, কিয়েভের নেতারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের যুগের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইউক্রেনের জন্য শক্তিশালী সমর্থনের উপর নির্ভর করি। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের শক্তির প্রশংসা করেছেন জেলেনস্কি। তিনি মনে করেন, এই নীতি এমন, যা ইউক্রেনে শুধু শান্তি আনতে পারে। মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পশ্চিমা ব্লকের চির শত্রু রাশিয়া। এক্সের এক পোস্টে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা লিখেছেন, ‘যারা অন্যের প্রতি ঘৃণা নয়, দেশের প্রতি ভালোবাসায় বেঁচে থাকে তারাই জয়ী হয়।’ এর আগে এক্সে তিনি কমালা হ্যারিসের প্রচারাভিযানের একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। সেই ভিডিওতে হ্যারিস বলেছেন, ‘রাতের কান্না শেষেই ভোরে বিজয় আসে।’

এ ছাড়া রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দমিত্রি মেদভেদেভ টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, ‘ট্রাম্পের একটি বড় গুণ আছে, যা আমাদের জন্য বেশ কার্যকর- তিনি একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী, তিনি ‘মূর্খ মিত্রদের’ পেছনে অর্থ ব্যয় করাকে মারাত্মকভাবে অপছন্দ করেন। তিনি ট্রাম্পকে ইউক্রেনে সাহায্য থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। মেদভেদেভ বর্তমানে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করছেন। ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুট বলেছেন, ট্রাম্পের নেতৃত্ব ‘আমাদের জোটকে শক্তিশালী রাখার জন্য আবারো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি ন্যাটো জোটের শক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে ট্রাম্পের সঙ্গে আবারো কাজ করার জন্য উন্মুখ।’

নারী বলেই হারলেন কমলা?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমলা হ্যারিসের পরাজয়ের পর এ বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন করেছে ওয়াশিংটন পোস্ট। তাদের প্রতিবেদনে ট্রাম্পের বিজয়কে নিষ্ঠুর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু নারীদের নিয়ে ট্রাম্পের অতীত খুব একটা সুখকর নয়। গত বছর ট্রাম্পকে যৌন নির্যাতনের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত অন্তত ১৭ জন নারী তার বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ করেছেন। যদিও যে অভিযোগগুলো ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন।

হ্যারিসের বিরুদ্ধে প্রচারণাতেও ট্রাম্প লিঙ্গভিত্তিক মন্তব্য করেছেন।

উসকনসিনের ২৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থী রেবেকা কুস্ক কমলার পরাজয়কে বেদনাদায়ক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট করা, যিনি ইতিমধ্যে নারীদের নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন, এটি আমাদের পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

তবে অনেকেই কমলার হারে স্বস্তি পেয়েছেন। তাদের মতে, 'আদর্শ লিঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তারা একজন নারী নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে দেখে খুশি হবেন, যদি প্রার্থী রিপাবলিকান বা রক্ষণশীল রাজনীতি গ্রহণ করেন।'

অন্যরা বলছেন, কমলা হ্যারিস প্রচারণা শুরু করেছেন দেরিতে। যার শুরুটা হয়েছিল জুলাইয়ে। জো বাইডেন নিজেকে দ্বিতীয়বারের জন্য বিবেচনা করার জন্য সময় নিয়েছেন।

উত্তর ক্যারোলিনার ৬৬ বছর বয়সী নার্স চেরিল ডুলাক সাধারণত ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেন। তিনি তার ব্যালটে প্রেসিডেন্টের লাইনটি ফাঁকা রেখেছিলেন। তার মতে, ট্রাম্প উন্মাদ, আবার কমলা তাকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ডুলাকের ছেলে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। তার ছেলে মনে করেন না, 'একজন নারী পুতিনের মুখোমুখি হতে পারে।'নির্বাচনের আগে পরিচালিত জরিপে দুই প্রার্থীর ঐতিহাসিক লিঙ্গ ব্যবধান উঠে এসেছে। বেশির ভাগ নারী কমলাকে সমর্থন করেছে এবং বেশির ভাগ পুরুষ ট্রাম্পকে সমর্থন করে বলে উঠে এসেছে। প্রচারণার সময়ও দুই প্রার্থী লিঙ্গের প্রশ্নে পুরোপুরি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

গত মাসে এনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কমলা বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আমি একজন নারী। অধিকাংশ মানুষ যে বিষয়টির প্রতি সত্যিই যত্নশীল তা হলো আপনি কী কাজ করতে পারেন এবং আপনার কি আসলেই সেগুলো করার সক্ষমতা আছে কি না।'

অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচারাভিযানের সময় দাম্ভিকতা দেখিয়েছেন। তার মধ্যে আধিপত্য দেখানোর মনোভাব ছিল। তিনি নিজেকে পুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

ট্রাম্প কমলা হ্যারিসকে বোকা, অলস ও দুর্বল বলেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সম্পর্কে অশ্লীল কথা লিখেছেন। ট্রাম্প এ-ও বলেন, কমলা নির্বাচিত হলে বিশ্বনেতারা তার সঙ্গে 'খেলনার মতো' আচরণ করবেন। প্রচারণার শেষ দিনগুলোতে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি নারীদের রক্ষা করবেন।

প্রয়োজনীয় সব সংস্কারে প্রস্তুত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস যৌথভাবে দুই দিনব্যাপী উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছে।

সংস্কারের বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'নিজের আস্থা থাকলে এটি আমরা পারব, কেন পারব না? যেমন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আস্থা ছিলে বলেই তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও আইনস্টাইনকে চিঠি লিখতে পেরেছিলেন। সব সময় যেন আমাদের বিশ্বের কাছে যেতে না হয়, বিশ্ব যেন আমাদের কাছে আসে। আমাদের তরুণদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে তারাই বিশ্ব। আজ আমরা সেই আকাঙ্ক্ষারই শতবার্ষিকী পালন করছি।'

পঞ্চাশের দশকের ঢাকার সঙ্গে বসুর ঢাকারই মিল বেশি ছিল উল্লেখ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'সেই শান্ত শহরকে, সেই সবুজ রমনাকে আর ফেরত আনা যাবে না, কিন্তু সেই গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা অবশ্যই ফেরত আনতে পারি, আজকের নতুন বাংলাদেশে। বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের শতবার্ষিকীতে এ কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই।'

তিনি বলেন, বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক সমাজ তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে আবার ফিরে পেয়েছেন। এর সঙ্গে এখন বিশ্ব-বিজ্ঞানে অবদান রাখার সক্ষমতাকেও যোগ করতে হবে। আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে রেখে দৈনন্দিন পঠন-পাঠন গবেষণার মাধ্যমেই সেটি অর্জিত হয়।

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শক্তিশালী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা জানান। আজকের দিনটিকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে দলটি।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকের এই দিনে সিপাহী-জনতা, দ্বিতীয়বারের মতো আধিপত্যবাদকে ও তাদের দোসরদের পরাজিত করে। যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তাদের পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সামনে নিয়ে আসে। এরপর বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক সূচনা হয়। সেই রাজনীতি ছিল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের রাজনীতি, সেই রাজনীতি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রাজনীতি, সেই রাজনীতি ছিল আধিপত্যবাদকে পরাজিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি। আজ আমরা শপথ নিয়েছি, ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে আধিপত্যবাদকে রুখে দেব। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলব।'

অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস পূর্ণ হয়েছে। তারা কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মির্জা ফখরুল বলেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই। তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) অনেকগুলো কাজ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের আমরা যদি সবাই সহযোগিতা করি এবং উপযুক্ত সময়ে একটা যৌক্তিক নির্বাচন দিতে সক্ষম হয়, তাহলে এই জাতির সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব হবে।'

তিনি বলেন, 'বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে, নির্যাতন করেছে। এই আওয়ামী লীগ প্রায় ৬০ লাখের মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। ৬০০ মানুষকে গুম করে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।'

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, এজেডএম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু প্রমুখ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আওয়ামী লীগের অভিনন্দন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এ অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন।

অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্ব শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন বলে আমরা আশা করি। তাঁর নেতৃত্বেই বিশ্বে সব যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরে আসবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে বর্তমানে যেভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তা ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর টুইটার বার্তায় বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট বার্তায় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা যাতে আর নির্যাতিত না হয়, সে বিষয়ে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।’

বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে অগ্নিসংযোগ, হামলা, গায়েবি মামলা, গ্রেপ্তার ও অগণিত হত্যা করে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। শিগগিরই বাংলার মাটিতে সব অবৈধ দখলদারিত্ব শেষ হয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব নিয়ে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই অপেক্ষায় আছে জনগণ। সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন ঐক্য নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সুপ্রভাতঃ ট্রাম্পের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোনও উৎসাহ ছিল না।

: 'আমাদের হাত নোংরা না করলে এ চত্বরে আমেরিকানরা বসে আয়েশে বিকেলের গল্প করতে পারবে না। ঘাম ফেলা শ্রমের কাজের জন্যই আমেরিকা আমাদের মতো অভিবাসী ছাড়া টিকে থাকার কোন উপায় নেই।' - কথাগুলো বলেই পরিচ্ছন্নতার কাজে হাত লাগালেন হোজে।

পাশের ডানকিন ডোনাটে কফি বিক্রির কাজ করছেন দক্ষিণ এশীয় এক অভিবাসী তরুণী। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের নেতৃত্ব পাল্টে গেলো। ভাবলেশহীন এ তরুণী গলার স্বর বেশ নামিয়েই জানালেন, পরিবারের সাথে অভিবাসী হয়েছেন। আমেরিকাকে নিজের দেশ মনে করেন। গত দশ বছরেও এমন কোন অভিজ্ঞতা কোথাও হয়নি যেখানে নিজেকে ভিন্ন দেশের কোন মানুষ মনে হয়েছে।

উত্তরমুখী ছয় লেনের পার্কওয়েতে গাড়ি থামিয়ে গ্যাস (পেট্রোল নিচ্ছিলাম)। ফিলিং স্টেশনের মালিক থেকে কর্মচারী সবাই ভারতীয় অভিবাসী। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় তারা বেজায় খুশি। জিপ র‍্যাংলারে জ্বালানি ভরছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ নারী। ট্যাংক ভরে ৬০ ডলার চার্জ করছিলেন ফোন থেকে। অস্ফুট উচ্চারণে খেদোক্তি করলেন। দুই আঙ্গুলে ভি চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, জ্বালানি মূল্য কমবে বলে তিনি আশা করছেন।

সাধারণ আমেরিকানরা রাজনীতি নিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস বা বিমর্ষতা প্রকাশ্য করে কদাচিৎ। সংবাদমাধ্যম দেখলে যা মনে হয়, বাস্তবতা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। বুধবার সকালে ট্রাম্পের আমেরিকায় ২০০ মাইল চষেও কোন একজন শ্বেতাঙ্গকে কোন উচ্ছ্বাস করতে দেখিনি।

আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্য কথাবার্তায় এবারে দেখা গেছে এ দেশে থাকা আমাদের স্বদেশিদের। দেশের ক্ষমতা থেকে সদ্য সরে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলগুলোর সবাই প্রকাশ্যেই ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। বাংলাদেশি আমেরিকান হিন্দুদের উচ্ছ্বাস ছিল ট্রাম্পকে নিয়ে। এবারে বাংলাদেশিদের ভোট দিতেও দেখা গেছে ব্যাপকভাবে। যদিও মনে করা হয় অধিকাংশ বাংলাদেশি নিজেদের দেশের রাজনীতি নিয়ে যতোটা না সক্রিয় থাকেন,

> সাধারণ আমেরিকানরা রাজনীতি নিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস বা বিমর্ষতা প্রকাশ্য করে কদাচিৎ। সংবাদমাধ্যম দেখলে যা মনে হয়, বাস্তবতা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। বুধবার সকালে ট্রাম্পের আমেরিকায় ২০০ মাইল চষেও কোন একজন শ্বেতাঙ্গকে কোন উচ্ছ্বাস করতে দেখিনি।

ঠিক ততটাই নির্লিপ্ত থাকেন আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে। উল্লেখযোগ্য একটি অংশ নিয়মিত খবর রাখেন, সরকারি সুযোগ সুবিধা কোন দল বেশি দিচ্ছে। এ কাজে ডেমোক্র্যাট দলের পাল্লা ভারী থাকার কারণে অভিবাসীদের মধ্যে দলটির জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিনের। এ জনপ্রিয়তায় এবারে কিছুটা হলেও ফাটল ধরেছে। গাঁজা যুদ্ধের কারণে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে আমেরিকান বাংলাদেশিরা এবারের নির্বাচনে ছিলেন বিভক্ত। তারপরও মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশিদের ভোট অধিকাংশই পড়েছে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে। যদিও ট্রাম্পের নামই কেউ শুনতে পারতেন না বছর চারেক আগে, তাদের অনেককেই এবারে দেখা গেছে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগান দিতে।

তিন দশকের বেশি সময় আমেরিকায় আছি।কর্মজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক যোগসূত্রও এ দেশটিতে। মার্কিন সমাজের ভেতরটা যে কতোটা বদলে গেছে,তা টের পাচ্ছিলাম গত এক দশক থেকে। এ বোধ থেকেই কথা বলার,লেখালেখি করে বাস্তবতা জানান দেয়ার অপ্রিয় কাজটিও করে আসছিলাম।

'মেক আমেরিকা গ্রেট' স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসা ট্রাম্প 'মেক আমেরিকা হোয়াইইট এগেইন' করার কাজে যে কোনও বেপরোয়া অবস্থান নেয়া ঠেকাবে আমেরিকার মানুষ। ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তির দিক থেকে যে আমেরিকা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, ট্রাম্পের আমেরিকার মানুষও তাদের আচরণ দিয়ে,ঋদ্ধতা দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে যাবে।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Member: naea NYSSEA
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician, NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

ভারতের কাছে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিবৃতি দেয় আওয়ামী লীগ। গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া ওই বিবৃতিতে শেখ হাসিনাকে ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী’ উল্লেখ করা হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা বিষয়ে ভারত নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। প্রতিবেশী দেশটি জানিয়েছে, ছাত্র–জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করে ভারত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন।

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা এখান থেকে আগেই বলেছি যে তিনি (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং, এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান এটাই।’

সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে আওয়ামী লীগের বিবৃতিতে শেখ হাসিনাকে ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী’ উল্লেখ করার প্রসঙ্গ তুলে একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ভারত শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী না কি ‘নির্বাসিত প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে বিবেচনা করছে। তার জবাবে ভারত সরকারের ওই অবস্থান তুলে ধরেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

ছাত্র–জনতার গণ–অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা গণভবন ছেড়ে ভারতে চলে যান। এর পর থেকে তিনি নয়াদিল্লিতে আছেন। তবে তাঁকে কোন মর্যাদায় রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

শহিদ গোলাম নাফিজকে বহন করা রিকশাটি গণভবনের স্মৃতি জাদুঘরে

ঢাকা অফিস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিতে নিহত গোলাম নাফিজের দেহ বহনকরা রিকশাটি আনা হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে। রিকশাটি এখানে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম।

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, গণভবনে রিকশা হস্তান্তরের সময় উপদেষ্টা নাহিদ রিকশাচালক নূর মোহাম্মদকে তাঁর সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'নাফিজের নিথর দেহ পড়ে থাকা রিকশাটি বিক্রি করে দিয়েছেন নূরু' শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম রিকশা ও রিকশাচালককে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ ওরফে নুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তা ৩৫ হাজার টাকায় লন্ডনপ্রবাসী আহসানুল কবীর সিদ্দিকী কায়সারের নিকট বিক্রি করেছেন বলে জানান। পরে আহসানুল কবীর সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রিকশাটি

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে হস্তান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

বৃহস্পতিবার রিকশাটি জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের পথচারী-সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজ। গুলিবিদ্ধ নাফিজকে পুলিশ যখন রিকশার পাদানিতে তুলে দেন, তখনো তিনি রিকশার রডটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন।

রিকশাচালক তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পরে এই রিকশার ছবি কাঁদিয়েছে পুরো বাংলাদেশকে।

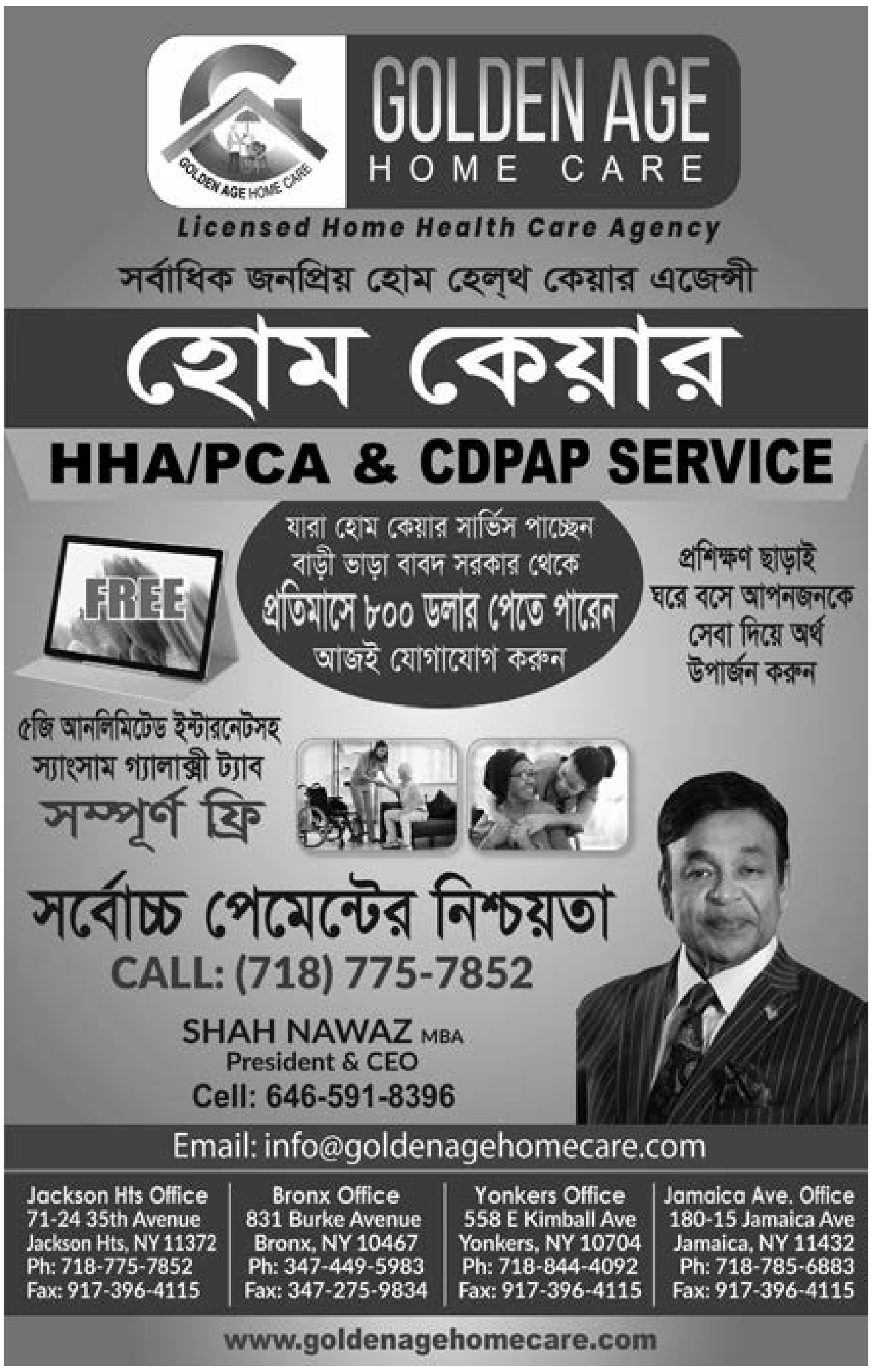

পিটুনি দিয়ে আমুর আইনজীবীকে এজলাসছাড়া

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, ১৪ দলের সমন্বয়ক ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে রাজধানীর নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় গতকাল বৃহস্পতিবার ছয় দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। রিমান্ড শুনানির সময় তাঁর আইনজীবীকে মারধর করে এজলাস থেকে বের করে দিয়েছেন ১০-১২ জন আইনজীবী। দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আমুকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৯ জুলাই ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যার ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বেলা ১১টার পর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজার আদালতে হাজির করে পুলিশ।

তাঁকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিমান্ডে নেওয়ার পক্ষে বক্তব্য দেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী। শুনানিতে তিনি বলেন, 'আমু শেখ হাসিনার বাবাকে বিপথে নিয়েছিলেন। সেই ভাবে শেখ হাসিনাকে বিপথে নিয়ে গেছেন। তিনি শেখ হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ১৪ দল নিয়ে মিটিং করেন। তাঁরা যেকোনো মূল্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা এই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত।'

পরে আমুর পক্ষে শুনানিতে আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী বলেন,

সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে আদালতে তোলা হচ্ছে

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্যটি রাজনৈতিক বক্তব্য। এ সময় আদালতে উপস্থিত ১০-১২ জন আইনজীবী উত্তেজিত হয়ে স্বপন রায়কে মারধর শুরু করেন। তাঁকে এজলাস থেকে বের করে দেওয়ার সময় তিনি দরজার সামনে পড়ে যান। একপর্যায়ে তাঁকে লাথিও মারা হয়। পরে কয়েকজন আইনজীবী তাঁকে তুলে আদালত থেকে বের করে দেন।

আমুর পক্ষে অন্য আইনজীবীরা বক্তব্য দিতে গেলে তাঁদেরও বারবার থামিয়ে দেন অন্য আইনজীবীরা। একপর্যায়ে আমু আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, 'আইনজীবীরা ভাই ভাই, মিলেমিশে থাকা উচিত। এখনকার পরিবেশ কিন্তু সব সময় থাকবে না।' এতে ওই আইনজীবীরা আবার উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পিপি ওমর ফারুক ফারুকীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে আদালত আমুকে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী পরে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, বিচারকের সামনে এজলাস কক্ষে ১০-১২ জন আইনজীবী তাঁকে মারধর করেন।

নিউইয়র্কে স্বর্ণের বাজারে দামের অস্থিরতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অত্যাধিক হারে বাড়ছে স্বর্ণের দাম। আগে প্রতি গ্রাম ৬৮-৭০ ডলার হলেও বর্তমানে এর দাম গিয়ে দাড়িয়েছে ৯০ ডলারের ওপরে। যা ১০০ ডলারও অতিক্রম করতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৃদ্ধির পেছনে ফেডারেল রিজার্ভের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রভাব অন্যতম।

জানা গেছে, গত কিছু সপ্তাহ ধরে স্বর্ণের দাম প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়েছে। যা মূলত ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, সুদের হার কমানো এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার লক্ষণের কারণে ঘটেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মার্কিন নির্বাচন এবং ফেডের সভা সোনার বাজারে নতুন অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। মূলত মার্কিন বাজারে ভোটদানের সময় সাধারণত অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ভোটদানে অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক চাপ স্বর্ণকে একটি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে আরও জনপ্রিয় করে তুলছে। এছাড়া, ফেডের নীতিগত সিদ্ধান্তও স্বর্ণের দামকে প্রভাবিত করছে। কারণ সুদের হার কমালে মূল্যবান ধাতুর প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

স্বর্ণের বাজারের অস্থিরতা নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বেশ উদ্বিগ্ন। তারা বলছেন, নির্বাচনের পর বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হবে। তবে তারা এই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকতে চান। ক্রেতারা স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির কারণে নিজেদের বাজেট পুনর্বিবেচনা করছেন। যা সোনার বাজারে আগ্রহকে প্রভাবিত করছে।

এদিকে,সোনার দাম বৃদ্ধির কারণে ক্রেতাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, যদি দাম বাড়তে থাকে তাহলে অনেক ক্রেতা সোনা কেনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

এবার লন্ডন থেকে হাসিনা ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

আজিজুল আম্বিয়া, লন্ডন

চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) রোম স্ট্যাটিউটের

১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে মামলাটি দাখিল করেছেন 'থ্রি বোল্ট কোর্ট চেম্বার্স'র ব্যারিস্টার মো. আশরাফুল আরেফিন। মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী এবং সরকারের অন্যান্য প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে একটি স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে।

২ নভেম্বর শুক্রবার লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন মামলার বাদী ব্যারিস্টার মো. আশরাফুল আরেফিন। সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিস্টার সারাহ ফোরে ও ব্যারিস্টার এমিল লিক্সান্দ্রু উপস্থিত

ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই এবং অগাস্ট মাসে, বাংলাদেশ ইতিহাসের এক পৈশাচিক নৃশংসতার সাক্ষী হয়েছিল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, বাংলাদেশে এক নজিরবিহীন ছাত্র আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার অযৌক্তিক হারে পুনর্বহাল এবং সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ পদ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। তাদের দাবি ছিল, এই কোটা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অযাচিত অগ্রাধিকার প্রদান করে, যা দেশের মেধাবী এবং যোগ্য প্রার্থীদের জন্য চাকরির পথ রুদ্ধ করে দেয়। আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কোটা সংস্কার, তবে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের মৃত্যুর মতো ঘটনার পর এটি দ্রুতই বৃহত্তর আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষার্থীরা তখন কেবল কোটা সংস্কার নয়, বরং প্রশাসনিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনে যুক্ত হন। এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার পর সরকার এর জবাব দেয় অমানবিক সহিংসতার মাধ্যমে উল্লেখ করে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে সরকার পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের মতো বাহিনী মোতায়েন করে। এই বাহিনী নির্বিচারে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র যেমন বার্ডশট পেলেট এবং তাজা গুলি ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলা চালায়। ইতিহাসের এই বর্বরতম নৃশংসতায় ১৪০০ জনেরও বেশি মানুষ শহীদ হয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে দেশে গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন এবং অসংখ্য বিক্ষোভকারী নিখোঁজ হয়েছেন। এই নিষ্ঠুরতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের উদাহরণ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এই গুরুতর অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে সক্ষম হবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে উল্লেখ করে আরও বলা হয়, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনের অধিকাংশ কর্মকর্তাই পূর্ববর্তী সরকার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত, যা নিরপেক্ষ তদন্তের পথে বড় বাধা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার কারণে, নিরপেক্ষ বিচার বা বিচার ব্যবস্থার প্রভাবশালী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে রাজনৈতিক স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যা ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর জন্য প্রতারণামূলক হবে। অভিযুক্ত শেখ হাসিনার ভারত থেকে রাজনৈতিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনার কারণে স্থানীয়

আদালতে ঘোষিত কোনো দণ্ড কার্যকর হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে ভারত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতায় বাধ্য হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) রোম স্ট্যাটিউটের ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে মামলাটি দাখিল করা হয়েছে।

এই মামলাটি দায়ের করেছেন ৩ বোল্ট কোর্ট চেম্বার্স'র ব্যারিস্টার মো. আশরাফুল আরেফিন (যিনি ব্যারিস্টার এম এ আরেফিন আশরাফ নামেও পরিচিত)।

এই মামলার অগ্রগতি নিয়মিত জানানো হবে উল্লেখ করে বলা হয়, এই মামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনা, তার মন্ত্রিসভা এবং সরকারের অন্যান্য প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে একটি স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্কে বাগ'র সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ (বাগ) এর উদ্যোগে সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কংগ্রেসম্যান জামাল বৌমেন। সংগঠনের সভাপতি জয়নাল আবেদিন প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের উপস্থিতি জানান দিতে এবং অধিকার আদায়ের অন্যতম সোপান ভোটাধিকার প্রয়োগ। ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করুন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এআইপিএসি এর শক্তিশালি অর্থ সরবরাহ গ্রুপের অপতৎপরতার চ্যালেঞ্জ হলো 'বাগ' এর মতো সংগঠনের কর্মতৎপরতা। তিনি আরো বলেন, ভোটের মাঠে পরাজিত হলেও আমি মানবতার পক্ষে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে কথা বলেই যাবো। কেউ আমার কণ্ঠ রোধ করতে পারবে না। তার নির্বাচনি প্রচার প্রচারণায় বাগসহ বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণের জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ২৪ অক্টোবর কুইন্স প্যালেসে সিভিক এনগেজমেন্ট ডিনার অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জোমানি উইলিয়াম বলেন, নিউইয়র্ক সিটির নাগরিকরা অনেক ভালো কিছু প্রত্যাশা করে যা বর্তমান মেয়র নিশ্চিতকরণে অকৃতকার্য হয়েছেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের মানবিক হতে বে এবং জনগণের সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় নিজেদেরকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

অ্যাসেমব্লিম্যান জোহরান মামদানি বলেন, তিনি ইতোমধ্যে আগামী নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথম মুসলিম মেয়র হওয়ার জন্যে ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী মেয়র নির্বাচনে তাকে সমর্থন করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস বলেন, আগামী দিনে তিনি বাংলাদেশি তথা ইমিগ্রেন্ট কম্যুনিটির জন্যে নাগরিক সুবিধা আদায়ে কাজ করে যাবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের সিনেটর প্রার্থী ডিয়ানি সারি, গভর্নরের মুসলিম লিয়াঁজো ডাইরেক্টর মোহাম্মদ বাহিসহ আরও অনেকে। 'বাগ' গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে ইমিগ্রেন্ট কম্যুনিটির অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

কবি ও লেখক কাজল চক্রবর্তী ও প্রফেসর শাহাজান ভুইয়া সংবর্ধিত

নিউজ ডেস্ক

২৪ অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত লেখক ও কবি কাজল চক্রবর্তী ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কায়রোর প্রফেসর ডঃ শাহজাহান ভুইয়াকে এক সংবর্ধনা প্রদান করেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদ ও তার সহধর্মীনি স্যাম রিয়া। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কায়রো প্রবাসী উম্মে কুলসুম জামেনা। প্রায় শতাধিক লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে স্যাম রিয়ার হরেক রকম মজাদার রান্নার সাথে বন্ধুত্বের কেক কেটে অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়। এরপর গান ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী দম্পতি সাব্বির ও নাজনীন আহমেদ, উপমহাদেশের বিখ্যাত শিল্পী ডঃ সীমা খান ও ডঃ ফয়সাল কাদের। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রায় শ'দুয়েক বইয়ের রচয়িতা বিখ্যাত লেখক ও কবি কাজল চক্রবর্তী ও আবৃত্তি শিল্পী স্যাম রিয়া। অতিথিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক পারভীন পাটোয়ারী, এজেএম হোসেন, জাহিদ খান, মাসুদুর রহমান, মজনু মিয়া, নেছার আহমেদ, মুনির হোসাইন, তুহিন ইসলাম, ইলিয়াস ভুইয়া লিটন, তানভির হোসাইন ও স্যাম রিয়া।

উল্লেখ্য কাজল চক্রবর্তী যার পোশাকী নাম দেবেশ চক্রবর্তী আটের দশকে লেখালেখি শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৮০টি বই এবং সেই সাথে তার রচনা সমগ্র নয়খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে কাজল চক্রবর্তী কলকাতায় বাংলা কবিতা উৎসবের আয়োজন করে আসছেন।

আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের কৃতি ছাত্র ডঃ শাহজাহান ভুইয়া বর্তমানে কায়রোতে এমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। উল্লেখ্য লেখক ও কবি সামছুদ্দীন মাহমুদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র।

রাজনৈতিক সহিংসতায় অক্টোবরে নিহত ১২

ঢাকা ডেস্ক

অক্টোবর মাসে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৯ জনই আওয়ামী লীগের কর্মী বা নেতা। বাকি নিহত ৩ জন বিএনপির। মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) করা অক্টোবর (২০২৪) মাসের প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ প্রতিবেদন গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

এমএসএফ প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং নিজস্ব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি হয়।

এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বর মাসের মতো অক্টোবর মাসেও বিএনপির কর্মীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এ কারণে নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার বিষয়টি বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

এমএসএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবরে রাজনৈতিক সহিংসতার ৫৮টি ঘটনায় সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৪২৪ জন। তাদের মধ্যে ১২ জন নিহত ও ৪১২ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৬ জন গুলিবিদ্ধ। সহিসংতার ৫৮টি ঘটনার মধ্যে ৩৭টি ঘটনা বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলজনিত, ১৭টি বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে, ২টি আওয়ামী লীগের দলীয় কোন্দল, ২টি ঘটনা ঘটেছে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন বিএনপির অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং নয়জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী রয়েছেন। আওয়ামী লীগের নিহত সাতজনের মধ্যে চারজনের মৃত্যুতে সরাসরি বিএনপি ও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা, তিনজন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

এমএসএফ বলেছে, অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকলেও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গণসংযোগে ব্যস্ততা দেখা যায়। অপর দিকে রাষ্ট্রপতির অপসারণ ও আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

চোখে রেখে চোখ/ আবার দেখা হোক ইশতিয়াক রুপুকে নিয়ে আড্ডা

অতিথি ইশতিয়াক রুপু স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্মরন করেন সুনামগঞ্জের প্রয়াত কবি মমিনুল মউজদীন কে। কবি আব্দুল হক স্বরচিত একটি প্রাসঙ্গিক কবিতা পাঠ করেন। কবি ইসমত হানিফা ও কবি ইশরাক জাহান জলি কাব্য ও বর্তমান সময় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

এমনি একটি সহজ কথাকে হৃদয়ে ধারন করে সিলেটের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য মহলের বিশিষ্ট সুধীজনদের আড্ডার আয়োজন ছিলো গত ২ নভেম্বর শনিবার সন্ধায় পূর্ব সুবিদ বাজারের চিনামন রেস্টুরেন্টে। সন্ধা ৬টায় শুরু হওয়া এই প্রানবন্ত আড্ডার আয়োজন ছিলো আমেরিকা প্রবাসী লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু কে নিয়ে।

সূচনায় আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা বিনিময় বক্তব্যের পাশাপাশি স্থানীয় কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ সহ সংগঠক ও ছড়াকার শাহাদত বখতের ছড়া পাঠ সবার প্রশংসা পায়।

অতিথি ইশতিয়াক রুপু স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্মরন করেন সুনামগঞ্জের প্রয়াত কবি মমিনুল মউজদীন কে। কবি আব্দুল হক স্বরচিত একটি প্রাসঙ্গিক কবিতা পাঠ করেন। কবি ইসমত হানিফা ও কবি ইশরাক জাহান জলি কাব্য ও বর্তমান সময় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেন।

উপস্থিত সুধীজন অনেকে বর্তমান কালের কবিতা ও সমসাময়িক সাহিত্য নানা দিক নিয়ে খোলামেলা এবং দিক নির্দেশনামুলক আলোচনা করেন।

বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী শরীফ জামিল যিনি সদস্য সচিব হিসাবে ধরিত্রী রক্ষায় আমরা- ধরা সংগঠনের দায়িত্ব পালনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তিনি পরিবেশ রক্ষায় প্রতিটি বাংলাদেশী কে নিজ অবস্থানে থেকে সঠিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। সিলেটের অন্যতম পরিবেশ যোদ্ধা আব্দুল করিম কিম এই বিষয়ে সচেতন মহল কে আরো সক্রিয় হতে অনুরোধ করেন। পুরো সাড়ে তিন ঘন্টা সময় কাল আড্ডায় শিল্প সংস্কৃতি এবং পরিবেশ বিষয় ছাড়া ও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে প্রানবন্ত আলোচনা হয়।

সব শেষে সিলেটের বিশিষ্ট নাট্যকার ও ব্যাংকার এবং রেডিও বাংলাদেশের খবর পাঠক আনোয়ার হোসেন রনির আড্ডায় যোগদেয়া সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন শরীফ জামিল, আব্দুল করিম কিম, ড.মোহাম্মদ জহিরুল হক,

ছড়াকার শাহদাত বখত, অধ্যাপক নুরুন উদ্দীন, আনোয়ার হোসেন রনি, সাংবাদিক উজ্জল মেহেদী, অধ্যাপক খালেদ উদ্দিন সাংবাদিক মোক্তাদির আহমদ মুক্তা, কবি ইসমত হানিফা, কবি ইশরাক জাহাল জেলি, আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত পরিবেশ কর্মী তোফাজ্জল সোহেল, আমেরিকা প্রবাসী ও সাংবাদিক শাহান মজুমদার, লেখক মোয়াজ আফসার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোহাগ তাজুল আমিন, রোটারিয়ান রিপন মিয়া, বেতার ঘোষক ও সংগঠক রিফা অবন্তী, সাংবাদিক আজহার উদ্দিন শিমুল, কবি মজনু মুহিবুর রহমান প্রমুখ।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

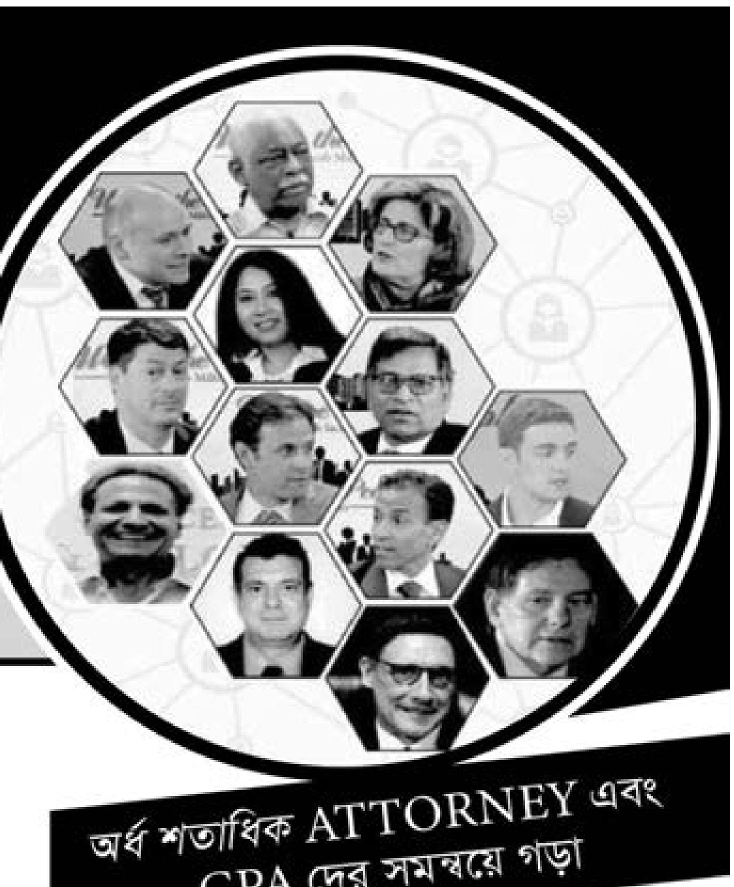

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

ETERNAL JANNAT CARE
Licensed Home Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

সার্ভিস এরিয়া
- কুইন্স
- ব্রুকলীন
- ম্যানহাটন
- ব্রোনস্
- স্ট্যাটান আইল্যান্ড
- নাসাউ
- সাফোক
- বাফেলো

নিয়োগ চলছে
বাসায় থেকে
$৭০ হাজার
আয় করুন

আমরা নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করে থাকি।
সার্ভিস অপরিবর্তিত থাকিবে।
সিডিপেপ সার্ভিসের জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রয়োজন নেই।

আমাদের সেবাসমুহ
- সিডিপেপ
- এইচএইচএ (হোম হেলফ এইড)
- পিসিএ (পার্সোনাল কেয়ার এইড)

আপনি যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অক্ষম থাকেন, তাহলে আপনার সেবার জন্য বাসায় স্টেটের খরচে, বিনামূল্যে সেবাদানকারী পেতে পারবেন।

- সিডিপাপ প্রোগ্রামের জন্য আপনি যোগ্য কিনা জানতে আমাদের অভিজ্ঞ কোঅর্ডিনেটরের পরামর্শ নিন
- হোম কেয়ার সার্ভিসধারীরা বাড়ী ভাড়া বাবদ স্টেট থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন।

বয়স্ক আত্নীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

আজই যোগাযোগ করুনঃ

Corporate Office:
91-12 175TH Street,
Lower Level, Jamaica
NY 11432

(516) 787-9092
(718) 534-0424
coordinator@eternalhcs.com
eternalhomecare.com

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050
- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

EXIT
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com
EXIT REALTY PRIME
REBNY
Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
Reg.No.C-187784
বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

শেফ খলিল পেলেন সিএফবি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিএফবি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানি হাউসের স্বত্বাধিকারী, বাংলাদেশি রন্ধন শিল্পের অগ্রগামী শেফ মো. খলিলুর রহমান রন্ধন জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি খাবারকে জনপ্রিয় করার জন্য।

২০ অক্টোবর রোববার স্বাস্থ্যকর খাবার প্রচারের লক্ষ্যে ঢাকার এক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ পুরস্কার গ্রহন করেন । আন্তর্জাতিক শেফ দিবস উপলক্ষ্যে ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ (সিএফবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সিএফবির সভাপতি হাবিবুর রহমান জহির, সাধারণ সম্পাদক মো. বোরহান খান, যুগ্ম সম্পাদক মো. জালাল আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন, আবুল বাশার, লেভেন শিশির রডরিক উপস্থিত ছিলেন।

খলিলুর রহমান ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল বাইডেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং অস্কার খ্যাত ব্রিটিশ করি অ্যাওয়ার্ডসহ মোট ১৩৭টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। দশ দিনের সফরে তিনি বাংলাদেশেই রয়েছেন। এ সময় তিনি খলিল ফুড ফাউন্ডেশন চালু করবেন, যা দেশের রন্ধন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে, সেই সাথে দেশে ও বিদেশে তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানের।

অ্যাসাল ওজোন পার্ক চ্যাপ্টারের প্রি-কনভেনশন ও পরিচিতি সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসালের ওজন পার্ক চ্যাপ্টারের প্রি-কনভেনশন এবং নতুন কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের আজীবন সদস্যপদ বৃদ্ধি এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ১৭তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। রোববার সন্ধ্যায় ওজন পার্কের লিবার্টি এভিনিউতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় সভাপতি মাফ মিসবাহ উদ্দিন এবং জাতীয় সম্পাদক মোহাম্মদ করিম চৌধুরীও। এ সময় অতিথিরা নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে অ্যাসাল-এর কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের উন্নয়নে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সন্তানু বড়ুয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং আসন্ন জাতীয় সম্মেলনের লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কনভেনর মাসুদ রানা তপন, ওমেন কমিটির চেয়ার নাজমা বেগম এবং কো-চেয়ার উর্মি বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসাল-এর পরবর্তী জাতীয় সম্মেলন আগামী ১৩-১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে সকল সদস্যদের অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair (Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

Muslim Vote Matters
Congratulations
Donald J. Trump
47th President-Elect of the USA

Giash Ahmed
Member: Central Executive Committee BNP
Former New York State Senator Candidate
Chairman: America Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (ABCCI)
Chairman: FOBANA
CEO: Immigrant Elder Homecare LLC

INDO BANGLADESH CO -PRODUCTION
PRODUCED BY ESKAY MOVIES (IND)
KAMAL MOHAMMOD KIBRIA & ANONNO MAMUN (BD)
ESKAY MOVIES
KIBRIA FILMS
ACTIONCUT
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
১৫ই নভেম্বর
নিউইয়র্ক
সহ যুক্তরাষ্ট্র
এবং কানাডায়
RELEASING USA & CANADA
15TH NOV 2024
SUPERSTAR SHAKIB KHAN IN
দরদ
STARRING
SONAL CHAUHAN | PAAYEL SARKAR | RAHUL DEV
RAJESH SHARMA | SAFA MARUA | ALOK JAIN
A FILM BY
ANONNO MAMUN
In
KEW GARDEN CINEMAS
১৫ই নভেম্বর
KEW GARDENS CINEMAS, 8105 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
11/15/24 - 11/21/24 | 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM DAILY
SHOWCASE CINEMA DE LUX BROADWAY, 955 S BROADWAY, HICKSVILLE, NY 11801
11/15/24 - 11/21/24 | 4:00 PM & 7:00 PM DAILY
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
PARTNER Galaxy media
BIOSKOPE CANADA

নারীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত নয় আমেরিকা: তালেবান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নারীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত নয় বলে মন্তব্য করেছেন আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবানের মুখপাত্র ইনামুল্লাহ সামাঙ্গানি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন। পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

ওই পোস্টে ইনামুল্লাহ লেখেন, আমেরিকানরা তাদের মহান দেশের নেতৃত্ব একজন নারীর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত নয়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর দেশটির সঙ্গে ‘সম্পর্কের নতুন অধ্যায়’ শুরুর বিষয়ে আশাবাদও ব্যক্ত করেছে তালেবান। আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল কাহার বালখি বুধবার এ কথা বলেছেন।

তালেবানের মুখপাত্র বলেন, তালেবান সরকার আশাবাদী যে—দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে একটি বাস্তববাদী পথে এগোবে আগামী মার্কিন প্রশাসন। এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের পারস্পরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরুর সুযোগ তৈরি হবে।

২০২০ সালে তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত দোহা চুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে আবদুল কাহার বালখি বলেন, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালে করা ওই চুক্তির ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর ‘২০ বছর মেয়াদি দখলদারির’ অবসান হয়েছিল। এ সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত বন্ধে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানান।

তালেবানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, তারা নারীদের ঘরে আটকে ফেলেছে। ক্ষমতা নেওয়ার পরপর তারা মুখে মেয়েদের ব্যাপারে আগেরবারের চেয়ে নমনীয়তার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও, কাজের বেলায় তা রাখেনি।

ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় যারা থাকতে পারেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয় নিশ্চিত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প তাঁর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাছাইয়ের প্রক্রিয়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুরু করবেন। প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, অভিবাসন ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখভালের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের সম্ভাব্য তালিকায় কোন কোন ব্যক্তি স্থান পেতে পারেন, তার একটি ধারণা দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ট্রেজারি সেক্রেটারি হতে পারেন যিনি

স্কট বেসেন্ট: ট্রাম্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্কট বেসেন্ট। তাঁকে অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি হিসেবে বেছে নিতে পারেন ট্রাম্প। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতা করা বেসেন্টকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে অন্যতম প্রধান প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের হেজ ফান্ড বিনিয়োগকারী বেসেন্টের ট্রাম্পের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

জন পলসন: ট্রেজারি সেক্রেটারি হিসেবে ট্রাম্পের বিবেচনায় থাকতে পারেন জন পলসনও। ট্রাম্পের তহবিলে একজন অন্যতম দাতা ধনকুবের পলসন। পলসন এই পদে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন তাঁর সহযোগীরা।

ল্যারি কুডলো: ল্যারি কুডলোও ট্রেজারি সেক্রেটারি পদে স্থান পেতে পারের। ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্ক ব্যক্তিত্ব কুডলো ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অধিকাংশ সময় তাঁর প্রশাসনের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনে অর্থমন্ত্রী হতে পারেন এমন ব্যক্তিদের তালিকায় আরও আছেন ট্রাম্পের বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা রবার্ট লাইটহাইজার। সম্ভাব্য ট্রেজারি সেক্রেটারি হতে পারেন লুটনিকও। তিনি ট্রাম্পের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণসংক্রান্ত কার্যক্রমের কো-চেয়ার। তবে অর্থমন্ত্রীর এই পদে সম্ভাবনা বেশি বেসেন্ট ও পলসনের, লাইটহাইজারেরও গুরুত্বপূর্ণ এ পদে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হতে পারেন রিচার্ড গ্রেনেল

রিচার্ড গ্রেনেলকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করতে পারেন ট্রাম্প। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্যতম গ্রেনেল। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ ছাড়া তিনি জার্মানিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করেন।

> ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে সম্ভাব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারির দায়িত্ব পেতে পারেন টম হোম্যান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারেন যিনি

রবার্ট ও’ব্রায়েন: রবার্ট ও’ব্রায়েনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করতে পারেন ট্রাম্প। তাঁর প্রথম মেয়াদের সর্বশেষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন ও’ব্রায়েন। ও’ব্রায়েন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা অন্য শীর্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত পদে নিয়োগ পেতে চাইছেন বলে জানা গেছে।

বিল হ্যাগারটি: বিল হ্যাগারটিরও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তালিকায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের দায়িত্ব গ্রহণসংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টেনেসির এই সিনেটর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদের জন্য হ্যাগারটিকে একজন শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মার্কো রুবিও: পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মার্কো রুবিওকে বেছে নিতে পারেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত সিনেটর রুবিওর নীতির সঙ্গে ট্রাম্পের নীতির বেশ মিল রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সিনেটের বৈদেশিক বিষয়সংক্রান্ত কমিটিতে আছেন রুবিও।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে পারেন যিনি

মাইক ওয়াল্টজ: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে যেসব নাম আলোচনায় তাদের মধ্যে অন্যতম সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও বর্তমান ফ্লোরিডার কংগ্রেসম্যান মাইক ওয়াল্টজ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সিআইএ পরিচালক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মাইক পম্পেও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে অন্যতম শীর্ষ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন।

মাইক পম্পেও: প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে মাইক পম্পেওকে বেছে নিতে পারেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে পম্পেও সিআইএর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেছিলেন ট্রাম্প। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ এই তালিকায় রাখতে পারেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে পারেন এমন ব্যক্তিদের তালিকায় আরও আছেন টম কটন। আরকানসাসের এই সিনেটরকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন ট্রাম্প। জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত কোনো পদে আসতে পারেন কেলগও। তিনি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে সম্ভাব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারির দায়িত্ব পেতে পারেন টম হোম্যান। এ ছাড়া এই পদে সম্ভাব্য হিসেবে আলোচনায় আছে চ্যাড উলফের নামও।

ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরা, চিন্তায় কিউবা কানাডা মেক্সিকো

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

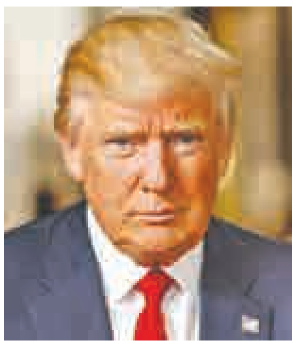

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় মোটামুটি সারা বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। বাদ যায়নি তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলো। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এই জয়ের বড় প্রভাব পড়বে প্রতিবেশী দেশগুলোয়। বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসন ইস্যুতে প্রভাব পড়বে মেক্সিকো ও দ্বীপরাষ্ট্র কিউবায়। আর বাণিজ্য এবং ন্যাটো ইস্যুতে ভুগতে হতে পারে কানাডাকে।

ট্রাম্পের জয়ের পরই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার জন্য তাঁর সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব আরও অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।’

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন কাজ শুরুর পর কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য ইস্যুটি আলোচনার টেবিলে উঠে আসবে। প্রতিবেশী হিসেবে শুধু তারাই পেয়ে থাকে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোতে কানাডার ব্যয়ের ইস্যুটিও উঠবে আলোচনার টেবিলে। বিষয়টি স্বীকার করেছেন ট্রুডোর উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে তাঁরা ঠিকঠাক কাজ করতে পারবেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি জানি, অনেক কানাডীয় এটা নিয়ে চিন্তিত। তবে আমি বলতে চাই, কানাডা এবং কানাডীয়রা ভালো থাকবেন।’

ট্রাম্প নির্বাচনে জয়ের আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হলে মেক্সিকো থেকে আসা পণ্যের ওপর অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। তবে এর সঙ্গে একট শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন, মেক্সিকো যদি তার দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধী এবং মাদক আসা বন্ধ করতে পারে, নতুন করে শুল্ক আরোপ করবেন না।

এ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সম্পর্কবিষয়ক বিশেষজ্ঞ পামেলা স্টার বলেন, ট্রাম্পের এই বার্তাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো। কারণ অতীতে ট্রাম্প সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছেন। তবে ট্রাম্প একই সঙ্গে আলোচনার বার্তাও দিয়েছেন। তিনি সাধারণত এমন কঠোর ও জনপ্রিয় কথাবার্তা বলে থাকেন। তবে তিনি এও বার্তাও দিয়েছেন, তিনি আলোচনায় বসতে পারেন।

তবে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ট্রাম্পের বার্তাকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ বেনকো বেসের অর্থনীতি বিশ্লেষক গেব্রিয়েল সিলার বলেন, ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ কোনো সাধারণ হুমকি নয়। এতে মেক্সিকোর রপ্তানিতে বড় প্রভাব পড়বে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, বিদেশি বিনিয়োগ এবং অর্থনীতিতেও বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন তিনি।

এ ছাড়া অভিবাসন ইস্যু নিয়েও কথা বলেছেন ট্রাম্প। অবৈধ অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এতে সবচেয়ে ঝামেলায় পড়বে মেক্সিকো। এ ছাড়া কিউবা থেকে আসা অভিবাসীরাও ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছেন বলে মনে করছেন তাঁরা।

তাজউদ্দিন আহমদের জন্ম-শতবর্ষ উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে তাজউদ্দিন আহমদ জন্মশতবর্ষ উদযাপন পরিষদের আয়োজনে শ্রদ্ধায় স্মরণে তাজউদ্দিন আহমদের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। সেই সাথে জেলহত্যা দিবস ও শহীদ জাতীয় চারনেতাকেও শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম,কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা, স্মৃতিচারণ,নৃত্য, ভিডিও বার্তা প্রদর্শন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শোক সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে কারাগারে বন্দী অবস্থায় নিহত চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম,কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর স্মরণে উপস্থিত সুধীজনরা দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সুচিস্মিতার পরিবেশনায় তাজউদ্দিন আহমদের জীবনী পাঠের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর তাজউদ্দিন আহমদ জন্মশতবর্ষ উদযাপন পরিষদরে সদস্য সচিব সাগর লোহানীর উপস্থাপনায় মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতিবীদ ড. নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিনের আহমদের ঘনিষ্ঠজন ওয়ালিউল্লাহ সিকদার, সংস্কৃতিজন বেলাল বেগ, মুক্তিযোদ্ধা ও যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস, লেখক কুলদা রায়, একুশে চেতনা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'র সভাপতি ওবায়দুল্লাহ মামুন প্রমুখ।

জন্মশতবর্ষ উদযাপনের ঘোষনাপত্র পাঠ করেন বাচিকশিল্পী স্বাধীন মজুমদার, তাজউদ্দিনকে নিয়ে লেখা মারুফ রসুলের লেখা প্রবন্ধ পাঠ করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার সদস্য মিথুন আহমদ।

অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাজউদ্দিন আহমদের দেয়া ভিডিও বার্তাটি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও তাজউদ্দিন আহমদের মেয়ে শারমিন আহমদের ভিডিও বার্তাও উপস্থাপন করা হয়।

তাজউদ্দীন আহমদকে স্মরণ করতে গিয়ে বক্তরা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নাম ছিল তাজউদ্দিন । যিনি তার সততা, মেধা আর কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন সব সময়। তিনি এক ক্ষুরধার নিভৃতচারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাকে ভয় পেত স্বৈরাচারী সামরিক শাসকরা। তিনি যাবতীয় আত্মপ্রচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। তাজউদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনপার প্রধান চাকিকার্ঠি বললেও অত্যুক্তি হবে না, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে যার নেতৃত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে আমরা মাত্র নয় মাসে এই স্বাধীনতা পেয়েছি।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ভাবে যে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, এসময় আমাদেরকে তাজউদ্দিনের কাছে আশ্রয় নিতে হবে।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন ও তার সম্পূরক আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে জনগণের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাজউদ্দিনের চেতনা ধারন করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে পেনসিলভেনিয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ছিল শীর্ষে। এ রাজ্যে বসবাস করেন বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি। পেনসিলভেনিয়ার একটি ভোটকেন্দ্রে স্বতস্ফূর্ত বাংলাদেশীরা। ছবি: মোহাম্মদ আরিফ

ইলন মাস্ক ট্রাম্প প্রশাসনের বিশেষ সুবিধা পাবেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আগেভাগেই সমর্থন দিয়েছেন ইলন মাস্ক। এখন ওই সমর্থন ধনকুবের এ উদ্যোক্তাকে এক ব্যতিক্রমী প্রভাব এনে দেবে, যা তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারের আনুকূল্য পাওয়া নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। ফেডারেল হিসাব বলছে, ট্রাম্প-সমর্থক এক গোষ্ঠীকে নির্বাচনী প্রচার বাবদ মাস্ক অন্তত ১১৯ মিলিয়ন (১১ কোটি ৯০ লাখ) ডলার দিয়েছেন। এছাড়া ট্রাম্পের প্রচারকার্যে বিভিন্ন সময় সশরীর অংশ নিয়েছেন।

পেনসিলভানিয়ায় গত ১৩ জুলাই এক নির্বাচনী সমাবেশে হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে যান ট্রাম্প। ওই সময় গুলি তার কানে লাগে। সেই দিনই ট্রাম্পকে সমর্থন করার ঘোষণা দেন টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেন সরে দাঁড়ালে কমলা হ্যারিস তার স্থলাভিষিক্ত হন। এতে নির্বাচনে কমলার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন ট্রাম্প। এমনই একটি সময় ট্রাম্পের পাশে এসে দাঁড়ান মাস্ক। বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দেন ট্রাম্পের প্রচারশিবিরকে। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে নির্বাচনের রাতে মাস্ক ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো ক্লাবে কাটিয়েছেন। ট্রাম্পও বলেছেন, তিনি মাস্ককে তার প্রশাসনের 'দক্ষতার সম্রাট' বলে ডাকবেন। মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার সুদূরপ্রসারী কৌশলেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এর মাধ্যমে তিনি চান তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে আড়ালে রাখতে। ট্রাম্পের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে মাস্ক তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূর্ণ সুবিধা আদায় করবেন।

মাস্কের ব্যবসায়িক স্বার্থ-টেসলা বৈদ্যুতিক যান থেকে শুরু করে স্পেসএক্স রকেট ও নিউরালিংক ব্রেন চিপ সরকারি নিয়মকানুন, ভর্তুকি সুবিধা বা নীতির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। স্পেসএক্সের শীর্ষস্থানীয় একজন সাবেক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিদ্যমান সব নিয়মকানুনকে মাস্ক তার ব্যবসা ও উদ্ভাবনের পথে বাধা হিসেবে দেখে থাকেন। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তার প্রশাসনকে মাস্ক ওই সব নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ কাটানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন, যাতে যা ইচ্ছা তিনি তা করতে পারেন।

সরকারি নিয়মনীতির কাটছাঁট মঙ্গলে স্পেসএক্সের পাড়ি জমানোর প্রচেষ্টা বেগবান করবে। মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্টার্টআপের মতো কাজ করাতে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইলন মাস্কের মতো সেরা উদ্যোক্তা আর নেই।

এনবিসিএসের ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২ নভেম্বর শনিবার বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত , সেন্ট্রাল কুইন্স লাইব্রেরি, জ্যামাইকায় 'ওয়ান টু ওয়ান গভর্নমেন্ট জবস এন্ড বেনিফিট ওয়ার্কশপ'- নামে একটি হাতে কলমে তথ্য আদান প্রদান কর্মসূচির আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপে শতাধিক আগ্রহী চাকরি প্রার্থীকে হাতে কলমে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীকে তাদের পছন্দের চাকরিতে সরাসরি আবেদন সম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

সরকারি চাকরির জন্য একাউন্ট খোলা, বাংলাদেশ বা অন্য দেশ থেকে অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মুল্যায়ন করে আমেরিকার সমমান করা, জীবন বৃত্তান্ত ও কভার লেটার তৈরী করা , কোথায় কখন আবেদন করা যায়, নিয়োগ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া- এসব খুঁটিনাটি বিষয় একজন একজন করে হাতে ধরে ধরে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও কীভাবে স্বল্পমুল্যে বা বিনামুল্যে সরকারি বাড়ি, এপার্টমেন্ট ও অন্যান্য সরকারি আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেবিষয়েও ওয়ার্কশপে আগত প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ খোঁজ খবর দেয়া হয়েছে।

ওয়ার্কশপ সমন্বয় করেছেন কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সহকারি মহাব্যবস্হাপক সেলিনা শারমিন। আহ্বায়ক ছিলেন আজহার আলী খান ও হানিফ মজুমদার। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত আটটি ডেস্কে যারা চাকরি প্রার্থীদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, তারা হলেন ফাতেমা খান, সাইদা হাবীব, ডা. নাফিসুর রহমান, ডা. রেজাউল কবীর, মোঃ শফিকুল ইসলাম, আরিফ অর্ণব, মাহবুব কবীর, আশরাফুজ্জামান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ মিজানুর রহমান ও মনজুর কাদের।

সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন এনবিসিএস এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান উপদেষ্টা মোমেন ভূঁইয়া, সুজাউদ্দিন মোল্লা, রীনা সাহা, মোঃ আবদুল্লাহ ও আওকাত হোসেন খান,

যোগ্যতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যারা সঠিক তথ্যের অভাবে উপযুক্ত কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না তাদেরকে হাতে ধরিয়ে সরকারি চাকরির খোঁজ খবর জানানোর কাজটি বহুদিন ধরেই করে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি সিভিল সার্ভিস সোসাইটি, সংক্ষেপে এনবিসিএস। এই সংগঠনে যুক্ত আছেন নিউইয়র্ক সিটি, স্টেট ও ফেডারেল সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত চৌকস কর্মকর্তা বৃন্দ। সংগঠনটির প্রধান কাজই হলো, নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালিদের সরকারি চাকরিতে যোগদানের ধাপগুলো হাতেকলমে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়া।

নিউইয়র্কের ব্রিংহামটনে আইন, ট্যাক্স, ফিন্যান্স বিষয়ে সেমিনার

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক স্টেটের অন্যতম শহর ব্রিংহামটনে আইন, ট্যাক্স, ফিন্যান্স বিষয়ের উপর মানুষের মধ্যে ধারনা দেওয়ার জন্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ নভেম্বর শনিবার ব্রিংহামটনের ইন্ডিকট ৯ ওয়াশিংটন এভিনিউর বাংলাদেশী স্বাদ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মোকতার হোসন। মূল স্পীকার হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন বাংলাদেশীদের সুপরিচিত এটর্নী এইচ ব্রুস ফিসার, এটর্নী এট ল মোহাম্মদ এন মজুমদার, সিপিএ জাকির চৌধুরী, রিয়েলটর ইমাম হাসান, মর্টগেজ ব্যাংকার ফাহিম হোসেন।সিপিএ জাকির চৌধুরী জানান এই সেমিনারের মুল লক্ষ হলো মানুষের মধ্যেআইন, ট্যাক্স, ফিন্যান্সের বিষয়ে পরিস্কার ধারনা দেওয়া। যারা ব্যবসা করেন কিভাবে লোন পাবেন, যারা বাড়ী কিনবেন বা ট্যাক্স কিভাবে জমা দিবেন অথবা কোন

ধরনের দূর্ঘটনা হলে কিভাবে ক্ষতিপুরন পেতে পারেন সার্বিক বিষয়ে জানানো।

উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা নুরে আলম জিকু, জগলুল চৌধুরী, সাইদুর রহমান লিংকন সহ ব্যক্তিবর্গরা।

সবশেষে উপস্থিত সকলকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রায় চার ঘন্টার দূরত্ব ব্রিংহামটন শহরে বাংলাদেশীদের বসবাস বেড়ে চলেছে।

আইন সভায় পুনর্নির্বাচিত হলেন ৫ বাংলাদেশি

ইমা এলিস

৫ নভেম্বর মঙ্গলবারের মার্কিন নির্বাচনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আইন সভায় পুনঃনির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ৫ প্রার্থী। নির্বাচনী ফলাফল ও স্থানীয় কমিউনিটির বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তারা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পুনঃনির্বাচনের জন্য দাঁড়িয়েছেন। বিজয়ী বাংলাদেশিরা হলেন জর্জিয়া স্টেট সিনেটর পদে ডেমোক্রেট প্রার্থী শেখ এম. রহমান, একই স্টেটের অপর ডিস্ট্রিক্ট থেকে সিনেটর নাবিলা ইসলাম, কানেকটিকাট স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমান এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল খান এবং নিউজার্সি প্লেইন্স বরো টাউনশিপ থেকে কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী।

এর বাইরে পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, নিউজার্সিসহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি-আমেরিকান কাউন্টি ও অন্যঅন্য পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তদের ফলাফল এখনো জানা যায় নাই।

নিউজার্সি প্লেইন্স বরো টাউনশিপ থেকে পঞ্চম মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী। তিনি টানা ১৪ বছর ধরে এই পদে আছেন ২০০৭ সাল থেকে। তার টাউনশিপে একজন মেয়র এবং ৫ জন কাউন্সিলম্যান রয়েছেন। তিনি কাউন্সিলম্যান হিসাবে কালচারাল এবং হেরিটেজ বিষয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

ট্রাম্পের জয়ে ইউক্রেনজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হতাশা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সামরিক বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে ইউক্রেনের চাকরিজীবী ও বিশ্লেষকেরা বলছেন, একজন পুতিনবান্ধব প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে যাওয়ার কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে ইউক্রেনের ২৯ বছর বয়সী এক যুবকের কথা বলা হয়েছে। ইহোর একজন চাকরিজীবী। একরাশ হতাশা নিয়ে তিনি মত দিয়েছেন, ট্রাম্পের বিজয় মানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জয়ী হয়েছেন। ইহোর বলেন, 'ক্রেমলিনে এখন দারুণ উদ্‌যাপন চলছে।'

মার্কিন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের বিপুলসংখ্যক মানুষের অনুভূতি ঠিক ইহোরের মতোই। এসব মানুষের ট্রাম্পের রাজনৈতিক পুনরুত্থানকে একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখেন।

ইহোর বিশ্বাস করেন, নতুন বাস্তবতায় নিশ্চিতভাবেই এমন একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে, যা রাশিয়াকে দারুণভাবে লাভবান করবে। এমনও হতে পারে, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চলকে রাশিয়ার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এমন হলে এত দিন ধরে যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেনের মানুষের আত্মত্যাগ নিরর্থক হয়ে যাবে।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ায় মার্কিন সামরিক সহায়তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের সামরিক বিশেষজ্ঞরাও। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অধীনে যে মার্কিন সমর্থন পাওয়া গেছে, ইউক্রেনের জন্য তা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইউক্রেনের সামরিক বিশেষজ্ঞ আন্দ্রে প্রোনিন মনে করেন, বিগত মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইউক্রেন যথেষ্ট সামরিক সহায়তা পেয়েছে। বর্তমানে ইউক্রেনের কাছে যে মজুত রয়েছে তা দিয়ে আরও আট মাস চলা যাবে। কিন্তু তারপরে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নির্ধারিত শর্তের অধীনে ইউক্রেন হয়তো আলোচনায় যেতে বাধ্য হবে।

পুতিন অভিনন্দন জানাবেন না ট্রাম্পকে?

নিউজ ডেস্ক

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানানোর পরিকল্পনা করছেন না—বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ।

এদিন স্থানীয় সময় সকালে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পেসকভ বলেন, 'ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন জানানোর কোনো পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমরা এমন একটি দেশের কথা বলছি, যা আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত।'

২০১৬ সালে মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প জয়লাভ করার পর বিশ্বনেতাদের মধ্যে পুতিনই প্রথম তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হবে কি না, জানতে চাইলে পেসকভ বলেন, 'এটা প্রায় অসম্ভব।' কারণ দুই দেশের সম্পর্ক ইতিমধ্যে 'ঐতিহাসিক নিম্নগামী স্তরে' রয়েছে।

রুশ মুখপাত্র আরো বলেন, 'এরপর কী হবে, তা নির্ভর করছে মার্কিন নেতৃত্বের ওপর। প্রেসিডেন্ট পুতিন একাধিকবার বলেছেন, তিনি ন্যায্যতা, সমতা ও পারস্পরিক উদ্বেগের ভিত্তিতে গঠনমূলক সংলাপের জন্য উন্মুক্ত।

বর্তমানে মার্কিন প্রশাসনের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। জানুয়ারিতে কী ঘটে, সেটাই দেখার বিষয়।' এ ছাড়া ট্রাম্পের ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পেসকভ জানান, রাশিয়া অপেক্ষা করছে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর তিনি কী পদক্ষেপ নেন তা দেখার জন্য, তার পরই আলোচনা শুরু হবে। তিনি আরো বলেন, 'ক্ষমতায় আসার পর বক্তব্য কখনো কখনো ভিন্ন রূপ নেয়।

এ কারণেই আমরা সাবধানে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছি এবং নির্দিষ্ট কথা ও কার্যকর পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেব।'

নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেসসহ বিশ্বব্যাপী শুভ মুক্তি শাকিব খান অভিনীত 'দরদ'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ১৫ নভেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিস্কো , শিকাগো , বোস্টন, কানেক্টিকাট সহ বিশ্বব্যাপী শুভ মুক্তি হতে যাচ্ছে মেগা স্টার শাকিব খান অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র – 'দরদ' এর।

শাকিব খান অভিনীত অপর জনপ্রিয় ছায়াছবি 'তুফান' এর আকাশচুম্বী সাফল্যের পর বায়োস্কোপ ফিল্মস যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় 'দরদ' ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে । এ উপলক্ষ্যে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশিদ এবং রাজ হামিদ বলেন ,'দরদ' বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ৪৮ তম পরিবেশনা । আগামী ১৫ নভেম্বর নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস সহ বেশ কয়েকটি বড় পরিসরে 'দরদ' মুক্তি পাবে, এবং পরবর্তী ২২ নভেম্বর শুক্রবার সারা দেশে মুক্তি পাবে 'দরদ'। নিউইয়র্কের কিউ গারডেন সিনেমায় এবং হিক্সভিল-এর শোকেস ব্রডওয়ে থিয়েটারে সপ্তাহ ব্যাপী চলবে 'দরদ' । দরদের সাফল্য নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে রাজ হামিদ বলেন ," দরদ আন্তরজাতিক মানের একটি চলচ্চিত্র। তুফান-এ যেমন মেগা স্টার শাকিব খান কে দর্শক লুফে নিয়েছেন, দরদ- এও শাকিব খান কে দর্শক বেশ কমপ্লেক্স চরিত্রে দেখবেন । শাকিব ভাই অবিশংবাদিত ভাবে কেবল ঢাকার দরশকদের ভেতরই নয়, উত্তর আমেরিকার বাংলা ছবি প্রেমিকদের মধ্যেও সুদৃঢ় আসন তৈরী করে নিয়েছেন।"

'দরদ'এ মেগাস্টার শাকিব খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন মুম্বাই নায়িকা সুনল চাওহান এবং কোলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার । 'দরদ' নিয়ে ছবির পরিচালক অনন্য মামুন বলেন , 'দরদ' একটি প্যান ইন্ডিয়ান এবং বিশ্বব্যাপী এক যোগে চারটি মহাদেশে একই দিনে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশের চলচ্চিত্র হতে যাচ্ছে । দরদ এ একটি গল্প আছে , গল্প বিন্যাস আছে। আর সাথে আছে শাকিব খান এবং সুনাল চাওহান এর অনবদ্য অভিনয় এবং কেমিস্ট্রি । ছবি'র গান গুলো দরশক মন ছুয়ে যাবে। তার প্রমান – জিস্মে তেরা গান্ টির বিশাল জনপ্রিয়তা ইয়উ টিউবে । দরশক রা দরদ এ বিনোদন এবং গল্প দুটোই পাবেন ।

'দরদ' এর নিউইয়র্ক মুক্তির অপেক্ষায় আছেন বহু শাকিব ভক্ত এবং অনুরাগী । এবার 'দরদ' এর নিউ ইয়র্কের প্রচারে ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে থাকছেন কনসার্ট আয়োজোনে খ্যাত গ্যালাক্সি মিডিয়া । গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, " দেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রবাসিরা এখন বিনোদন খুজছেন । তার প্রমান – গ্যালাক্সি মিডিয়া আয়োজিত আর্টসেল এবং ওয়ারফেজ এর কন্সেরটে বিপুল দর্শক সমাগম । আমরা "দরদ" এ তেমনি দরশক আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি । গ্যালাক্সি মিডিয়া বায়োস্কোপ ফিল্মস এর পাশেই ছিল গত তিন বছর ধরে । দরদ উত্তর আমেরিকায় নতুন মাত্রা জোগ করবে । "

দরদ এর পরিচালনা ছাড়াও গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন অনন্য মামুন। ছবিটির চিত্রগ্রহন করেছেন ভেঙ্কাটাশ গঙ্গাধারি , এডিটে ছিলেন সোমনাথ দে , এবং মিউজিক দিয়েছেন আরাফাত মাহমুদ । দরদ যাদের গান শোনা যাবে তার মধ্যে আছেন – বালাম, কোনাল, নাকাশ আজিজ , ইমরান মাহমুদুল এবং নোবেল ম্যান ।

'দরদ' এর প্রযোজনায় ছিলেন – এয়াকশেন কাট এন্টারটেইনমেন্ট , এসকে মুভিজ, আশোক এবং হিমাংশু ধানুকা, কামাল মাহমুদ কিব্রিয়া এবং অনন্য মামুন । ছবিটি আমেরিকা এবং কানাডায় পরিবেশনা করছেন বায়োস্কোপ ফিল্মস ।

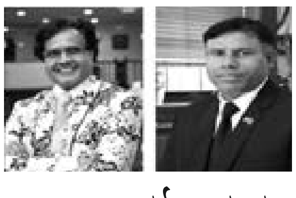

নতুন সংগঠন ঢাকা ক্লাব অব আমেরিকা'র যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ঢাকা ক্লাব অব আমেরিকা নামে নতুন একটি সামাজিক সংগঠন - 'সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মানবতার সেবায় আমরা' এই স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। নবগঠিত এই ক্লাবের কমিটিতে বেলাল আহমেদ সভাপতি ও মোহাম্মদ সেলিম রেজা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে ১৯ অক্টোবর আয়োজিত এক সভায় 'ঢাকা ক্লাব অব আমেরিকা' গঠন এবং কার্যকরী কমিটি করা হয়েছে।

ঢাকা ক্লাব অব আমেরিকার সভাপতি বেলাল আহমেদ জানান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে এক আনন্দঘন পরিবেশে এই সংগঠন করার পর সর্ব সম্মতিক্রমে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা হলেন: সহ সভাপতি— মোহাম্মদ এম হোসাইন (মুক্তার), মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া ও মামুন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক— শফি উদ্দিন ও তারিক বিন মোহাম্মদ রুমি, কোষাধ্যক্ষ— একেএম জাকির উদ্দিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক— বাদশা বুলবুল, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সম্পাদক— খন্দকার ইসমাইল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক— সামিদা ইয়াসমীন কান্ত, সমাজকল্যাণ সম্পাদক— ফরহাদ আহমেদ চৌধুরী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে শেখ ইলিয়াস, মুফতি জাহিদ, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, সজিব চৌধুরী ও মোহাম্মদ রাসেল ভূঁইয়া।

ট্রাম্পের জয়ে যা বলছে ইরান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যিনি হোন না কেন, পররাষ্ট্র নীতিতে তেমন কোনো গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য হবে না বলে মন্তব্য করেছে ইরান সরকার। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন।

ইরানের রিভুলেশনারি গার্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাতে ইরানের তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি নিশ্চিত করেছেন ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিগুলো আগের মতোই থাকবে। অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন হবে না।

ফাতেমেহ মোহাজেরানি আরও জানিয়েছেন, 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আগে থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।' মোহাজেরানি আরও বলেছেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথে ইরানের 'কোন সম্পর্ক নেই' এবং 'মার্কিন ও ইরানের সাধারণ নীতি অপরিবর্তিত' থাকবে।'

আমেরিকার নির্বাচনের ফলের দিকে তাকিয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরায়েল ও ইরান। কেননা ট্রাম্প জিতলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বদলে যেতে পারে। যদিও দুই প্রার্থীই ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার কথা বলে আসছিল। আর হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ইরানকে। তবে ট্রাম্প, আগে থেকেই নিজেকে ইসরায়েলের 'রক্ষাকর্তা' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

প্রথম ধাপে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ট্রাম্প ইসরায়েলিদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। আর ট্রাম্পের জয়ে ইরানের জন্যও ভালো হবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। কেননা ট্রাম্প ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে হামলা করার জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে অনুমতি দিতে পারেন। যদিও এই সিদ্ধান্তে ভেটো দিয়ে আসছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ধারণা করা হচ্ছিলো, কমলা জিতলে তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে পারতেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

এদিকে, ফক্স নিউজের পর এবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনও ট্রাম্পের জয়ের তথ্য নিশ্চিত করল। এর মধ্যে বিবিসি বলছে, ২৭৯টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প। আর সিএনএন বলছে, ট্রাম্প পেয়েছেন ২৭৬টি ইলেকটোরাল ভোট। প্রেসিডেন্ট হতে হলে প্রয়োজন ২৭০টি ইলেকটোরাট ভোট। সে হিসেবে আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, উইসকনসিনে জিতে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পার্টনার মিডিয়া সিবিসি বলছে, আরেকটি সুইং স্টেটে হেরে গেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। আর তা হলে উইসকনসিন। এর মধ্য দিয়ে আবারও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন ট্রাম্প।

এবিসিসিআই'র নতুন কমিটি গঠন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি -এবিসিসিআই এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে আসিফ বারী টুটুল প্রেসিডেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান সেক্রেটারী এবং বিলাল চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ১৬ অক্টোবর বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এবিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ জানান, এবিসিসিআই'র নতুন কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার বনানীস্থ হোটেল শেরাটনে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশী এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার 'জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন'র তহবিলে ১ কোটি টাকা অনুদান হস্তান্তর করা হবে।

এসময় তিনি সংগঠনের নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

এবিসিসিআই'র ২১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন: প্রেসিডেন্ট- আসেফ বারী টুটুল, সেক্রেটারী- ফাহাদ সোলায়মান এবং কোষাধ্যক্ষ বিলাল চৌধুরী। ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদেও উল্লেখ্যযোগ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছেন চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, সদস্য যথাক্রমে হাসানুজ্জামান হাসান, আহমেদুল কবির বারো ভুইয়া, আজিজ আহমেদ, আবু হানিপ, এটর্নী মঈন চৌধুরী, জাকারিয়া মাসুদ জিকো, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, তারেক হাসান খান, মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূইয়া (শিশির), শাহরিয়ার রহমান, জাহিদ মিন্টু, একেএম ফজলুল হক, শাহ জে চৌধুরী, মোস্তাক আহমেদ, আতিকুল ইসলাম জাকির, আকিব হোসেন, মোহাম্মদ খালেক, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান প্রমুখ।

কমিটি ঘোষণার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আসেফ বারী টুটুল, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আনিসুল কবির জসির, জাকারিয়া মাসুদ জিকো, নূর আমিন, নুরুল আজিম, রিফাতি ফারুক, আলমগীর খান আলম, আতিকুল ইসলাম জাকির, মফিজুর রহমান, শাহ জে চৌধুরী, আসলাম হোসাইন প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে এবিসিসিআই প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা আমেরিকান চেম্বারের সাথে কথা বলেছি, আমেরিকান চেম্বারের মেম্বারশীপ তখন আমরা নিয়েছিলাম এবং আমেরিকান চেম্বারের যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাকে 'আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ' (এমচ্যাম) গঠন করার জন্য আমরা অনুরোধ করি। আমরা যখন আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার গঠন করি তখন বাংলাদেশে কোনও ধরনের চেম্বার অব কমার্সের কার্যক্রম ছিলো না। আমরা কয়েকটি সভাও করেছি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তখন বলেছেন, বাংলাদেশে তারা এমচ্যাম গঠন করতে চান না, কারন বাংলাদেশে আমেরিকানদের কোন বিজনেস নেই। আজ থেকে ২০ বছর আগে বাংলাদেশে আমেরিকানদের তেমন কোন বিজনেস ছিলো না। সে কারনে এমচ্যাম গঠন করার জন্য তিনি রাজি হননি। পরবর্তীতে আমাদের অনুরোধে এমচ্যাম গঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে আমরা আমেরিকানদের নিয়ে এ ব্যাপারে কয়েকটি সভাও করেছি।

গিয়াস আহমেদ জানান, এবিসিসিআই পূর্ব থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এ বছরের ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের পর থেকে সংগঠনটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীদের নিয়ে পূর্বে সংগঠনের কমিটি গঠিত হলেও এবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ষ্টেটের ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করে একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসময় তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের শিকারদের জন্য অন্তর্ব্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার 'জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন'র তহবিলে ১ কোটি টাকা অনুদান দেয়ার ঘোষণা করেন।

গিয়াস আহমেদ বলেন, ঢাকার শেরাটন হোটেলে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারে আমাদের লক্ষ্য হলো, ব্যবসায়িক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। অনাবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সেতু ও সংযোগ তৈরি করা। আমরা বাংলাদেশেও এবিসিসিআই'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি।

গিয়াস আহমেদ আরো বলেন , ২০০১ সালে এবিসিসিআই গঠন করেছিলাম। বাংলাদেশে আমরা ককাসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ইউনিভির্সিটি ফর ওমেন প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করেছিলাম। এটা এর আগে আরও কয়েকটি দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানও চেয়েছিলো। কিন্তু আমরা চট্টগ্রামে এটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আর এবিসিসিআই শুধু বিদেশের সাথে ব্যবসায়িক সুসম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় ছিলো না। আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যও লড়াই করেছি। আমরা স্বাধীনতার পক্ষে এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও কাজ করেছি। কারন বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র থাকে, ন্যায়বিচার থাকে তাহলে আমারা যারা প্রবাসে ব্যবসা করি আমাদের এ কার্যক্রম আরও সুফল হয়। ভিনদেশীরা আমাদেরকে সেভাবেই চিনবে।

সংবাদ সম্মেলনে আসেফ বারী টুটুল বলেন, নতুন কমিটির নেতৃত্ব 'আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এবিসিসিআই) সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী সংগঠন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের প্রচেষ্টায় আমেরিকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটি যোগসূত্র তৈরী করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। নভেম্বরে লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়টে নতুন কমিটির অভিষেক আয়োজন করা হবে।

ফাহাদ সোলায়মান বলেন, প্রবাসে থাকলেও আমাদের মন এবং মননে সব সময় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সাাথে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিং সমৃদ্ধ করার আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সংগঠনের অন্যতম ডিরেক্টর এনামুল হক এনাম জানান, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দুতাবাস কর্মকর্তা ও মিডিয়া কর্মীরা এই বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারে উপস্থিত থাকবেন। ২৩ ডিসেম্বরের ঢাকার বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারের মাধ্যমে আমরা 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো।

ব্রঙ্কসে সনাতন ধর্মের শ্যামা পুজা অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাধারণত শ্যামা পূজা বা কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হিন্দু পূরাণ মতে- কালী দেবী দূর্গারই একটি শক্তি। সংস্কৃত ভাষার 'কাল' শব্দ থেকে কালী নামের উৎপত্তি। কালী পূজা হচ্ছে- শক্তির পূজা। জগতের সকল অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তির বিজয়। কালী দেবী তার ভক্তদের কাছে শ্যামা, আদ্য মা, তারা মা, চামুন্ডি, ভদ্রকালী, দেবী মহামায়াসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। কালী পূজার দিন হিন্দু সম্প্রদায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে স্বর্গীয়

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণ করেন। এটিকে বলা হয় দীপাবলী। দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাতেও গৃহে বা মন্ডপে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করা হয়। মন্দিরে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী বা ধাতুপ্রাতমাতেও কালীপূজা করা হয়। মধ্যরাত্রে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে গৃহস্থ বাড়িতে সাধারণত অতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যমতে আদ্যাশক্তি কালীর রূপে কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার ব্রঙ্কসের পৃথক দু'টি পূজা মন্ডপ ব্রঙ্কস পুজা কমিটি ইনক ও রাধা কৃষ্ণ সেবক সংঘ ইউএসএ ইনক শ্যামা পুজার আয়োজন করে।এতে

বিপুল সংখ্যক সনাতন ধর্মের মানুষের ঢল নামে।নারী পুরুষ উভয়ে মিলে জড়ো হন

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের জেল হত্যা দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমান

৩ নভেম্বর রোববার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন সহসভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

নিউইয়র্কের ওজনপার্কের লাবন্য রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম।

জাতীয় সংগীতের সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বক্তব্য রাখেন জাহিদ হাসান, সদস্য হিন্দোল কাদির বাপ্পা, সোলেয়মান আলী, খান শওকত, শাহানারা রহমান, আশরাফুজ্জামান, নুরুল করিম জুয়েল, সৈয়দ কিবরিয়া জামান, দুরুদ মিয়া রনেল, শাহীন আজমল, দুলাল বিল্লাহ, মুজিবুর রহমান, রফিকুর রহমান, গাজী লিটন, সাখাওয়াত চঞ্চল, শাহনাজ মমতাজ, মুর্শেদা জামান, শেখ শফিকুর রহমান, মোশাহীদ চৌধুরী প্রমূখ।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

আপনার প্রয়োজনে ব্যবসার জন্য এখনি লোন নিতে পারেন
GET THE MONEY YOU NEED FOR YOUR BUSINESS NOW

QM Advance
Quick Money in Advance

- Quick and Easy
- No Credit Check
- No hidden Fee
- $4,000-$100,000
- 90% Approved in 24 hours

Special Promotion Start From$49 Only a day

For More Info Call Now
MOHAMMAD: 516-940-7363
khanm@qmadvance.com
Executive Office Center 61-43 186th St.
Fresh Meadows, NY 11365
Mohammad

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে িসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন
রেনোভেটেড,
২ বেডরুম, ১ বাথরুম।
82-72, 161 st,
Jamaica 11432
যোগাযোগ-
718 790 7593

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/ স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ট্রাম্পকে ‘হিটলার ও গাধা’ বলা জেডি ভ্যান্সই এখন তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রিপাবলিকান পার্টির সদস্য হলেও একসময় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন জেডি ভ্যান্স। আর সেই ভ্যান্সকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর রানিংমেট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন। নির্বাচন শেষে সেই ভ্যান্সই এখন ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত জুলাইয়ে ট্রাম্প জেডি ভ্যান্সকে তাঁর রানিংমেট মনোনীত করেন। এ বিষয়ে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছিলেন, ‘দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর এবং অন্য অনেকের অসাধারণ প্রতিভা বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন ওহাইওর সিনেটর জেডি ভ্যান্স।’

ট্রাম্প জেডি ভ্যান্সকে তাঁর রানিংমেট মনোনীত করলেও এর আগে একটা সময় ভ্যান্স তাঁর কট্টর বিরোধী ছিলেন। ২০১৬ সালে জেডি ভ্যান্স টুইটারে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমি কখনোই ট্রাম্পের লোক নই। আমি তাঁকে কখনোই পছন্দ করিনি।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘হায় ঈশ্বর, তিনি বোকা একটা মানুষ। আমি তাঁকে নিন্দনীয় মনে করি।’

সে বছর জেডি ভ্যান্স তাঁর বিখ্যাত স্মৃতিকথা ‘হিলবিলি এলিজি’ প্রকাশ করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। সে বছরই তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘আমি ট্রাম্পকে একজন নিষ্ঠুর গাধা বলে মনে করি...বা তিনি আমেরিকার হিটলার—এমন ভাবনা বারবার আমার মধ্যে ফিরে আসে।’ কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই পাশার দান পাল্টে যায়। একসময়ের কট্টর সমালোচক থেকে ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক বনে যান ভ্যান্স।

জেডি তথা জেমস ডেভিড ভ্যান্স বর্তমানে ওহাইও থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর। তিনি সাবেক রিপাবলিকান সিনেটর রব পোর্টম্যানের স্থলাভিষিক্ত হন ২০২২ সালের নির্বাচনে। এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে রানিংমেটের মনোনয়ন পাওয়ার মধ্য দিয়ে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে গেলেন এই নেতা।

ভারতকে ‘সাইবার শত্রু’র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল কানাডা

নিউজ ডেস্ক

ভারত ও কানাডার মধ্যে চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই জাস্টিন ট্রুডো সরকার ভারতকে ‘সাইবার শত্রু’র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সাম্প্রতিক ‘ন্যাশনাল সাইবার থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট ২০২৫-২০২৬’ শীর্ষক প্রতিবেদনে কানাডা সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে, ভারতের দিক থেকে রাষ্ট্র-সমর্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কানাডার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারে। চলমান কূটনৈতিক বিরোধের মধ্যেই এমন পদক্ষেপ নিল কানাডা।

দেশটির সাম্প্রতিক তালিকায় ভারতের স্থান পঞ্চম। শীর্ষে রয়েছে চীন, এরপর রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমন ধারণা করা হচ্ছে, ভারতীয় রাষ্ট্র-সমর্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্ভবত কানাডা সরকারের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে সাইবার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩ সালে কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক অবনতির দিকে যেতে থাকে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর অভিযোগ, এ হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের এজেন্টদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কানাডার কাছে রয়েছে। কানাডার কমিউনিকেশনস সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্টের অন্তর্ভুক্ত কানাডিয়ান সেন্টার ফর সাইবার সিকিউরিটি (সাইবার সেন্টার) ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে কানাডিয়ান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর থাকা হুমকিগুলো তুলে ধরা হয়। ২০১৮, ২০২০ ও ২০২৩-২৪ সালের প্রতিবেদনে ভারতের নাম ছিল না।

কমলা হ্যারিসের জন্য তামিলনাড়ুতে প্রার্থনা

নিউজ ডেস্ক

চার বছর পরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সারা বিশ্বেই উন্মাদনা দেখা যায়। সিএনএন জানিয়েছে, নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের জয়ের জন্য মন্দিরে প্রার্থনার আয়োজন করেছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।

কমলা হ্যারিসের প্রতি ভারতীয়দের এমন আগ্রহের কারণও আছে। কমলার মা ছিলেন একজন ভারতীয়, আর বাবা ছিলেন জ্যামাইকান। কমলার মায়ের জন্ম হয়েছিল ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে। পরে তিনি ডক্টরেট করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানেই স্থায়ী হন।

ইতিপূর্বে তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে ছোটবেলায় নানার সঙ্গে দেখা করার স্মৃতি শেয়ার করেছিলেন কমলা। ভারতীয় ঐতিহ্য তাঁর জীবন এবং কর্মজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কেও বহুবার বলেছেন তিনি।

কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহরের একটি হিন্দু সংগঠনের বল্লু নামে এক নেতা রয়টার্সকে বলেছেন, ‘আমাদের ভারতীয় তথা তামিল পূর্বপুরুষের নেত্রী কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। নিশ্চিতভাবেই তিনি নির্বাচনে জয়ী হবেন।’

একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, কমলা হ্যারিসের মুখ সহ কিছু ব্যানার হিন্দু দেবতাদের মূর্তির পাশে রাখা হয়েছে। সেখানে পুরোহিতেরা মূর্তিগুলোর সামনে প্রার্থনা করছেন এবং ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিস মনোনীত হওয়ার পর অনেক ভারতীয় আমেরিকান উজ্জীবিত হয়েছিলেন।

বিএডিবি'র ক্যানসার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিবি) আয়োজিত ক্যানসার সচেতনতা এবং ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্থানীয় সময় ৬ অক্টোবর রোববার ইসলামিক সেন্টার অফ ডেলাওয়ার কাউন্টিতে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিএডিবি'র চলমান কমিউনিটি আউটরিচ উদ্যোগের অংশ হিসেবে জেফারসন হেলথের সহযোগিতায় এ আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে ক্যানসার রোগ এবং এর প্রতিরোধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিশেষজ্ঞ ড. এম. শীফাত এবং ডা. ইউ. ফাতিমা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রাজিয়া সুলতানা তানিয়া, মাজরেহা বিনতে জাহের।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিবি) এর সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া জানান, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটিতে সমাজ সচেতনামূলক বিভিন্ন সেমিনার আমরা চালিয়ে যাব, যা কমিউনিটির উপকারে আসবে। কমিউনিটির কাছে এটা আমাদের দায়বদ্ধতা।

সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও কল্যাণে পার্থক্য গড়ে তোলা সম্ভব বলেও জানান সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া।

অনুষ্ঠানে উল্লেখজনক সংখ্যক দর্শক অংশ নেন। এসময় তারা এ ধরনের উদ্যেগ নেওয়ায় বিএডিবি'র ভূয়শি প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনুষ্ঠান আয়োজনের আহবান জানান।

বিএডিবি'র প্রাক্তন সভাপতি ড. ইভা সক্কার আমন্ত্রিত বক্তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অংশ নেওয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন কালচারাল সেক্রেটারি শাহিদা আফরোজ। অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহনকারীদের আপ্যায়ন করা হয়।

মার্কিন নির্বাচনে লড়ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছয় প্রার্থী

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে আবারও লড়ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ছয় প্রার্থী। আগে থেকেই যেসব নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন, স্টেটের বিভিন্ন আইন সভায় তারাই আবার দাঁড়িয়েছেন। এবার নতুন কোনো প্রার্থীর খবর পাওয়া যায়নি।

টানা চতুর্থ মেয়াদে সিনেটর হওয়ার দৌঁড়ে আছেন জর্জিয়ার ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ এম রহমান। একই স্টেটের ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে পুনরায় লড়ছেন নোয়াখালীর সন্তান নাবিলা ইসলাম। কানেক্টিকাট ডিস্ট্রিক্ট-৪ থেকে সিনেটর হওয়ার লড়াইয়ে আছেন চাঁদপুরের মাসুদুর রহমান। ভার্জিনিয়ায় সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে ভোটযুদ্ধে রয়েছেন নোয়াখালীর সন্তান সাদ্দাম সেলিম। তারা সবাই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী।

নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেট হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ পদে রকিংহ্যাম ডিস্ট্রিক্ট-২০ থেকে ষষ্ঠ মেয়াদে লড়ছেন পিরোজপুরের সন্তান আবুল বি খান। তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী। এর বাইরে পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, নিউ জার্সিসহ অন্যান্য স্টেটে কয়েকজন বাংলাদেশি-আমেরিকান রয়েছেন কাউন্টি ও অন্যান্য পর্যায়ে। নিউ জার্সি প্লেইন্স বরো টাউনশিপ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান ড. নুরুন নবী টানা ১৪ বছর ধরে এই পদে রয়েছেন।

এবসিকন শহরে শ্যামাপূজা ও দীপাবলি উৎসব পালিত

সুব্রত চৌধুরী

‘ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো, জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলো ধরিত্রীরে’ - এই স্লোগান নিয়ে প্রবাসেও পালিত হয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ‘শ্যামাপূজা ও দীপাবলি’ উৎসব।

শাস্ত্রমতে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে দীপান্বিতা পার্বণ শ্রাদ্ধ ও শ্যামা পূজা করা হয়। প্রতি বছরই দুর্গাপূজার আনন্দ-উচ্ছ্বাস মিইয়ে যাবার আগেই দীপাবলি আসে।

বিজয়ার ভাসানে পাঁচদিনের আনন্দ বিদায়ে অবচেতনে হলেও যে বিয়োগবিধূর চেতনায় আবিষ্ট হয় মন, সেই মন দীপাবলিকে সামনে রেখেই আবার আনন্দের স্বপ্ন দেখে।

শ্যামা দেবী হলো শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভক্তের জীবনে অবারিত কল্যাণের অঙ্গীকার নিয়ে ধরণীতে আগমন ঘটে দেবী শ্যামার।

নিউজার্সি রাজ্যের এবসিকন শহরের ৬১১, দক্ষিন শোর রোডে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় মতে গত ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার রাতে শ্যামাপূজা ও দীপাবলি উৎসব উদযাপিত হয়েছে। অধিবাসের মাধ্যমে শ্যামাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

পুষ্পাঞ্জলি ও ষোড়শ উপচারে দেবী কালির পূজার মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে কল্যাণের শক্তি লাভ করার লক্ষ্যে সন্ধ্যার পর পর সনাতনী হিন্দুরা শ্যামা পূজা উদযাপনের জন্য প্রার্থনা হলে সমবেত হয়।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস উপস্থিত থেকে ভক্তদের কৃতার্থ করেন এবং শ্যামা পূজার তাৎপর্য তুলে ধরেন।

শক্তি ও শান্তির দেবী শ্যামা দেবীর আগমন উপলক্ষে আটলান্টিক কাউন্টির সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে-প্রাণে ও ঘরে ঘরে উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়েছে।

ওইদিন ঢাক-ঢোল, কাঁসর আর উলু ধ্বনিতে মুখরিত ছিল মন্দির প্রাঙ্গণ। ভক্তকুলের মহাপ্রসাদ আস্বাদনের মাধ্যমে শ্যামাপূজার কর্মসূচি শেষ হয়।

শ্যামাপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে প্রবাসী সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের বাড়িতে বাড়িতে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পক্ষে লিটন ধর ও সুনীল দাশ

ভক্তদের শ্যামা পূজা ও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ব্রঙ্কসে সনাতনী সেবা সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সনাতনী সেবা সংঘ ব্রঙ্কস ইউএসএ -এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২ নভেম্বর শনিবার ম্যাগ্রো এভিনিউ সেন্ট পল চার্চ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয় গীতা পাঠের মধ্যদিয়ে। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল শিশু

শিল্পীদের নৃত্য, গান। বিপুল সংখ্যক সনাতন ধর্মের প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতে গভীর রাত্রী পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। এরপর আমন্ত্রিত বিভিন্ন

শিল্পীবৃন্দরা সমবেত ও একক সংগীত পরিবেশন করেন ও মঞ্চ নাটক রামপ্রসাদ

মঞ্চস্থ হয়। সবশেষে উপস্থিত সকলের মাঝে প্রসাদ বিতরন করা হয়।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

কবিতা সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক: কবি তমিজ উদ্দীন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র আয়োজন করে চতুর্থ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৬ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসে। ডঃ আবুল কাশেম এর সভাপতিত্বে ও আবদুল হামিদ সোহেলের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসের বিশিষ্ট কবি তমিজ উদ্দীন লোদী।

কবি তমিজ উদ্দীন লোদী বলেন, কবিতা সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক। কবিতার চর্চা হাজার বছর ধরে হচ্ছে - কবিতা হারিয়ে যাবে না। সাহিত্য আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলে- এ যেন প্রবাহমান নদীর স্রোত। সুর থেকে কবিতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তিনি বলেন স্বৈর শাসকের বিরুদ্ধেও কথা বলে। কবি তার আলোচনায় "গন মানুষের কবি" দিলওয়ার -এর স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর লেখা পড়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

মুক্ত চিন্তার লেখক ইমাম চৌধুরী বাস্তবমুখী আমেরিকায় যাপিত জীবন চিত্র নিয়ে স্বরচিত গদ্য পাঠ করেন। নাসিমা আকতার কবি হুমায়ুন আজাদ এর "ভালো থেকো" এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর "অনন্ত প্রেম " আবৃত্তি করেন। আবদুল হামিদ সোহেল আবৃত্তি করেন কবি ফররুখ আহমদ এর "সাত সাগরের মাঝি" এবং তার স্বরচিত ছড়া "ছত্রিশ জুলাইয়ে"।

ডঃ আবুল কাশেম তার স্বরচিত কবিতা "স্মৃতি চঞ্চল" পাঠ করেন। মুহাম্মদ ছোলাইমান কবি আল মাহমুদের "স্মৃতির মেঘলা ভোরে" পাঠ করেন। তোফাজ্জল হোসেন নিজস্ব স্মৃতি ভান্ডার থেকে নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপন করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন আই ডাটা কোর এর পরিচালক আহমেদ সোহেল, মুহাম্মদ মোখতার হোসেন ও আহসানুর রহমান খান। সভায় কবি ফররুখ আহমদ, কবি জীবনানন্দ দাশ, কবি দিলওয়ার ও কবি আসাদ চৌধুরীকে স্মরণ করা হয় যাঁদের মৃত্যু এ মাসেই হয়েছিলো।

প্রবাহ এর উদ্যোগে ৩-৫ দিনের ছন্দ বিষয়ক কর্মশালার ঘোষণা করা হয় এবং 646-527-0704 নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ করা হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম।

লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় বাংলাদেশি নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় প্রবাসী বাংলাদেশি যুবক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন মারা গেছেন। লেবাননের স্থানীয় সময় শনিবার রাতে বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।

নিহত নিজাম উদ্দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা উপজেলার খারেরা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাবা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস এবং মা মোসা. আনোয়ারা বেগম।

দূতাবাস জানায়, অতীব দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে লেবানন প্রবাসী বাংলাদেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, বয়স ৩১ বছর ১১ মাস শনিবার বিকেল ৩টা ২৩ মিনিটে বৈরুতের হাজমিয়ে এলাকায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে (একটি কফি শপে অবস্থানকালে) বিমান হামলায় ঘটনাস্থলে মারা যান।

লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

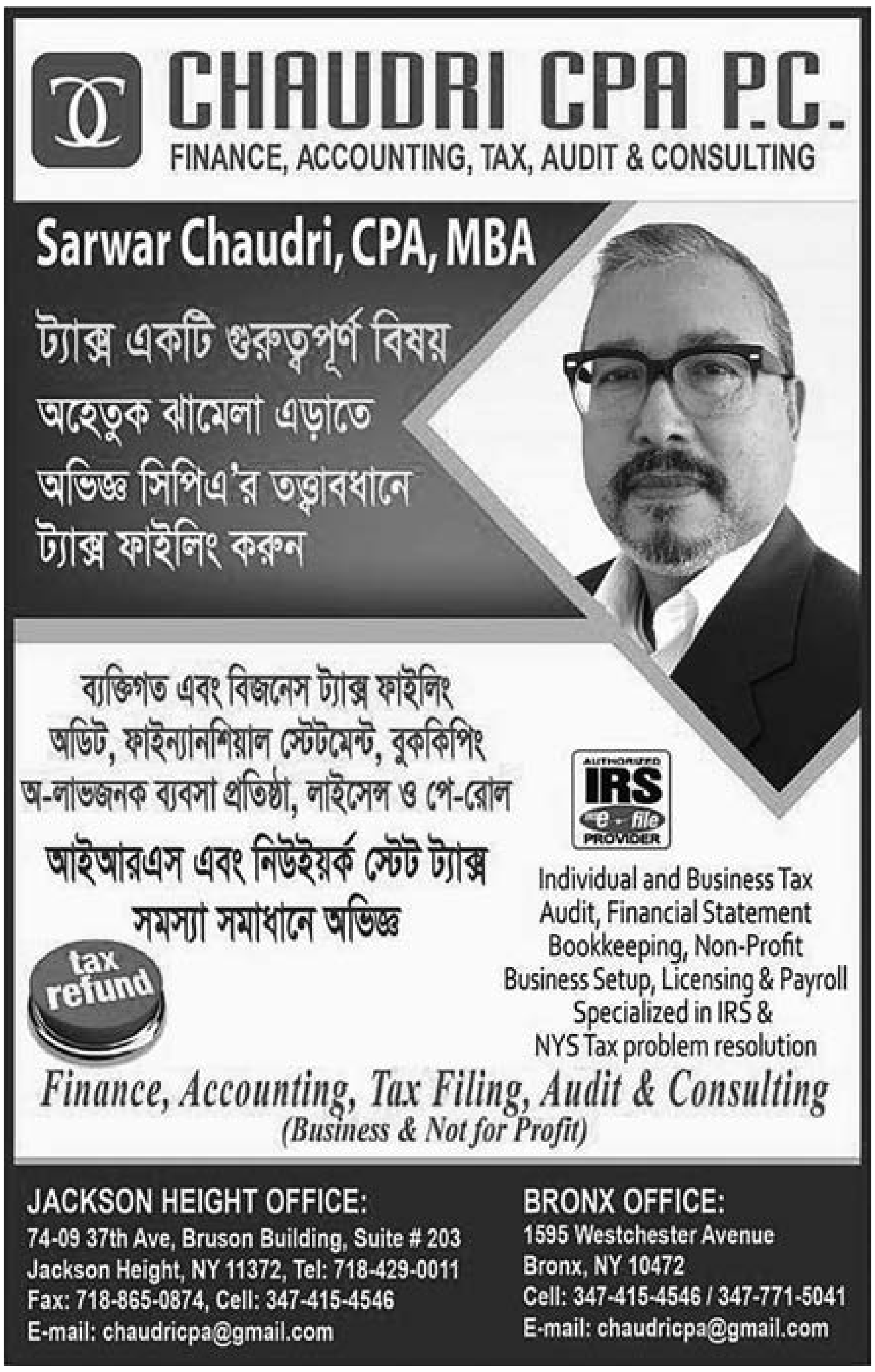

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সঙ্গে ইউএসবিসিসিআই'র বৈঠক

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুইন্স, এনওয়াই–ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই') সম্প্রতি নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে কৌশলগত আলোচনায় মিলিত হয়েছে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ নাজমুল হুদার সাথে। এই বৈঠকে ইউএসবিসিসিআই সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ সহ বোর্ড সদস্য শেখ ফরহাদ, আহাদ আলী সিপিএ, ইসমাইল আহমেদ, মিলি এ ভূঁইয়া, রফিক খান এবং মোঃ বদরুদ্দুজা সাগর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান বৈঠকে অংশ নেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের জন্য নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করা।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আসন্ন ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২০২৪, যা আগামী ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই এক্সপো অভিবাসী এবং সংখ্যালঘু-মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান এবং উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে মনোনিবেশ করবে। ইউএসবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেটের এই দৃঢ় সম্পর্ক বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হুদা ইউএসবিসিসিআই-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং কনস্যুলেটের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ধারাবাহিকভাবে মার্কেটের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে উন্নীত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়েছে।

ইউএসবিসিসিআই-এর সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব এই উদ্যোগগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করবে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে।

মিটিং থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ:
দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা জোরদার করা: ইউএসবিসিসিআই এবং কনস্যুলেট উভয়েই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য একমত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, যা উভয় দেশের জন্যই পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করবে।

কনস্যুলেটে একটি বাণিজ্যিক অফিস স্থাপন: ইউএসবিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে কনস্যুলেটে একটি নিবেদিত বাণিজ্যিক অফিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। এই অফিসটি বাংলাদেশি বিনিয়োগ সুযোগের প্রচার এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদান করবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশে আগ্রহী মার্কিন ব্যবসার জন্যও এই অফিস একটি সহায়ক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ২০২৪-এর উদ্যোগসমূহ: এক্সপোতে একটি বিস্তৃত প্রদর্শনী হল থাকবে যা ছোট ব্যবসা, উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সম্পদ, সরকারি সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেবে।

এক্সপোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো
প্রদর্শনী হল: বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।

সরকারি ও সহায়ক সেবা: বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, প্রশংসাপত্র প্রোগ্রাম এবং অর্থায়নের উপর নির্দেশিকা প্রদান করবে।

প্যানেল আলোচনা ও উপস্থাপনা: শিল্প বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে আলোচনার আয়োজন থাকবে, যার মধ্যে এম্পায়ার স্টেট ডেভেলপমেন্টের সরকারি চুক্তি এবং MWBE প্রশংসাপত্র বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ
কনস্যুলেটের সহায়তায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি বিশেষ অধিবেশন।

বাংলাদেশি ব্যবসায়িক প্রবাসীদের ক্ষমতায়ন: ইউএসবিসিসিআই এবং কনস্যুলেট বাংলাদেশি ব্যবসায়িক প্রবাসীদের জন্য এই এক্সপোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে রূপ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে উদ্যোক্তা, ব্যবসার মালিক এবং পেশাদাররা প্রয়োজনীয় সম্পদ ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের সুযোগ পাবে।

ইউএসবিসিসিআই সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, কনসাল জেনারেল হুদার সমর্থন আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্যকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য একটি প্রাণবন্ত এবং টেকসই অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে আমরা একত্রে কাজ করছি।

ইউএসবিসিসিআই কি এবং এর কর্মকান্ড : ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই') মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রধান সংস্থা। ইউএসবিসিসিআই বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা এবং পেশাদারদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যা সহযোগিতা এবং সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ইউএসবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা বাংলাদেশি সম্প্রদায়কে আরও ক্ষমতায়িত করে এবং ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ তৈরি করে।

নির্বাচনের রাত যেভাবে কাটালেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিষণ্ন ছিলেন তিনি। ওয়াপো বলেছে, বাইডেন বন্ধ দরজার আড়ালেই ছিলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কল করছিলেন কিন্তু জনসাধারণের উপস্থিতি এড়িয়ে চলেছিলেন। এমনকি হ্যারিসের সমর্থকরা কাছাকাছি সমাবেশ করলেও সেখানে তাকে দেখা যায়নি। এমনকি, তার নাগাল পায়নি সংবাদমাধ্যমও। চলতি বছরের মাঝামাঝি শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান বাইডেন। পরিবর্তে ডেমোক্রেট দলের তরফে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচিত হন কমালা হ্যারিস।
স্পটলাইট থেকে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও, বাইডেনের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছিল। তিনি যখন সারা দেশে গণতান্ত্রিক মিত্রদের ডেকেছিলেন, সেখানে কৃতজ্ঞতার স্পষ্ট অনুভূতি ছিল কিন্তু তার রাজনৈতিক যাত্রার সমাপ্তির সূচনাও ছিল সেখানে। বয়সের উদ্বেগের কারণে মাঝপথে রেস থেকে বেরিয়ে আসা, নির্বাচনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোতে প্রচারে বাইডেনের অনুপস্থিতি ছিল দলের মধ্যে ফাটলের ইঙ্গিত।

ইসি গঠনে সার্চ কমিটির কাছে নাম জমা দিল বিএনপি

ঢাকা অফিস

নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে সার্চ কমিটির কাছে ৫ সদস্যের নাম জমা দিয়েছে বিএনপি। আজ বুধবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের কাছে নামের তালিকা দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশরাফ। এছাড়াও পৃথক আরেকটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আকাশ রহমান।

তারা উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করেন গত রোববার (২৭ অক্টোবর) দুপুর প্রায় আড়াইটা থেকে তিন টার দিকে সাংবাদিক হিসেবে জামাইকার ইকরা পার্টি সেন্টারে যান উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কাশেম। কেন্দ্রে কর্মরত নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নানের বিরুদ্ধে একটি প্যানেলের জন্য পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি নিয়ে তিনি অভিযোগ তোলেন। দুয়েক কথার পর মান্নান মোহাম্মদ আবুল কাশেমের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অশালীন ও অসৌজন্যমূলক আচরণের পরও তিনি থেমে থাকেননি। শত শত মানুষের সামনেই কেন্দ্রে কর্মরত নিরাপত্তাকর্মী দিয়ে মোহাম্মদ আবুল কাশেমকে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করার দেয়ার হুমকি দেন। যা উক্ত কেন্দ্রের সিসিটিভির ক্যামেরায় ধারণ করা রয়েছে। নির্বাচনের পরিবেশে বজায় রাখতে এবং নির্বাচন যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সে কারণের তিনি (আবুল কাশেম) কোন প্রতিবাদ করেননি। উক্ত ঘটনাটিকে না বাড়িয়ে এবং পুলিশে ফোন না করে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নানের অপমানজনক দুর্ব্যবহার সহ্য করেও স্থান ত্যাগ করেন মোহাম্মদ কাশেম।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম নিউ ইয়র্ক কমিউনিটিতে একজন অত্যন্ত পরিচিত ও নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী ও স্বজ্জন ব্যক্তি। উক্ত ঘটনায় আমরা হতবাক ও মর্মাহত হয়েছি কারন তার মত একজন মানুষকে সামান্য বা একদিনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নান কর্তৃক অন্যায়ভাবে হেনস্তা করেছেন। তাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। এ কর্মকান্ডে জড়িয়ে তিনি কমিউনিটির পরিচিত মুখ মোহাম্মদ আবুল কাশেমের চরম ক্ষতি সাধন করেছেন বলে উক্ত বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আকাশ রহমান উক্ত ঘটনার জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, জরুরি ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠ তদন্ত করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদান না করলে ভবিষ্যতেও এমন ঘটনার পুনারবৃত্তি ঘটবে এবং একই সাথে বাংলাদেশ সোসাইটিও কলঙ্কিত হবে।

বিবৃতি দাতারা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অপমানজনক দুর্ব্যবহারের সুষ্ঠ তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জড়িতদের গ্রেপ্তারে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগে আলটিমেটাম

শিরীন শারমিনকে পাসপোর্ট

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীকে অবৈধভাবে পাসপোর্ট সুবিধা দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের একাংশের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ঘাপটি মেরে থাকা আওয়ামী দোসররা এই কাজের সঙ্গে জড়িত। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদ ছাড়তে হবে।

বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নূরুল আনোয়ার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক সেলিনা বানুসহ জড়িতদের অপসারণ ও বিচারের দাবিতে গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত মানববন্ধনে তাঁরা এসব কথা বলেন।

গণঅধিকার পরিষদের একাংশের আহ্বায়ক কর্নেল (অব.) মিয়া মশিউজ্জামান বলেন, 'সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিনকে অবৈধভাবে পাসপোর্ট দেওয়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গোপনে তাঁর ছবি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে, যেটা পরিষ্কারভাবে বেআইনি। তিনি একজন খুনের আসামি হওয়া সত্ত্বেও সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা আওয়ামী দোসররা এই অবৈধ কাজটি করেছে। আমরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পরিষ্কারভাবে বলছি, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে তাঁর পদ ছাড়তে হবে।'

সদস্যসচিব ফারুক হাসান বলেন, 'আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা ছাত্র-জনতার সরকারের বিভিন্ন চেয়ারে এখনো বসা। এদের চেয়ারে বসা রেখে বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়।' তিনি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি জানান।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইমামউদ্দিন, সাবেক যুবনেতা মোজাম্মেল মিয়াজি, আবু তৈয়ব, পিআরপির তরিকুল ইসলাম।

মিশিগানে ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবত গীতাপাঠ ১০ নভেম্বর

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পলে আগামী ১০ নভেম্বর রোববার ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবত গীতাপাঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদ। উৎসব উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও মুখপাত্র হারান কান্তি সেন জানান, গীতা পাঠে সবাইকে আগ্রহী করতে বিশেষ করে এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে গীতার মর্মার্থ পৌঁছে দিতে আমাদের এ আয়োজন। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সফল করতে সবার সহযোগিতা তিনি কামনা করেছেন। গীতাপাঠ রোববার দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

আবার জয়ী

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্ভুক্ত মিনিয়াপলিস এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলোর প্রতিনিধি ইলহান ওমর।

রাশিদা তালিব ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বরতা চালানো ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার অন্যতম প্রধান সমালোচক। তিনি শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায় থাকলেও পরে রিপাবলিকান জেমস হুপারকে পরাজিত করে ডিয়ারবর্ন ও ডেট্রয়েট থেকে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন।

রাশিদা-ইলহান দুজনই আইনপ্রণেতাদের একটি সংগঠন 'দ্য স্কোয়াড' এর সদস্য। এই সংগঠনে আলেকজান্দ্রা ওকাসিও-কর্তেজসহ অন্যান্য প্রগতিশীল কংগ্রেস সদস্যরাও রয়েছেন।

সিলেটের নাদিম কাউন্সিলর পদে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এলাকা থেকে আসা অভিবাসী পরিবারের সন্তান নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম একজন উদীয়মান সংগঠক হিসেবে কমিউনিটিতে এরমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় নাদিম তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশি সহ শহরে বসবাস করা সব নাগরিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ছট শহর হলেও নাগরিকদের অধিকার নিয়ে তিনি সব সময় সোচ্চার থাকবেন। অভিবাসী পরিবার থেকে আসার কারণে তিনি জানেন অভিবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা। নিজের শহরের লোকজনের অধিকার আদায়ের পাশে একজন নির্বাচিত সদস্য হিসেবে নিরলস থাকবেন বলে তার প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন।

সেনা-পুলিশের ওপর হামলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলন করে যৌথ বাহিনী। এতে টাস্কফোর্স-৪-এর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ বলেন, আনুমানিক ৫০০ থেকে ৬০০ দুষ্কৃতকারী হাজারি লেনে ওসমান আলী ও তাঁর ভাইকে হত্যা এবং দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়। স্থানীয় কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের ছয়টি টহল দল সেখানে পৌঁছায়।

ফেরদৌস আহমেদ বলেন, বিশৃঙ্খলাকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় জানমাল রক্ষা এবং মব জাস্টিস রোধে যৌথ বাহিনী ওসমান আলী ও তাঁর ভাইকে উদ্ধার করে। উত্তেজিত জনতাকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানের বিষয়টি আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও একপর্যায়ে উগ্র বিশৃঙ্খলাকারীরা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। দুর্বৃত্তরা এ সময় যৌথ বাহিনীর ওপর অতর্কিতভাবে জুয়েলারির কাজে ব্যবহৃত অ্যাসিড, ইটপাটকেলসহ ভাঙা কাচের বোতল ছুড়তে শুরু করে। এতে সেনাবাহিনীর পাঁচজন সদস্য এবং সাত পুলিশ সদস্য আহত হন।

পরে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে যৌথ বাহিনীর ১০টি টহল দল আনুমানিক ৯টার দিকে ওই এলাকায় গেলে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতকারীরা ফের অ্যাসিডসদৃশ পদার্থ ছুড়তে শুরু করে। এ সময় যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ৮০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দোকান সিলগালা করার বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ বলেন, 'যেহেতু ওই এলাকায় সেনা ও পুলিশ সদস্যের ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দোকানগুলো সিলগালা করা হয়। আমরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। অতি সত্বর তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে দোকানগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।'

পুলিশের সংবাদ সম্মেলন
গতকাল বেলা সাড়ে ৩টায় নগরের দামপাড়া পুলিশ লাইনসের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (অপরাধ) রইছ উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিকে আটক করা হলেও যাচাই-বাছাই করে আমরা ৮২ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছি। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ইসকন সমর্থক। কয়েকজন মুসলিম থাকতে পারে। এটিও যাচাই-বাছাই চলছে।'

পুলিশ কর্মকর্তা রইছ উদ্দিন বলেন, 'ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া ওসমান আলী বর্তমানে কাস্টডিতে আছেন। যদি কেউ ধর্মীয়ভাবে সংক্ষুব্ধ হয়েছে, এমন অভিযোগ ওসমান আলীর বিরুদ্ধে নিয়ে আসে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।'

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনায় বুধবার নগরের কোতোয়ালি থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে। মামলায় ঘটনাস্থল থেকে আটক ৮২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশের কাজে বাধা, হামলা ও অ্যাসিড দমন আইনে মামলাটি করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এডিসি কাজী মো. তারেক আজিজ।

তবে ওই ঘটনায় ৩২ নম্বর আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব বিশ্বাস সাজু ও আওয়ামী লীগের সাবেক কাউন্সিলর জহর লাল হাজারীর ব্যক্তিগত সহকারী বলরাম চক্রবর্তী বলয়ের ইন্ধন ছিল বলে সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। এ বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তা রইছ উদ্দিন বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কোনো রাজনৈতিক মদদ রয়েছে কি না তাও তদন্ত করা হচ্ছে।

তবে অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে সঞ্জিব বিশ্বাস সাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ঘটনাস্থলে আমি ছিলাম না। এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল ঘটনার সঙ্গেও আমি জড়িত নই। এগুলো মিথ্যা কথা।'

এদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বুধবার বেলা সাড়ে ৩টায় নগরের জামালখান প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন হয়। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরের জামালখান মোড়, আসকারদীঘির পাড়সহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

নিউইয়র্কে খরা পরিস্থিতি, জল সংরক্ষণের আহ্বান

উত্তর আমেরিকা অফিস

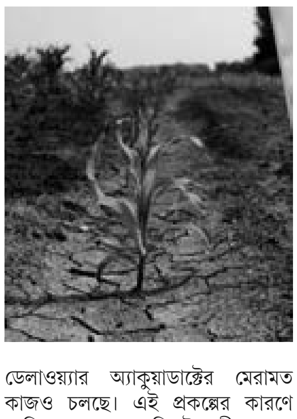

নিউইয়র্কে টানা শুষ্কতার কারণে শহরব্যাপী খরা পর্যবেক্ষণ পরিষেবা ঘোষণা করেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় শহরের জলাধারগুলোতে পানি কমতে শুরু করেছে। এ পরিস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন সংস্থাকে জল সংরক্ষণের পরিকল্পনা হাতে নিতে এবং বাসিন্দাদের পানি ব্যবহারে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১ নভেম্বর শুক্রবার সিটি প্রশাসন জানায়, অক্টোবর মাসটি ছিল নিউইয়র্ক সিটির রেকর্ড করা ইতিহাসে অন্যতম শুষ্কতম মাস। গত কয়েক দশকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি শহরটিকে। ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন (ডিইপি) কমিশনার রোহিত টি. আগারওয়ালা জানান, জলাধারের স্তর নিয়ন্ত্রণে রাখতে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

মেয়র অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্কবাসী সবসময়ই সংকটময় পরিস্থিতিতে একসঙ্গে কাজ করেছে। এই খরার সময়ে আমাদের সকলের উচিত যতটা সম্ভব পানি সংরক্ষণ করা, যাতে ভবিষ্যতে আরও জটিল পরিস্থিতি এড়ানো যায়। এখনই পদক্ষেপ নিলে আমরা আমাদের পার্কগুলো সবুজ রাখতে পারব এবং গ্রীষ্মকালে পুলগুলো পানিতে ভরতে সক্ষম হব।

অ্যাডামস আরও বলেন, আসুন, আমরা সবাই মিলে এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করি। আমাদের ছোট ছোট উদ্যোগ ভবিষ্যতে বড় প্রভাব ফেলবে।

শহরের কর্মকর্তারা জানান, খরা পর্যবেক্ষণের ৩টি স্তরের মধ্যে এটি প্রথম স্তর। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শহরটি খরা সতর্কতা বা খরা জরুরি অবস্থাও ঘোষণা করতে পারে। এ অবস্থায় নগর সংস্থাগুলোর পাশাপাশি নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের জন্যও বাধ্যতামূলক জল সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হতে পারে।

পরিবেশবিদরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের জল সংরক্ষণের উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরের পানির চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

অপারেশনসের ডেপুটি মেয়র মীরা জোশী বলেন, যদি নিউইয়র্কের বাসিন্দারা ছোটখাটো অভ্যাস পরিবর্তন করে আমরা বড় ধরনের জল অপচয় এড়াতে পারি। তিনি বলেন, শহরের পানি সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস ডেলাওয়্যার অ্যাকুয়াডাক্টের মেরামত কাজও চলছে। এই প্রকল্পের কারণে পানির সরবরাহে কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বাসিন্দাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সচেতনতার মাধ্যমেই আমরা শহরে খরা পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হবো।

এদিকে জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এই শুষ্ক পরিস্থিতির কারণে নিউইয়র্কের আশেপাশে দাবানলের ঝুঁকি বাড়ছে। নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, এবং ম্যাসাচুসেটসেও এমন আবহাওয়া পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, এবং এই অঞ্চলে কিছু স্থানে আগুনের ঝুঁকি প্রতিরোধে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ পানির ব্যবহার সীমিত রাখার নির্দেশনা জারি করতে পারে।

নাগরিকদের জল সংরক্ষণের আহ্বান

এদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় এখন থেকে নাগরিকদের জল সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছে সিটি প্রশাসন। কিছু নির্দশনা নিচে তুলে ধরা হলো:

খোলা ফায়ার হাইড্রেন্ট পানি অপচয়ের হার প্রতি মিনিটে ১ হাজার গ্যালন পর্যন্ত হতে পারে। এমন কোন ফায়ার হাইড্রেন্ট বা রাস্তার ফুটো দেখতে পেলে ৩১১ নম্বরে কল করে রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ফ্লাশ এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে। টয়লেট থেকেই একটি পরিবারে প্রায় ৩০ শতাংশ পানি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, ঝরনা ব্যবহারের সময় ৫-৭ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।পরিবেশ সুরক্ষা বিভাগের (ডিইপি) তথ্য অনুযায়ী, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকা কল থেকেও বছরে ৩ হাজার গ্যালনের বেশি পানি অপচয় হতে পারে।

সুদীপ রঞ্জন সেন হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোনিত

সিলেট প্রতিনিধি

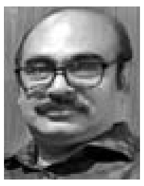
সুদীপ রঞ্জন

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করেছে অন্তর্বতী সরকার। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত ২৫ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডে সিলেট থেকে ট্রাস্টি মনোনীত হয়েছেন রাজনীতিক ও সমাজকর্মী সুদীপ রঞ্জন সেন বাপ্পু।

৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপ সচিব রুহুল আমিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের কথা জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী তিন বছরের জন্য এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তবে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে কিংবা কোনো ট্রাস্টি ইচ্ছে করলে দায়িত্ব

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।

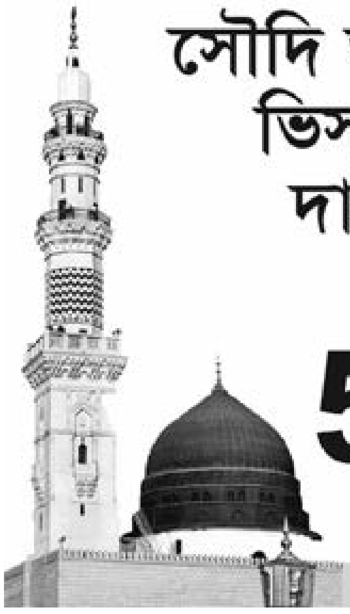

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

কেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এত বৈশ্বিক গুরুত্ব

শাহ মুনতাসির হোসেন মিহান

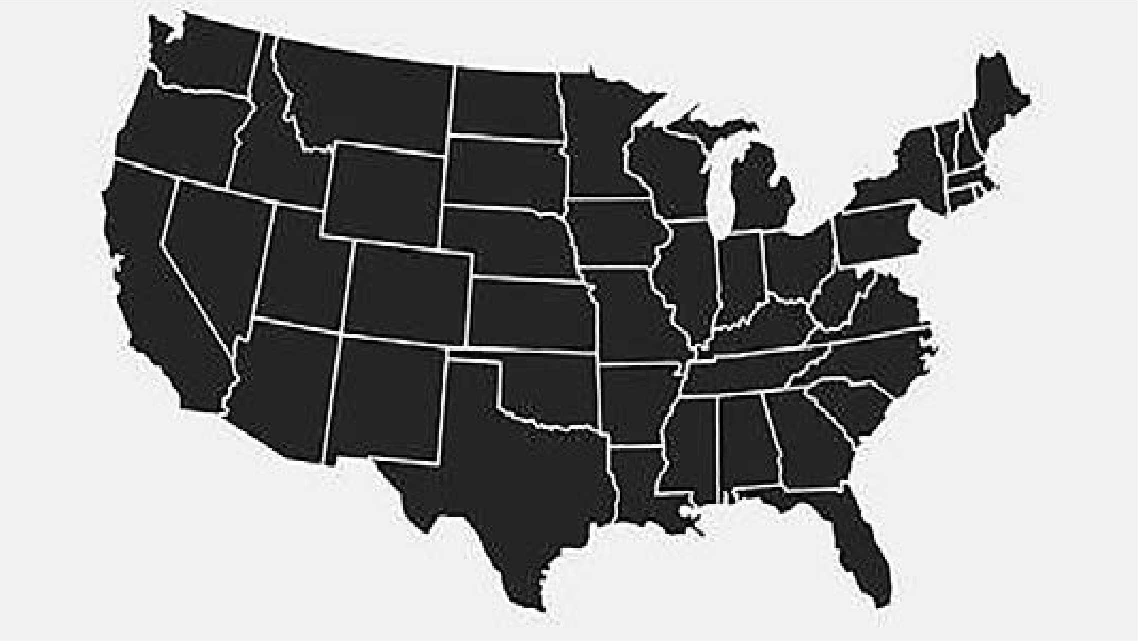

বিশ্বরাজনীতি একটি আলোচিত ও গঠনমূলক বিষয়বস্তু। সময়ের সঙ্গে বৈশ্বিক রাজনীতির ধরন ও কলাকৌশলে বেশ পরিবর্তন আসে। যার ছাপ বর্তমানে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। চলমান বিশ্বরাজনীতির ইতিবৃত্ত শুধু সমরাস্ত্র, কূটনীতিক সমন্বিত চুক্তি, পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ এসব কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন বেশ প্রভাব ফেলে আঞ্চলিক রাজনীতির পাশাপাশি বিশ্বরাজনীতির কাঠামো ব্যবস্থাপনায়ও।

বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক কাঠামো ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। নির্বাচন শুধু দেশের মধ্যে নতুন প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করে না। দেশের অভ্যন্তরের পাশাপাশি বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই প্রতিনিধিত্বের উপস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বৈশ্বিক মোড়লদের সঙ্গে উদীয়মান উত্থিত শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, বাণিজ্য চুক্তিসহ কূটনৈতিক কলাকৌশল বিনির্মাণ এই নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। নির্বাচনে জয়ী প্রতিনিধির স্বভাবসুলভ আচরণ, বৈশ্বিক ভাবনা চিন্তা, দেশীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতগুলোকে ইতিবাচক গতিশীলতার মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে দেশে ও বহির্বিশ্বে।

ঠিক তেমনি একটি নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, যা বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। আলোচনা, সমালোচনা, জল্পনা, কল্পনার সঙ্গে কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের হিসাব-নিকাশে জড়িত থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বৈশ্বিক মোড়লদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিশ্বের অন্যতম সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দেশ হিসেবে স্বীকৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচন পদ্ধতি অন্যান্য দেশগুলোর থেকে ভিন্ন। আর বেশ জটিল। ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতির এই নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় একজন প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট দুবার শুধু প্রেসিডেন্ট হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজের মোট আসন সংখ্যা ৫৩৮টি। এই নির্বাচনে বিজয়ী হতে হলে কমপক্ষে ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়। প্রতিটি রাজ্যের জন্য ইলেকটোরাল আসন সংখ্যা রাজ্যটির জন্য বরাদ্দকৃত সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের মোট আসন সংখ্যার সমান। অর্থাৎ কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদে যতগুলো আসন আছে, তার সঙ্গে অঙ্গরাজ্যটির জন্য বরাদ্দ থাকা দুটি সিনেট আসন যোগ করে ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা পাওয়া যায়। তবে ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়াকে আলাদাভাবে সম্মানসূচকভাবে তিনটি ইলেকটোরাল ভোট বরাদ্দ করা হয়েছে। চার বছর মেয়াদি এই নির্বাচন নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সাল থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন। সেই হিসেবে এবারের নির্বাচন (নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার) বা আজ অনুষ্ঠিত হবে।

এবার মার্কিন নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস আর রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে। ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্বাচন করার কথা থাকলেও অসুস্থতার জন্য গত জুলাই মাসে নিজের নাম প্রত্যাহার করে তার রানিংমেট তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমথর্ন প্রদান করেন। আর তৃতীয় বারের মতো রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থী হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস জয়ী হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া বা রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হলে প্রথমবারের মতো পুনঃপ্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাসহ বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলছে এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন, লেবানন ইসরায়েল যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে সংকট, তাইওয়ান সংকট এবং কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনাসহ বেশ কিছু ইস্যুতে এবারের মর্কিন নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী প্রচারে কমলা ও ট্রাম্প অভ্যন্তরীণ নীতির পাশাপাশি পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছেন। বিশেষ করে দুজনের পররাষ্ট্রনীতির ওপর বহির্বিশ্বের বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সব দেশের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা রাখেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা, নীতি, মনোভাব এবং সিদ্ধান্তগুলো বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলে। তাই বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় এই নির্বাচনের কদর অনেক বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবলমাত্র আমেরিকানদের নয়, বিশ্বজুড়ে সব মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা একটি চরিত্র। অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক রাজনীতির যেকোনো মোড় ঘোরানো সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকেন তিনি। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে শুধু প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্ণিত করা হয় না। তাকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তার অতি গুরুত্বতার জন্য তাকে আন্তর্জাতিক চরিত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নির্বাচনে জয়ী হলে কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন, লেবানন ইসরায়েল যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে সংকটসহ যাবতীয় ইস্যুতে কেমন ভূমিকা পালন করে এবং মনোভাব পোষণ করে ওই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। ইতোমধ্যে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচনে জয়ী হলো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা করা কমিয়ে দেবে। ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাত মেটাতে 'কিছু একটা বের করবেন'। যুদ্ধ থামাতে রাশিয়ার কাছে ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়া লাগতে পারেও বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার কমলা হ্যারিস ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি জয়ী হলে তার উত্তরসূরি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখবেন। অর্থাৎ বাইডেন প্রশাসনের নীতি অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট কমলা হ্যারিস। এই মুহূর্তে ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন (৫ হাজার কোটি) ডলারের বেশি।

২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে চীনের সঙ্গে সরাসরি বানিজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বিরোধ পাশাপাশি প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বের হওয়াসহ কঠোর অভিবাসন নীতি বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল তার শাসনামলে। ইরানের শীর্ষ কমান্ডার কাসেম সোলাইমানির মৃত্যুর ঘটনায় ট্রাম্পের সময়ে ইরানের সঙ্গেও বিরোধ বাড়ে। যার প্রভাব পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংকটে। ট্রাম্প প্রথম মেয়াদের সময়ে ২০১৭ সালে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া ও জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করা; যা তার মেয়াদের আরও একটি অন্যতম বড় একটি ঘটনা।

সামরিক জোট ন্যাটোকে শক্তিশালী করতে মার্কিন প্রশাসনে কাজ করা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম কুশীলব হচ্ছেন কমলা হ্যারিস। ন্যাটোকে সম্প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কমলা হ্যারিস। কমলা নির্বাচনে জয়ী হলে ন্যাটোকে আগের তুলনায় আরও সম্প্র্রসারিত করতে সেই ধারা অব্যাহত রাখবেন। বিপরীতে ট্রাম্প বলছেন, ন্যাটোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের অপচয় হচ্ছে। তিনি এই জোট থেকে সরে আসারও হুমকি দিয়েছেন।

ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিস যেই এবারের নির্বাচনে জয়ী হয় তার জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকটের সমাধানে কাজ করা। মধ্যপ্রাচ্যে সংকট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে বৃহৎ আকারে। গাজায় সর্বাত্নক আক্রমনের পাশাপাশি লেবাননে এখন আক্রমণ চালাচ্ছে ইসরায়েল। সম্প্রতি ইসরায়েল ইরানের রাজধানী তেহরানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সংকট এখন উত্তেজনার পারদে।

মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিসকে কাজ করতে হবে। ফলে এবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে সবাই। তবে গাজায় ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসন ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে বড় কোনো ফারাক নেই। উভয়ে একই অবস্থান নিয়েছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সমর্থিত নেতা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য তারা সমানভাবে সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন। উভয়ের রাজনৈতিক দল ইসরাইলের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন দিচ্ছে এবং যারা এ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। তারা তাদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। এতে ধারণা করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে সংকটে ট্রাম্প বা কমলার পররাষ্ট্রনীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতেও এই নির্বাচনের প্রভাব অনেক। ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের কেমন উন্নয়ন হয় তার জন্য নির্বাচনে গুরুত্ব রয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নয়ন হলেও বর্তমানে কূটনীতিক টানাপোড়েনে রয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক। বাংলাদেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তন এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ব্যক্ত করার অভিব্যক্তি এই নির্বাচনকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমাগত উপস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথাব্যথার কারণ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ চরমে গিয়ে ঠেকে। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন ও জ্বালানি অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি খাতে চীনা কোম্পানির মালিকানা নিষিদ্ধ করতে চান ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাইওয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকদের মধ্যে যোগাযোগ চালু করেছিলেন, যা চীনকে ক্ষুব্ধ করে। একইভাবে কমলা হ্যারিসও চীনের আগ্রাসন বিরোধী জোট তৈরি করতে আগ্রহী এই অঞ্চলে। তাই চীনকে সরিয়ে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করতে বদ্ধপরিকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফলে এই নির্বাচনের ফলাফলে চোখ রাখছে দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীরা।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচনের প্রভাব অনেকখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববাসীর কাছে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকৃত এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মোড় কোন দিকে রূপ নেয়। ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের কোনো সমাধানের পথ বের হয় কিনা। চীন, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ বাড়ে বা কমে কিনা, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ অবস্থান কোথায় গিয়ে ঠেকে সেসব মুখ্য বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিস যেই হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হন তার ওপরই নির্ভর করছে আগামী চার বছরের বৈশ্বিক ভূরাজনীতির ময়দানের মারপ্যাঁচ। আঞ্চলিক রাজনীতির পাশাপাশি বিশ্বরাজনীতির মোড় কোন দিকে ঘুরে যায় সেই সব কৌশলগত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্ষমতা প্রদর্শনীর বেষ্টনীর দেখা মিলবে আগামী চার বছরে। তবে বিশ্ববাসী ইতিবাচক ও সুশৃঙ্খল বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বাগত জানাচ্ছে। যার শান্তির মশাল জ্বলবে সমগ্র বিশ্বে।

লালন উৎসব এবং একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আসলাম আহমাদ খান

মানুষ। কেউ বলি 'হমোসাফিয়েন্স', কেউ বলি 'মান এবং হুঁশ সম্পন্ন' সৃষ্টির সেরা জীব। যখন আমরা বলি সৃষ্টির সেরা জীব, তখন প্রাসঙ্গিকভাবেই অন্যান্য জীবের সঙ্গে তুলনাটাও এসে যায়। সৃষ্টির অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কোথায় ? অনেক পার্থক্যের কারণেই তো সেরা উপাধিটি আমরা বরণ করেছি, তাই না ? মূল পার্থক্য হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তায়। এই সৃষ্টিশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে সভ্যতার অনেক স্তর পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর সাইবারনেটিক সভ্যতায় বসবাস করছি আমরা।

মানুষের আরও একটি গুণ রয়েছে, সেটি হচ্ছে মানবিকতা। মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ হয়ে যায় না। মানুষ হতে হলে তাকে কিছু মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে হয়। আর এই গুণাবলী মানুষ অর্জন করে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় Socialization বা সামাজিকীকরণ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে প্রতিনিয়ত 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয়। অন্য কোনো জীবকে এই 'হয়ে উঠা'র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। গরু জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি গরু, তেমনি ছাগল, মুরগী, সাপ ইত্যাদির বেলায়ও তাই। আমরা যখন বয়সে ছোট কাউকে দোয়া কিংবা আশীর্বাদ করি, তখনও বলি 'মানুষের মতো মানুষ হও।' এই 'হয়ে উঠার' আকাঙ্ক্ষা মানুষের ভেতরে কাজ করে। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তথা চারপাশের আবহ সেই 'হয়ে উঠা'কে কঠিন করে ফেলে। তখন 'স্বল্প মানুষ' কিংবা 'অমানুষ' দেখি আমাদের সমাজে। কিন্তু মানুষের ভেতরের সেই 'হয়ে উঠা'র আকাঙ্ক্ষা একেবারে মরে যায় না। তাই 'মানুষ হয়ে উঠা'র বাণী বা কথা মানুষকে টানে দারুণভাবে। সেই টানে গত ২৬ অক্টোবর শনিবার নিউ ইয়র্কে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো আন্তর্জাতিক লালন ও লোকজ উৎসব ২০২৪।

লালন পরিষদ ইউএসএ আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলা লোকজ সংগীতের জীবন্ত কিংবদন্তি নিনা হামিদ। উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত গণসংগীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, নিউ জার্সি থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান, লেখক ও বীরমুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন্নবী সহ অনেক গুণীজন। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত শিল্পী ও কলাকুশলীর পরিবেশনায় নাচ, গান, নৃত্যে জ্যামাইকার ম্যারী লুইস একাডেমী হয়ে উঠে একখণ্ড বাংলাদেশ। আর অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকরা উপহার পান লালনময় একটি দিন।

অনেক আয়োজনের ভীড়ে ছোট্ট একটি পর্ব ছিল 'ভবের লালন, ভাবের লালন' শীর্ষক আলোচনা। আলোচক ছিলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক এট কোর্টল্যান্ড এর অর্থনীতির অধ্যাপক ড. বিরূপাক্ষ পাল এবং সমাজচিন্তাবিদ কমরেড জাকির হোসেন। মিনহাজ আহমেদ সাম্মুর পরিশীলিত উপস্থাপনা এবং আলোচকদের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছেন সে আলোচনা। আর সে মুগ্ধতা থেকেই আমার আলোচনা।

ভবের লালনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড জাকির হোসেন বলেন, ভব হচ্ছে বস্তু আর ভাব হচ্ছে চিন্তা। ভবের কথা হলো বস্তু থেকে চিন্তার উৎপত্তি; আর ভাবের কথা হলো চিন্তা থেকে বস্তুর উৎপত্তি। লালন সাঁই সতীদাহ প্রথা চলমান অছে এমন একটি সমাজে ভব বা বর্তমান বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। 'সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন'— এমন বাণী প্রচারের মাধ্যমে লালন পুরো সমাজকে সুপথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, লালন সাঁই শুধু তাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন না, ছিলেন একটিভিস্ট। উনি জমিদারদের খাজনা আদায়ের বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতার কারণ জানতে চাইলে তিনি জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মতান্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছিলেন, আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহলে এই জমির মালিক ঈশ্বর, তাহলে আপনাকে আমি খাজনা দিতে যাবো কেন ?"

অধ্যাপক ড. বিরূপাক্ষ পাল বলেন, অনেকের কাছে লালন একটি রহস্যের নাম। কী এমন রহস্য, যার কারণে মৃত্যুর ১৩৪ পরও লালন আমাদের মাঝে টিকে আছেন?

তিনি উপমা টেনে বলেন, 'সংগীত শিল্পী পল রবসন এর ভাষায় তাঁর গিটার ছিল একটি স্যোশাল ইন্সট্রুমেন্ট, তেমনি লালনের একতারা ছিল একটি 'স্যোশাল রেভুলোশনারি ইনস্টুমেন্ট'। এই ইন্সট্রুমেন্ট বা একতারা দিয়ে লালন বাংলাদেশে একটি ফকিরী বিপ্লব সাধন করেছিলেন। তিনি গানে গানে একটি প্রেমময় সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। যে কারণে মৃত্যুর ১৩৪ বছর পরেও লালনকে আমরা ভালোবাসি।'

লালন প্রসঙ্গে ড. আব্দুল ওয়াহাব বলেন, 'লালনের সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারটি হচ্ছে ধর্ম-বর্ণহীন এক সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি সমাজকে নিরীক্ষণ করেছেন খালি চোখে, খোলা মনে; মুখে ঠুলি বা চোখে ঠুসি পরে নয়। মানুষের মুক্তির কথা লালন চিন্তা করেছেন, যে মুক্তি মোক্ষ লাভ বা স্বর্গ লাভ নয়। তার এই চিন্তার মধ্যে কোনো ধরনের বেহেশত-দোজখ-স্বর্গ-নরক বা কোনো আধ্যাত্মিক মুক্তির কোনো নিশানা ছিল না; ছিল শুধু মানুষের সামাজিক মুক্তি।'

লালনের প্রতিটি গানের পরতে পরতে মানুষের হয়ে উঠার কথা যেমন আছে, তেমনি আছে মানুষ হয়ে উঠার আনন্দের কথা। লালন বলেন,'সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার, ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।' মানুষকে নিয়ে এমন জয়গান আছে বলে লালন এখনও প্রাসঙ্গিক; বলা যায় মানুষের এই ভুবন যতোদিন আছে, ততোদিনই লালন থাকবে মানুষের ভজনে।

আলোচনাটা এখানেই শেষ করবো। শেষ করার পূর্বে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম অর্থাৎ সামাজিকীকরণের আলোচনায় ফিরে আসি। একজন মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় শিশু বয়সে, চলে জীবনব্যাপী। আর উৎসব হচ্ছে সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎসবে শিশু কিশোররা শেখে আনন্দের মাধ্যমে, বয়স্করা শেখে যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে। অস্থির এক সময়ে এবারের লালন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সময়ে আসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার মানুষেরা কোণঠাসা; ধর্মের প্রসার আর বর্ণের প্রাধান্যের নামে চলছে হিংসার বিস্তার। ক্ষমতার পালা বদলের অস্থির এই সময়ে লালন উৎসবের বার্তা আমাদের চিন্তা ও বোধের জগতকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বপ্নের সংস্কার এবং প্রান্তজনের জীবন

শেখর ভট্টাচার্য

ভরা হেমন্তে সোনালী ফসলের মাঠের দিকে তাকিয়ে কৃষকের চোখে যে স্বপ্ন উঁকি দেয় সে স্বপ্ন দেখার ও উপলব্ধি করার সামর্থ নেই আমাদের অনেকের। যারা প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বেচ্ছা বন্দিত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য আকাশ দেখা, হাওর কিংবা বিলের বিস্তৃত জলরাশি দেখার আত্মিক চাহিদা ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বুঝতে হলে যারা টকশো দেখেন, তারা যে প্রান্তিক মানুষের মানস জগতের অনেক কিছুই জানেন না সে কথাটি বলাই বাহুল্য। বৈশাখের প্রতিটি দিন কী শঙ্কা এবং সম্ভাবনায় কাটে হাওরবাসী কৃষকের জীবন। একদিকে ধান কেটে ঘরে তোলা, অন্যদিকে, বৃষ্টি কিংবা পাহাড়ী ঢলে ধান ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা। প্রতি চৈত্র,বৈশাখে একই গল্প। ধান ভেসে গেলে কৃষক সর্বস্বান্ত। বানের জলের সাথে কৃষক, কৃষানির চোখের জল মিশে যায়। সে জল আর শুকোয় না পরবর্তী বৈশাখে ধান কেটে গোলায় না রাখা পর্যন্ত। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যাদের জীবন শুরু হয়, যারা অহর্নিশি জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছেন তারা আমাদের রাষ্ট্রের মালিক; কিন্তু তাদেরকে আমরা সমাজের প্রান্তে ছুঁড়ে দিয়েছি। তারা কৃষি পণ্য উৎপাদন করেন, তৈরি পোষাক প্রস্তুত করেন, মাছ চাষ করেন, মুরগী, কিংবা গরুর খামারে তারা কাজ না করলে বাজারে এসব কৃষিজাত পণ্যের জোগান থাকেনা। তাদের জীবন ও জীবিকা আমাদের বড় অপরিচিত। তাদের পাঁজরকে ক্ষত বিক্ষত করে শত শত বছর রাষ্ট্র ও সমাজ বেঁচে আছে।

মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক আমাদের সমাজের, রাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক। আমরা প্রান্তজনের জীবন ও জীবিকা, তাদের সুখ, দুঃখ সম্মানিত নাগরিকদের বোধ এবং অনুভূতি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি। আমরা ধরে নেই জ্ঞানী, উচ্চ চিন্তার মানুষেরা সকলের অনুভূতিকে অনুবাদ করতে পারেন। বিত্তে, বৈভবে, ক্ষমতায়, শিক্ষায় এগিয়ে থাকা মানুষের ভাষায় প্রান্ত জনের অনুভূতি উপলব্ধি করার চেষ্টা কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।এসব মানুষেরাই শুধুমাত্র মানুষের অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারেন।সমাজের স্টিয়ারিং যাদের হাতে থাকে তারা সকলে মিলে এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুদৃঢ় ভাবে। এই "চিন্তার বাক্সে"র বাইরে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তা নেই বলে সমাজ ঠিক করে নিয়েছে। স্থিতাবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শোষণ, শাসন এবং লুন্ঠনের জন্য এ'ধারণাটির গোড়ায় আমরা সবাই মিলে বহু বছর ধরে জল দিচ্ছি ক্রমাগত।সমাজের সামনের কাতারের মানুষেরা বিশ্বাস করেন প্রান্তজনের জীবন, জীবিকা, রাষ্ট্রের কাছে তাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি প্রান্তিকেরা ব্যক্ত করতে পারেননা। এটি প্রকাশের ভার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গোষ্টির। এই ধারণাকে কেউ সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে বলে জানিনা। রাষ্ট্র সংস্কার যারা করছেন, যারা সংস্কারের ছয়টি কমিশনে যুক্ত আছেন নিশ্চয় তারা প্রতিষ্ঠিত এই ধারণাকে ভেঙ্গে দেবেন বলে বিশ্বাস করি।সংস্কার কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের কাজ হলো যুগ যুগ ধরে লোভী রাজনীতিবিদ, লুণ্ঠনকারী শোষকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙ্গে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর, অবয়বকে তুলে ধরা।

স্বপ্নের রাষ্ট্র সংস্কার বা রাষ্ট্র সংস্কারের যে স্বপ্ন, তার কেন্দ্রে যদি আমরা প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হই তাহলে সংস্কারে তাদের স্বপ্নকে প্রতিফলন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়না।মনে রাখতে হবে বৈষম্যহীন নুতন বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন আমাদের চোখে। তিপ্পান্ন বছর বয়সী রাষ্ট্রের সংস্কার করা বড় কঠিন এ'বিষয়টি আমরা অনেকেই মুখে বলে থাকি তবে এ' নিয়ে ব্যবহারিক আলোচনাযে আমরা খুব বেশি করছি সেটি বলা যায়না। তবে সংস্কার কমিশনের প্রতি জনগণের বিপুল প্রত্যাশা।আশা করি সংস্কার কমিশনের কার্য প্রক্রিয়ার পরিধি অনেক বড় হবে এবং এতে বহুমাত্রীক ভাবনার সমন্বয় ঘটবে। সংস্কার কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স মানুষের স্বপ্নের সংস্কারের অনুবাদ করবে বলে বিশ্বাস করি।কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স যদি জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে সকল শ্রেণির মানুষ সংস্কারের ফলে কী হতে পারে, সে ধারণা পেয়ে যাবেন সহজে।মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র সংস্কারের এই যে সুযোগ তা' বার বার আসবেনা। এই অমূল্য সুযোগকে কাজে লাগাতে না পারলে কী হবে? ওই যে স্থিতাবস্থা, তা' রাষ্ট্রে আবারো হয়তো আসন পেতে বসবে।সকল উদ্যোগ, পরিশ্রম , বিপ্লব "সকলি গরল ভেল" হয়ে যাবে।পুরো সংস্কারে প্রক্রিয়ায় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক মানুষদের যুক্ত করা গেলে সংস্কারকর্ম জাতীয় ঐক্যমতের সংস্কার হিসেবে পরবর্তী সময়ে গৃহীত হবে।

যে কথাটি শুরুতে বলেছিলাম সকল সংস্কার প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকবে প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণি, পেশার প্রান্তিক মানুষ। সংস্কার কার্যে সহায়তা বা ফ্যাসিলিটেশনের জন্য আমরা বিশেষজ্ঞ চাই তবে তারা যেনো প্রান্তিক এবং দেশ প্রেমিক নাগরিকদের চিন্তাকে তুলে নিয়ে আসেন। আমরা কিছু মানুষকে সংস্কার প্রক্রিয়ায় দেখতে চাই যারা হাওরের আফাল, চরের নদী ভাঙ্গা মানুষের আর্তনাদ, সামান্য বিপর্যয়ে যারা দ্রুত নিঃস্ব হয়ে পড়া মানুষের ভয়, প্রান্তিক মানুষের জীবনের নিত্যদিন ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আমরা জানি অত্যন্ত যোগ্য মানুষদের নিয়ে সংস্কার কমিশন গুলো গঠন করা হয়েছে।শত বছরের কিংবা গত তিপ্পান্ন বছরের বঞ্চনার ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে আমাদের ভীষণ ভয়। সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ঘর পোড়া মানুষ ভয় পায়, যদিও শুভশক্তি সম্পন্ন মানুষের চোখে সংস্কার প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফলের প্রতি অন্তহীন প্রত্যাশা।

সংস্কার শুরু হওয়ার প্রথম ধাপেই আমরা যেনো নাগরিক সমাজের কাছ থেকে নানারকম পার্টিসিপেটরি বা অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়ায় সংস্কারের উদ্দেশ্য, সংস্কারের লক্ষ্য, প্রত্যাশাকে তুলে ধরতে পারি। উন্নয়ন বিজ্ঞান আজকাল এতোই আধুনিক হয়েছে যে মানুষের বহুমাত্রীক ধারণাকে নানা প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষেরাও এসব পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন সহজে এবং তাদের মতামত জাতীয় পর্যায়ে প্রতিফলন করা যায় নির্বিবাদে।পার্টিসিপেটরি র‍্যাপিড অ্যাপ্রাইজেইল (পি আর এ), পার্টিসিপেটরি লার্নিং এন্ড অ্যাকশন(পি এল এ) হলো এসব আলোচনাকে সংকলিত করার উপযুক্ত হাতিয়ার এবং সারা বিশ্বে অতিসাধারণ, প্রান্তিক মানুষের মতামতকে প্রতফলনের জন্য উলেখিত ম্যাথোড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (৯২৯)

সংস্কারের গাড়ি ধীরে হলেও চলতে শুরু করেছে। সংস্কারের কমিশন এখন সক্রিয়। ইতোমধ্যে কমিশন গুলো নাগরিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার মানুষের সাথে পরামর্শ সভা করতে শুরু করেছেন। যদিও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সংস্কার করার বিষয়টিকে রাজনৈতিক দল গুলো অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তবে ছাত্র, জনতার গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন সেই অনুসারে সংস্কার কমিশন গঠণ করা হয়েছে।

পতিত সরকার গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কৃতিকে গণতন্ত্রায়নের বিষয়টি সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র হিসেবে সকল শ্রেণির মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিবেচিত হচ্ছে।

বিচার বিভাগ, পুলিশসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার সময়ের দাবি।ক্ষেত্র গুলো সংস্কার না হলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্র ও সুশাসনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। সংবিধানেও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সুযোগ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এসেছে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নও। কেউ কেউ এটা পুনর্লিখনের পক্ষেও মত দিয়েছেন।

বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়, এ'বিষয়টি গত তিপ্পান্ন বছরের রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় । তিপ্পান্ন বছর বয়সী বাংলাদেশে বৈষম্য নিরসনের জন্য আমরা প্রচুর তাত্ত্বিক কথা শুনেছি।তত্ত্বগত কথা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য যে বলা হয়েছে এ বিষয় নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সময় এসেছে সমদৃষ্টির, সম-অধিকারের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। এ'জন্য প্রান্তিক মানুষের এজেন্ডাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। প্রান্তিক মানুষের হাতে দেশের স্টিয়ারিং দিতে ব্যর্থ হলে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মর্মবাণীকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে।

দুঃশাসন ও বৈষম্য নিরসনের বিষয়টি ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে জনতাকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত করেছে। ছাত্র জনতার আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিকে এই সুবর্ণ সময়ে যদি ঐক্যবদ্ধ নাগরিক এবং সরকার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদেরকে অনন্তকাল হতাশা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেনা। তবে মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু আকাশ ছোঁয়া, আমরা আকাশ ছুঁতে না পারলে, সম্ভাবনার দ্বারের ঠিকানা যেনো প্রদর্শন করতে পারি।সংস্কার হোক প্রান্ত জনের সখা। সে আশা আমরা করতেই পারি।

লফোটেন দ্বীপপুঞ্জ

স্বপ্ন দ্বীপে পা রাখলাম যেন

রোমেনা লেইস

দশই সেপ্টেম্বর। রোড ট্রিপের তৃতীয় দিন।ভ্রমনের বর্ণনা লিখতে গেলে তা যেন এক একটা স্মৃতিময় অর্জন।পাতার পর পাতা নিজের দেখা নতুন জায়গা নিয়ে লিখতে খুব ভাল লাগে।নরওয়ের মানুষরা খুব ভাল ইংরেজী বলে।

মধ্যরাতের সূর্যের দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মেলস্ট্রোম সল্টস্ট্রাউমেনে দেখেছি।Bodø - নরওয়েজিয়ান সমুদ্রের পাশে এই শহরের অবস্থান। একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত শহর যেখানে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক দর্শনীয় স্থান কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে রয়েছে।ওল্ড হারবার এ রাতের ভিউ খুব স্বপ্নীল। বোডো শহর নরওয়ের উত্তরের অন্যতম শহর। এ শহরের চারপাশে ১৫০ টি ফিয়র্ডের চূড়া আছে। এখানে কেনাকাটা করারও সুযোগ আছে।শপিংমল আছে ।অরন্য পাহাড়ে আরোহণ করা এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জোয়ার-ভাটার স্রোতে রাফটিংয়েও যাওয়া যেতে পারে।সবই একদিনে করা সম্ভব ।তবে বোডো শহরের ওরিয়ন পিৎজা রেস্টুরেন্ট এ তাজা স্যামন এর স্বাদ নিতে পারেন। সাথে মিক্সড সবজি আর আলু ভাজা। ক্ষুধার্ত ছিলাম বলেই খাবারের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিলো যেন।ওরিয়ন সাশ্রয়ী, যা পিৎজা এবং পাস্তায় বিশেষজ্ঞ, কিন্তু এতে স্টেক, সালাদ এবং হ্যামবার্গারের বেশ বড় সিলেকশন রয়েছে। আর আছে ফিশ এর আইটেম । রাতে বোডো শহরে অরোরা দেখতে চেষ্টা করেও দেখতে পাইনি।

সকালে দরজা খুলে বেলকনি থেকে দেখি সোনালী আভা ছড়িয়ে সূর্য উঠছে। দূরে পাহাড় মেঘের ঘোমটা পরে মিষ্টি হাসছে। ব্রেকফাস্ট করে শহরের কেন্দ্রে যাই। গাড়ি রেখে আমরা হাঁটতে থাকি সুন্দর এই পাহাড় আর সমুদ্রঘেরা শহরে।আমরা একটা শপিং মলে ঘুরাঘুরি করে স্যুভেনির সংগ্রহ করলাম ।ট্রাম আর বাস সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে । আমরা সিটি সেন্টারে হেঁটে বেড়াচ্ছি। ফেরি দুপুরে ছাড়বে তাই লাঞ্চ করে নিলাম একটা এরাবিক রেস্টুরেন্ট এ।

ফেরি ছাড়ার পর দেখি স্বপ্নতরী যেন আমাদের নিয়ে চলেছে স্বপ্ন সমুদ্র দিয়ে। লফোটেন দ্বীপের উদ্দেশ্যে আমরা আজ বোডো থেকে নরওয়েজিয়ান সমুদ্র পারি দিয়ে রওনা হয়েছি।সময়মত ছাড়লো সমুদ্রযান।এখানে সমুদ্রের পেট ফুড়ে কচ্ছপের পিঠের মতো পাহাড় । কখনো নীল কখনো মোষের পিঠের মতো ধূসর । আমরা বসেছি যেখানে সেখান থেকে প্যানারোমিক ভিউ দেখা যাচ্ছে । পানি কেটে এগিয়ে যাওয়া শিপটি আমাদের যেন কোন স্বপ্নদ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে । এখন আমি বুঝতে পারছি নরওয়েজিয়ান সী ক্রুজ কেন সবার এতো প্রিয় ।নিউইয়র্ক এর স্কুলে যখন কাজ করতাম প্রতি বছর কলীগরা সামারে সী

ক্রুজে যায় দেখেছি।সন্ধ্যার দিকে লফোটেন পৌঁছে যাই। বোডো টু মোসকোনেস আমাদের আজকের ট্রিপ। ফেরি পার হয়ে আমরা স্বপ্নের দ্বীপে এসে পৌঁছেছি।

আমরা পাহাড়ের খাড়ি বেয়ে কখনো উপরে উঠছি কখনো আবার নামছি। যখন নামছি তখন পাশে পাহাড়ের চূড়ায় আলোর ঝলকানি স্নায়ুতন্ত্রের উপর যত বেশি ট্যাক্সিং বা মগ্নতার ক্লান্তি পাহাড়ের আঁকবাঁক ততটাই গভীর আর সুন্দর। মাঝে মাঝে টানেলে ঢুকে যাই। টানেলগুলো এতো লম্বা মনেহয় অনন্তকাল ধরে টানেলের ভেতর চলছি। হল্যান্ড টানেল, ম্যারিল্যান্ড টানেল যুক্তরাষ্ট্রে দেখেছি ।কিন্তু এখানকার টানেলগুলো খুব লম্বা । নরওয়েতে ১০০০ টিরও বেশি রাস্তায় টানেল রয়েছে । নরওয়ে তার রাস্তা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে প্রতি বছর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা প্রসারিত করছে।সবচেয়ে দীর্ঘ টানেল প্রায় ২৪ কিমি পর্যন্ত দীর্ঘ। অনেকগুলি আলোহীন। একটি টানেলে এত অন্ধকার ছিল এমনকি গাড়ির হেডলাইট এর আলো থাকা সত্ত্বেও আমদের ভাল লাগছিলো না।তবে টানেল যেগুলো স্বল্প দৈর্ঘ্য সেগুলো বেশ আলো ঝলমলে।টানেল থেকে বেরিয়ে রাস্তাগুলোকে মনেহয় যেন কল্পনার কোন জগতে এগিয়ে যাচ্ছি । সামনে বিশাল নরওয়েজিয়ান পর্বতমালা। সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা। সমুদ্র এসে আছড়ে পড়ছে । পাহাড় অতিক্রম করে অন্যপ্রান্তের ঝরনাধারার কাছে পৌঁছার আনন্দে আত্মহারা আমরা।

Å নরওয়ের নর্ডল্যান্ড কাউন্টির মোসকেনেস পৌরসভার একটি গ্রাম। আমাদের শেষ সীমা। এটি লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে মোসকেনেসোয়া দ্বীপের সোর্ভাগেন গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ইউরোপীয় রুট E10 হাইওয়ে দ্বারা দ্বীপপুঞ্জের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত, যা এখানে শেষ হয়। হাইওয়ের এই অংশটিকে কিং ওলাভস রোডও বলা হয়।ওখানে যখন পৌঁছালাম তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছে ।ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ।নরওয়ে ভ্রমনে যাবার আগে পর্যটকদের যত ছবি, ভিডিও দেখেছি সবাই Å তে যায় দেখেছি ।আর নিজে যখন ঐ জায়গায় নিজেকে দেখছি তখন মনের ভেতর দারুন এক অনুভূতি ।আমরা আধো অন্ধকারে ছবি তুলতে থাকি। Å — উচ্চারিত "ওহ", এটি নরওয়ের লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জের মোসকেনেসোয়া দ্বীপের সবচেয়ে দক্ষিণের শহর। নামের অর্থ কেবল "নদী" বা "স্রোত" এবং শহরটিকে Å নামক অন্যান্য স্থান থেকে আলাদা করার জন্য Å i Lofoten নামেও পরিচিত। একটি মনোরম হ্রদ এবং উত্তর সাগরের মাঝখানে অবস্থিত, যেখানে কাঠের অনেক ভবন রয়েছে। টং ঘর স্টাইলের পানির উপর নির্মিত। ইয়ুথ হোস্টেলে এবং লোফোটেন বেড অ্যান্ড বোটে ভাড়ার জন্য বাইক রয়েছে প্রতিদিন ১৫০ kr। মূল ভূখণ্ড (Bodø) থেকে দিনে বেশ কয়েকটি ফেরি মোসকেনেসে পৌঁছায়। মোসকেনেস Å-এ ভ্রমণের আগে আবাসন বুক করা ভাল, কারণ পিক সিজনে সবকিছু সম্পূর্ণরূপে বুক হয়ে যেতে পারে।Å-তে কোন ATM নেই। বড় ক্রেডিট কার্ডগুলি বাস সহ যেকোন জায়গায় কার্যত গ্রহণ করা হয়।একটা বেকারি আছে সন্ধ্যা হওয়ায় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।আমার ভাই ইতিপূর্বে আরো দশ বারোবার লফোটেন এসেছে তাই তার সব মুখস্থ।মাত্র দুই মাস আগেও সে একবার এসেছে বন্ধু ও বন্ধু পত্নীকে নিয়ে।লফোটেন দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির সাথে এতোটাই মিশে আছে যে একে "পোষ না মানা দ্বীপ" নামে ডাকা হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি সরু লম্বা আকৃতির একটি দ্বীপপুঞ্জ যার এক প্রান্ত মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত। যার মানে দাঁড়ায় স্বাভাবিক দ্বীপের মতই এর সবদিকে সমুদ্র। তবে সরু একটা অংশ ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত। পাহাড়ে ঘেরা এই দ্বীপপুঞ্জ। পাহাড় গুলোর চূড়া দেখতে মনে হবে যেন একেকটা গির্জার গম্বুজ। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়বে ছোট ছোট গ্রাম। যেগুলোর অধিকাংশ বাসিন্দাই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। এক ধরনের কাঠের ফ্রেম দেখলাম ।মাছ শুকানোর জন্য বানানো হয়েছে।ভাই বললো সামারে ঐখানে মাছ শুকানো হয়। কিছু শিল্পী ধাঁচের মানুষের দেখাও পাওয়া যাবে এই দ্বীপে। তারা ছবি আঁকেন।সামুদ্রিক উপাদান ও ভেড়ার মাংসে তৈরি স্থানীয় খাবারগুলো এতোটাই সুস্বাদু যে এগুলোও ট্রাই করা উচিত।

আমরা লেকনেসে পৌঁছালাম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে যখন।কৃষ্টিনার এয়ারবিএনবিতে আমরা পৌঁছালে ওর স্বামী আমাদের ওয়েলকাম জানাতে আসলো আর বলে গেলো রাত এগারোটার দিকে অরোরা দেখার হাই চান্স আছে। প্রকৃতি ও সৈকত প্রেমীদের জন্যে লোফোতেন দ্বিপপুঞ্জ একটি আদর্শ গন্তব্য। নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে একগুচ্ছ দ্বীপের সমন্বয়ে এই এলাকাটি পর্যটকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। লফোটেনে সারা বিশ্বের পর্যটকদের জন্য

মূল আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার শুভ্র বালির সৈকত। এই দীপপুঞ্জকে নরওয়ের সবচাইতে সুন্দর স্থান বলা হয়ে থাকে। এখানকার সচ্ছ পানি ও উষ্ণ আবহাওয়া পর্যটকদের জন্য দারুণ আকর্ষণীয়।পৃথিবীর বেশ চমৎকার কিছু সমুদ্র সৈকত রয়েছে এখানে। নরওয়ের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত স্টাভাঙ্গার।এখানকার তাপমাত্রাও অনেকটা উষ্ণ।এজন্য শীত প্রধান দেশ থেকে সান বাথ বা সূর্য স্নান করতে আসা পর্যটকদের কাছে স্টাভাঙ্গারের সৈকতগুলো অনেক প্রিয়। শুধু সৈকত না, স্টাভাঙ্গার শহরটাও দেখতে বেশ চমৎকার। এখানে অনেকগুলো ক্যাথেড্রাল বা গির্জা আছে। মধ্যযুগীয় এই সব গির্জার মধ্যে স্টাভাঙ্গার গির্জাটি এখানকার তো বটেই, গোটা দেশের মধ্যে সেরা বলে বিবেচিত হয় এর আয়তন এবং দারুন শিল্পকর্ম আপনাকে মুগ্ধ করবেই। লোফোটেন মাছ ধরার গ্রামগুলির ঐতিহ্যবাহী লাল কুঁড়েঘরগুলি রোরবাস নামে পরিচিত, যার আক্ষরিক অর্থ "সারি সারি ঘর"। রোরবাসগুলি মূলত জেলেরা মাছ ধরার মৌসুমে থাকার জন্য ব্যবহার করত। আজকাল অনেক রোরবাস গেস্ট হাউস বা অবকাশকালীন কনডোতে রূপান্তরিত হয়েছে।লাল রঙ উৎপাদন করা সবচেয়ে সস্তা ছিল। এটি কড লিভার অয়েল বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল বা পশুর তেল এর সাথে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, চাষের জমি বা মাছ ধরার এলাকায় অনেক বিল্ডিং যেখানে আয় কম ছিল বেশিরভাগই লাল রঙে রঙ করা হয়েছিল।এই কারণেই দেশটির অনেক শস্যাগার ঐতিহ্যগতভাবে লাল রঙ করা হয়েছিল।ঘুরে দেখতে পারেন লফোটেন ভাইকিং মিউজিয়াম।এই দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভাল। পাশেই রয়েছে ইউনেস্কো তালিকাভুক্ত ভেগা দ্বীপপুঞ্জ। ফিওর্ড এর নির্দিষ্ট কোন মৌসুম নেই। সারা বছরই এর সৌন্দর্য অম্লান। গেইর‍্যানগারফিওর্ড এর আশেপাশের এলাকাতেও নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে। যা সারা বছরই ভ্রমণ উপযোগী থাকে।লোফোটেন এর পোস্টকার্ড তুল্য সুন্দর ছোট মাছ ধরার গ্রামগুলি fjords বিন্দুতে অবস্থিত একটি অত্যন্ত রুক্ষ উপকূলে আচমকা সমুদ্র থেকে সরাসরি উত্থিত শিখরগুলির সাথে, দ্বীপপুঞ্জটিকে প্রায়শই নরওয়ের অন্যতম মনোরম অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। মোসকেনেস নরওয়ের নর্ডল্যান্ড কাউন্টির একটি পৌরসভা। পৌরসভার প্রশাসনিক কেন্দ্র হল রেইন।

এই গ্রামের পাশে আরেক সুন্দরী রেইন । রেইন নরওয়ের নর্ডল্যান্ড কাউন্টিতে মোসকেনেস পৌরসভার প্রশাসনিক কেন্দ্র। রেইনে সুন্দর চার্চ আছে। Allers, নরওয়ের বৃহত্তম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে রেইনকে নরওয়ের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম হিসাবে নির্বাচিত করেছিল। জানুয়ারী ২০১৫ সালে, রেইন এর এই সাইট থেকে কোকা-কোলা নরওয়েতে কোকা-কোলা লাইভ চালু করেছিল। শীতের মাঝামাঝি হওয়া সত্ত্বেও শহরের অর্ধেকেরও বেশি বাসিন্দা এই উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।আমাদের থাকার জায়গা কেন রেইনে নেইনি সে জন্য আফসোস হচ্ছে।লেকনেসে রাতে থাকলাম।লেকনেসও সুন্দর কিন্তু রেইনে প্রকৃতি এতো সুন্দর যে রাত ঘনিয়ে আসায় দেখতে পেলাম না কিছু।আমার মেয়ে বাবুকে বললো -মামা আমরা সকালে রেইনে আবার যেতে চাই। ভাই আমার রাজী হয়ে গেল। আমরা খুশী মনে -গুড নাইট বলে বিছানা নিলাম।

পাহাড় ,স্নো , জংগল, সমুদ্র, ফিয়ড এই পাঁচটি নরওয়ের বৈশিষ্ট্য । নরওয়েতে মানুষ খুব কম। সে হিসেবে সম্পদ বেশি যার ফলে মানুষের মাথা পিছু আয় অনেক। কি সেই সম্পদ? তেল । পৃথিবীর প্রথম ১০ ধনী দেশের মধ্যে নরওয়ে একটি। তার উপরে আছে ভাল গভর্নমেন্ট । করাপসান নাই, নারী আর শিশু ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি। যে চাকরী হোক না কেন , ইনকামের মধ্যে খুব তফাৎ নাই। কারন সব কাজকেই মর্যাদা দেয়া হয়। সকলেই যাতে ভালো মতো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এটাই সরকারের উদ্দেশ্য ।ক্রাইম রেট এতো কম। সুইজারল্যান্ড এর ট্যুরিজমের প্রচারণা অনেক বেশী ।জানে সবাই ।জানে কাশ্মীর সম্পর্কেও।কিন্তু নরওয়ের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তেমন প্রচার প্রচারণা নাই। মনে হয় এখাকার মানুষ প্রচার বিমুখ।

এবারের ভ্রমণে খুব বেশি থ্রীল ছিল, একসাথে খুব বেশি সৌন্দর্য গ্রহণ করা যায় না।এতো বেশী বিষ্ময় যা শোষণ করা খুব বেশি সহজ ছিলনা।ইতিমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে একবারে এতো কিছু দেখা সম্ভব হবে না।তাই আমরা হাইকিং বাদ দিয়েছি। নরওয়েতে কিছু অত্যন্ত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে, যেমন লোফোটেন, দ্বীপগুলির একটি অত্যাশ্চর্য চেইন, রেইন, যা শীতের মাসগুলিতে উত্তরের আলো এবং গ্রীষ্মে মধ্যরাতের সূর্য এবং অগণিত শ্বাসরুদ্ধকর ফিয়র্ড। আমরা মানচিত্র এর পেট কেটে এগিয়ে যাচ্ছি।ফিনল্যান্ড টু সুইডেন,সুইডেন টু নরওয়ে আর আজ রাতে একদম উত্তরের শহরে আছি এটা ভেবে এক্সাইটেড ।

ট্রাম্প : অপ্রিয় কিন্তু সমর্থিত

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ৫ নভেম্বর। কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের চলমান জড়িপগুলো দেখাচ্ছে- হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে যাচ্ছে দু'জনের মধ্যে। কে হতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের আগামীর প্রেসিডেন্ট-এ নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল। তবে আলোচলা সমালোচনার বিরতি নেই।

কমলা হ্যারিস প্রথমবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে হ্যারিসের জনপ্রিয়তা যেমনই থাকুক, তার আচরণ বা নৈতিকতা নিয়ে ট্রাম্পের মতো খুব একটা সমালোচনা নেই। বরং ট্রাম্পের আচরণ, ভাষা এবং নৈতিক মান নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। তার কিছু মন্তব্য এবং আচরণ জনগণের জন্য অপমানজনক। ট্রাম্পের শাসনকালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়ে যাওয়ারও রেকর্ড আছে, বিশেষ করে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হামলার পর। অনেকের মতে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট এবং ট্রাম্পের নেতৃত্বের অযোগ্যতার প্রমাণ।

কিন্তু তারপরও রিপাবলিকান প্রাথমিক ভোটাররা ট্রাম্পকেই আবারো প্রেসিডেন্টশিয়্যাল নির্বাচনের জন্য দাড় করিছেয়েন। এবং ৭৫ মিলিয়ন আমেরিকান, সম্ভবত তারও বেশি, ট্রাম্পের জন্যই ভোট দিতে প্রস্তুত-এমনটাই বলেছেন USA TODAY-এর লেখক, কলামিস্ট নিকোল রাসেল। তিনি নিজেও একজন রিপাপলিকান সমর্থক এবং ক্যাপিটাল হামলার পর থেকে তিনি ট্রাম্পের বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি নিজেও ভোট দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্পকেই।

ট্রাম্পের মতো এত সমালোচিত একজন প্রার্থীকে কেন আমেরিকানরা ভোট দিকে প্রস্তুত? অনেকের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিমালা শক্তিশালী।

এই নির্বাচনে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ- বিদেশনীতি, অর্থনীতি এবং সীমান্ত নিরাপত্তা। ট্রাম্প তার প্রথমবার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই সবকটি বিষয়কে সামলাতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করেন অনেক আমেরিকানরা। যদিও আবার অনেকেই ট্রাম্পের নীতি এবং সিদ্ধান্তগুলিকে মার্কিন অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন, উদাহরণস্বরূপ, তার বাণিজ্য নীতিগুলি এবং ট্যাক্স কাটার সিদ্ধান্তগুলি অনেকের কাছে বিতর্কিত। এছাড়াও ট্রাম্পের বিদেশ নীতিতে কিছু ভোটার অসন্তুষ্ট প্রকাশ করছেন, বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী মনোনীত কামালা হ্যারিসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অত্যন্ত দুর্বল বলে ভাবছেন অনেকে। যেমন রাসেল বলেছেন, "এরা সম্পূর্ণ সোশ্যালিস্ট ধারণার প্রতিফলন, যার মধ্যে বাড়ির জন্য ডাউন পেমেন্ট বিতরণ এবং একাধিক "বিনামূল্যে" কর্মসূচি

রয়েছে। হ্যারিসের পরিকল্পিত বেতনভাতার ভারে আমেরিকা দেউলিয়া হয়ে যাবে।"

বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অধীনে, মূল্যস্ফীতি ৪০ বছরের উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যা দুই বছর আগে ৯.১% ছিল। মুদি পণ্যের দাম, ভাড়া, বন্ধকী হার এবং গাড়ির দাম এখনও উচ্চ। অনেক আমেরিকান প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে নিত্য লড়াই করছেন।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত আমেরিকানরা তাদের আয়ের চেয়ে বেশি কর পরিশোধ করছে। বেশিরভাগ পরিবার তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু বাড়তি টাকা রাখতে পারছেন না। এ সময় ট্রাম্পের কর কমানোর উদ্যোগ (পুনরায় নির্বাচিত হলে তিনি আরও বাড়াতে পারেন) অনেকের ভোট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

যেমন রাসেল বলেছেন, "আমি আশা করি ট্রাম্প আমদানি পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন না, তবে আমি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দেব। ট্রাম্পের শাসনকালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ছিল, এবং জ্বালানি শিল্পের ওপর বিধিনিষেধ কমানো সবার জন্যই সুফল আনবে।"

পররাষ্ট্র নীতি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অধীনে, যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল মনে হচ্ছে। ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সিদ্ধান্তের ফলে আংশিকভাবে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতি যুক্ত করে বিশ্ব পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। বিলিয়নেয়ার হেজ ফান্ড ম্যানেজার বিল অ্যাকম্যানের একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "এগুলি সবই একটি আগুনের জগতে পরিণত করেছে।"

রাজনীতিতে উপলব্ধি বা পার্সেপশন- অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিষয়, সেক্ষেত্রে ট্রাম্প হ্যারিসের তুলনায় শক্তিশালী নেতা হিসেবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনেকের মতে, ট্রাম্প একজন দক্ষ চুক্তিকারক, আর এটাই বর্তমান বিশ্ব ইতিহাসের এই মুহূর্তে আমেরিকার প্রয়োজন। যদি ট্রাম্প ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনর্বহাল করেন এবং রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইরানের মধ্যে বাড়তে থাকা জোটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে।

অনেক আমেরিকান মনে করছেন, মার্কিন দক্ষিণ সীমান্তকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এটি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অধীনে, ট্রাম্প-যুগের নীতিগুলি বাতিল করা হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ৮ মিলিয়ন অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন বলে অ্যাক্সিওসের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন মানুষ সীমান্ত টহল বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। এছাড়াও, চোরাচালানকারীরা প্রায় ৫০,০০০ পাউন্ড মরণঘাতী ফেন্টানিল সীমান্ত পার করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছে। বর্তমানে এই ইস্যুটি ট্রাম্পের জন্য একটি সুবিধা। ট্রাম্প জনগণের জন্য যদি আর কিছু নাও করেন, তবু নিশ্চিত যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণের জন্য সীমান্ত সুরক্ষিত করবেন।

কামালা হ্যারিসকে অতিমাত্রিক বলে মনে করেন কলামিস্ট রাসেল। তিনি বলেন, "আমি হ্যারিসকে ভোট দিতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না কিভাবে এমনকি মধ্যপন্থীরা তাকে সমর্থন করতে পারে। গত চার বছর ধরে ট্রাম্পকে গণতন্ত্র ধ্বংস করার অভিযোগ করার পর, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হ্যারিসকে প্রেসিডেনশিয়্যান প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে, যেখানে তিনি আমাদের বৈধভাবে নির্বাচিত, বয়স্ক এবং দুর্বোধ্য রাষ্ট্রপতিকে প্রতিস্থাপন করে একটিও ডেমোক্র্যাটিক ভোট পেতে ব্যর্থ হন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ছিন্নভিন্ন করেছে ডেমোক্রেটিক পার্টি।"

রাশেল বলেন, "হ্যারিসের আসল বিশ্বাস বোঝা কঠিন। তার মে কৌশলীগুলি মারাত্বক। তবে তার মতামত স্পষ্ট হলেও, তা ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রগতিশীলতার প্রতি প্রবল সমর্থন প্রকাশ করে। হ্যারিস টেক্সাসে গর্ভপাতের প্রসঙ্গ তুলে উপশহরের নারী ভোটারদের ভয় প্রদর্শন করছেন। হ্যারিস

বাইডেনের সঙ্গে মিলে, গত চার বছরে আমেরিকানদের জীবনের মানোন্নয়নে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।"

এ মাসে গ্যালাপের প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৫২% আমেরিকান মনে করেন তারা এবং তাদের পরিবার চার বছর আগের তুলনায় বর্তমানে খারাপ অবস্থায় আছেন। শুধুমাত্র ৩৯% মনে করেন, তারা ভালো অবস্থানে আছেন; আর ৯% মনে করেন তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত।

রাশেল বলেন, "২০২৪ সালে, আমরা এমন একটি জাতি যারা অস্বস্তিকর মুদ্রাস্ফীতির দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট ভোগ করছি, বেড়ে চলা অসহনীয় ঋণের মধ্যে আছি, যেখানে বিধ্বংসী যুদ্ধগুলো বৈশ্বিক সংঘাতে পরিণত হতে পারে। এখন আরও চার বছর একই পথে চলার সময় নয়।"

রাশেল বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্পতটকে তিন ধরনের মানুষ নির্বাচনে ভোট দেবেন। প্রথম ক্যাটাগরির ভোটাররা হলেন আমার মতো কনজারভেটিভরা যারা ট্রাম্পকে পছন্দ করেন না কারণ আমরা মনে করি তিনি সত্যিকারের কনজারভেটিভ ধারণাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন না। আমি তার চরিত্রগত ত্রুটি এবং আইনগত সমস্যায়ও অত্যন্ত বিরক্ত। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ট্রাম্প ভোটাররা হলেন ডান-কেন্দ্রের আমেরিকানরা যারা ডেমোক্রেটিক পার্টির বামপন্থী সংস্করণে তাদের মূল্যবোধ বা ধারণাগুলো খুঁজে পান না, যা হ্যারিস এবং তার সহযোগী মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ প্রতিনিধিত্ব করেন। ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়ার তৃতীয় পক্ষটি হল-যারা তাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। তারা মনে করেন তিনি নিয়ম ভেঙে ফেলেন, প্রবণতার বিরুদ্ধে যান এবং প্রান্তিক মধ্য আমেরিকান ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন গলফ কোর্সে সাধারণ মানুষের সাথে সময় কাটান এবং তারপরও ম্যাকডোনাল্ডসের এপ্রন পরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির পদ্ধতি শিখেন, এগুলি তার সমর্থকরা পছন্দ করেন। ট্রাম্প যে একজন অঙ্গীকারবদ্ধ, ধারাবাহিক আদর্শবাদী নন, এটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ তারা নিজেও তেমন নন।"

মিলিয়ন মিলিয়ন ভোটার ট্রাম্পের প্রতি আকৃষ্ট হন কারণ তারা মনে করেন ট্রাম্প আমেরিকাপন্থী, সামরিক-পন্থী এবং জীবনপন্থী ট। এই কনজারভেটিভরা—২০২০ সালে ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া ৭৪.২ মিলিয়ন আমেরিকানের অধিকাংশ। তারা ট্রাম্পকে একজন যোদ্ধা, দুইবারের হত্যা প্রচেষ্টার শিকার এবং আমেরিকান স্বপ্নের প্রতীক বলে মনে করেন। এই ভোটারদের জন্য, ট্রাম্পের চরিত্র এবং নেতৃত্বের শৈলী তাদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয়, যা তাদের আশা ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা ট্রাম্পের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ আমেরিকার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চান।

তবে রাসেল বলেন, "বর্তমান প্রেসিডেন্ট যখন আমাদের মধ্যে যারা ট্রাম্পের জন্য ভোট দেবেন তাদের "গার্বেজ" হিসেবে উল্লেখ করেন, তখন তা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অপমানজনক।"

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার রোডম্যাপ কেমন হবে

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

কয়েক বছর আগে নির্বাচনী আচরণ এবং প্রচারণা নিয়ে একটি গবেষণা করেছিলাম। উক্ত গবেষণাপত্রটি উপস্থাপনের জন্য তুরস্ক গেলাম। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন, রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের আদ্যোপান্ত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়।

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা গবেষকগণ তাদের গবেষণাপত্রে বিশ্বব্যাপী নির্বাচন ও রাজনীতির গতি-প্রকৃতি তুলে ধরেন। সেখানে লক্ষ করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোয় নির্বাচনের ধরন ও প্রক্রিয়া রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি ওইসব গবেষণাপত্রে নির্বাচন ও গণতন্ত্রে অর্থের প্রভাব এবং এ বিষয়ে সহিংসতা সৃষ্টি ও আস্থা-অনাস্থার তথ্য উঠে আসে।

উল্লিখিত সম্মেলনে পরিষ্কারভাবে একটি সংশ্লেষণ তৈরি হয় যে নির্বাচনের সাথে সেই দেশের রাজনীতি এবং সহিংসতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এবং সেটি গোটা বিশ্বব্যাপী।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র এবং নির্বাচন খুব বেশি আলোচিত শব্দযুগল। যেকোনো দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধরন এবং প্রকৃতি রাজনীতির গতি নির্ধারণ করে থাকে। এক কথায় বলা যায়, নির্বাচন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। নির্বাচন নিয়ে সংঘর্ষ এবং হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড যেন অঙ্গাঙ্গি বিষয় হয়েও দাঁড়িয়েছে গোট বিশ্বব্যাপী।

এ প্রসঙ্গে সারা বিশ্বের চিত্র প্রায় কাছাকাছি এবং অনেকটা একই। এই কর্মকাণ্ড যখন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে তখন আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন দল যদি মনে করে নিয়ন্ত্রণহীন সুষ্ঠু নির্বাচনে তাদের পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তখন তারা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে নানা অজুহাতে সংঘর্ষ ও সংঘাত সৃষ্টি করে ভীতির রাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করছে—এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর সাথে তারা তৈরি করে বেশকিছু আইন-কানুন যা দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা যায়।

বিশ্বের বহু দেশে নির্বাচনী সংস্কার হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো বারবার কমিটমেন্ট করছে—নির্বাচনকে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার বিষয়ে। তারপরও কোনো না কোনোভাবে নির্বাচন প্রভাবিত হচ্ছে এবং প্রশ্নবিদ্ধও হয়েছে। বর্তমান সময়ে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কতটুকু ভূমিকা রাখছে—সেটি এখন অধিকভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

২০১২ সালে কেনেথ পি ভোগেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে 'দ্য বিগ মানি' শিরোনামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেসিকে ডলারোক্রেসি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মূলত তিনি সেখানে বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের নির্বাচনে ফান্ড তৈরি এবং নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে ডলারের ভূমিকা অনেক বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেসিকে ডলারোক্রেসি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মূলত তিনি সেখানে বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের নির্বাচনে ফান্ড তৈরি এবং নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে ডলারের ভূমিকা অনেক বেশি।

আমরা জানি কয়দিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

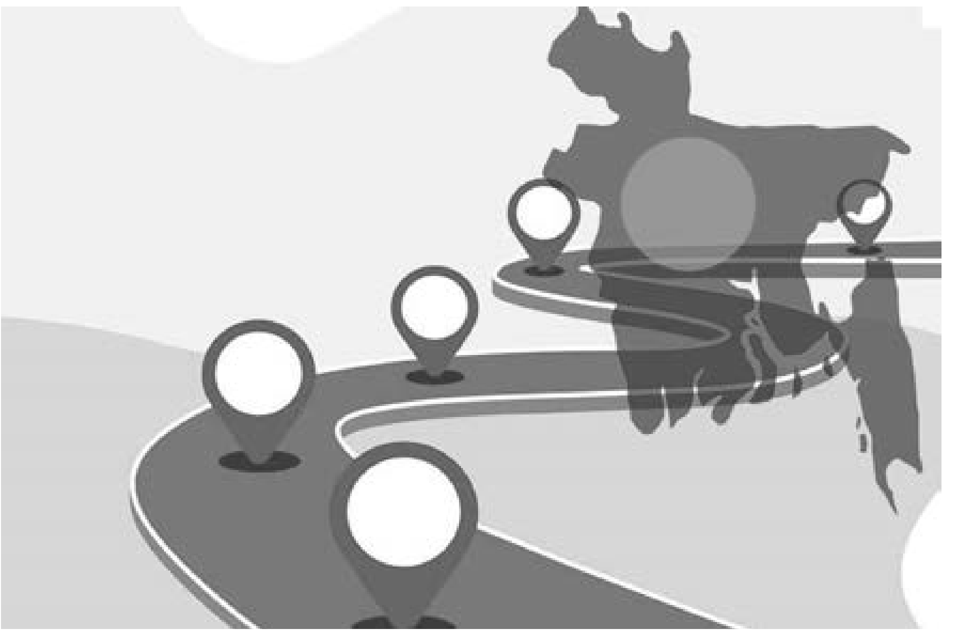

এ উপলক্ষে সেপ্টেম্বর থেকেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আগে থেকেই চলছিল ভোট গ্রহণ। এতে অনেক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ওরেগন ও ওয়াশিংটনে দুটি ব্যালট বাক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েক'শ কাস্ট করা ভোট নষ্ট হয়ে গেছে। দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই এই দুটি ঘটনাকে পরস্পর যুক্ত বলে মনে করছে।

ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের ক্লার্ক কাউন্টির নির্বাচিত নিরীক্ষক গ্রেগ কিমসি বলেন, এটা হৃদয়বিদারক ঘটনা। তিনি আরও বলেন, এটি গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত। ব্যালট ড্রপ বাক্সে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সমালোচনা এখন দেশজুড়ে। রিপাবলিকরা সমালোচনায় এগিয়ে। এ নিয়ে তারা আগের এক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সামনে আনছেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। যেসব দেশ গণতন্ত্রের রোল মডেল, যারা গণতন্ত্র পর্যবেক্ষণ করে, সেসব দেশেও কারচুপির প্রশ্ন ওঠে। আবার যারা গণতন্ত্রের সূচকে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জন করে, তাদের নির্বাচনেও টুকটাক ব্যত্যয়ের ঘটনা রয়েছে। এজন্য নির্বাচনী গণতন্ত্র এমন এক প্রক্রিয়া যা হাতে নাতে কখনো ধরা যায় না।

বিশ্বব্যাপী রাজনীতি বিজ্ঞান ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তর হোমওয়ার্ক প্রয়োজন। মিডিয়া আগের চেয়ে অনেকটাই সক্রিয়। রাজনীতির সবটাই দেখছে এখন মিডিয়া। শাসক-বিরোধীর লড়াইটা কিংবা কোন রাজনীতিক হাতে কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি পরছেন—সবটাই দেখছে মিডিয়া এবং তা প্রচার করছে। তাই রাজনীতির হিসাবটা আরও কঠিন হয়েছে।

অতীত-বর্তমান ঘেঁটে বের করে আনতে হয় বিরোধী পক্ষের দুর্বল জায়গা। তারপর প্রস্তুতি নিয়ে আঘাত করতে হয় সেখানে। অক্লান্ত প্রক্রিয়া-থেমে থাকার পথ নেই। একজন যে রাজনৈতিক ক্রিয়া করবে, অন্যজন ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। কারণ ক্রিয়ার পরেই প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হবে।

তারপরও আমরা প্রত্যাশা করি বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের চর্চায় এগিয়ে যাবে সমানে। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড—সবগুলোই জনসংখ্যার দিক থেকে ছোট ছোট দেশ। সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল সক্রিয়। তাদের মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

সুইডেনের মতো দেশের গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ করলে যেকোনো দেশেই গণতন্ত্র কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছানোর রাস্তায় উঠতে পারে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুইডেনের গণতান্ত্রিক কাঠামোটি একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেখানে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চালু আছে।

বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কোনো দলকে সংসদে প্রবেশ করতে হলে জাতীয়ভাবে কমপক্ষে ৪ শতাংশ ভোট পেতে হয়, অথবা কোনো নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ১২ শতাংশ ভোট পেলেই তারা সংসদে প্রবেশ করতে পারে। সুইডেনের রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তার হাতে কার্যত কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।

বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার লড়াইয়ে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে হিলারি ক্লিনটেনর কাছে বিজয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হয়ে হিলারিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অথচ প্রাথমিক নির্বাচনে দু'জনই দু'জনের সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

প্রকৃত ক্ষমতা সংসদ এবং সরকারের মধ্যে বিভক্ত। সরকারের প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি সংসদের সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করেন। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো সুইডেনকে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দিয়েছে।

তবে এই পরিবেশ সৃষ্টির মূল কারণ হলো সেখানে নাগরিকরা অতিমাত্রায় সচেতন এবং বিবেকবোধ সম্পন্ন। তারা কেবল আইনের মাধ্যমে নয়, নিজেদের নৈতিক চিন্তা ও বিবেক থেকে স্বাধীন ও যৌক্তিক ভূমিকা পালন করতে অভ্যস্ত।

অনেক সময় আমরা দুঃখ পাই, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা একে অপরে কাদা ছোড়াছুড়ি করে। কিন্তু মজার বিষয় হলো—এমন পরিস্থিতি শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা বিশ্বব্যাপীই এ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান। তাহলে আপনারাই বলুন, আইন করে কি এই কাদা ছোড়াছুড়ি রোধ করা যাবে? কখনোই নয়।

আমাদের নিজেদের বিবেক এবং চিন্তা যদি পরিশীলিত বা মার্জিত না হয় তাহলে কোনোভাবেই ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হবে না। আমরা অবাক হই যখন দেখি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন। আবার তাদের সহনশীল মানসিকতাও আমাদের অবাক করে। কারণ তাদের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা যথেষ্ট যৌক্তিক পর্যায়ের।

তারা ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য এবং গোপন জায়গায়ও আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। তারপরও আমরা সেখান থেকে প্রত্যাশা করি একটি সহনশীল এবং গ্রহণযোগ্য মাত্রার রাজনীতি। আমরা সেখানে লক্ষ করে দেখি প্রাথমিক নির্বাচনে কে প্রার্থী হবেন, সেই লড়াইয়ে নিজের দলের ভেতরে যে গণতন্ত্র চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার চর্চা দেখা যায় সেটি অনুকরণীয় কিংবা অনুসরণীয়।

আমরা দেখেছিলাম বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার লড়াইয়ে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে হিলারি ক্লিনটেনর কাছে বিজয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হয়ে হিলারিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অথচ প্রাথমিক নির্বাচনে দু'জনই দু'জনের সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তারপরও বারাক ওবামার এমন উদার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক বিশ্বে মডেল হতে পারে।

কাজেই আমরা বাংলাদেশে যে কাঠামেই পছন্দ করি না কেন কিংবা যেমন আইনই তৈরি করি না কেন, অথবা যেমন সংস্কারই হোক না কেন, এগুলো বাস্তবায়নের মূলে রয়েছে নাগরিক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন। মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই একটি গ্রহণযোগ্য মানের উদার নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।

ড. সুলতান মাহমুদ রানা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দূরের বাতাস

কাজী জহিরুল ইসলাম

দূরগামীতার প্রতিভূ বাতাস, এসেছ যখন বসো,
বিত্ত-বিভায় পূর্ণ জীবন, খ্যাতি-সম্মান যশও।

প্রচণ্ড এক ধাক্কাতে ঘর-বস্তি ওড়াও রোজ,
ও-বাড়ির ফ্লাটে গোপনে কী করো, আছে, আছে তার খোঁজ।

দূর দেশে গিয়ে পেয়েছ সঙ্গী, নতুন ঋতুর তৃণ,
ভুলে যাও কেন এ-মাটির দায়, রয়েছে কিছুটা ঋণও।

কত হাডসন, উত্তাল দানিয়ুব,
ঢেউ তুলে তুলে হর্ষানন্দে খুব
মিসিসিপি, শ্যেন, কঙ্গো, মেকং, ভলগার বুকে নাচো,
ছুঁয়েছে কি কেউ মেঘনার মায়া, কাপ্তাই লেক, স্বচ্ছ জলের কাচও?

বেঁচে থাকো তুমি, বায়ু মৌসুমী
টর্নেডো ত্রাস, ঝড়ে ও বজ্রে হাজার বছর বাঁচো।
না পারুক ছুঁতে ভিনদেশী মেঘ তোমার গতির আঁচও।

শুধু মনে রেখো একদিন তুমি দোলা দিতে সীম ফুলে,
এখনো ফুলেরা এই বাংলায় স্মৃতির বাতাসে দোলে।

গ্রীষ্মের দুপুরের মধ্যে

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের দুপুরের মধ্যে রুদ্র সমুদ্রের যে গভীরতা
আমরা যারা শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ঐকিক নিয়ম শিখি
তারা রাস্তা বোঝার আগেই ছড়িয়ে যায় পাথর
তাছাড়া আমাদের লক্ষ্য পিঠে আর গুড়ের দিকে
আমরা বলে কয়ে মিটিং ডেকে এমন একটা
দুপুর বানিয়ে নিয়েছি
যেখানে গভীরতা মাপার সুযোগ খুবই কম
গল্পের দিকেই আমরা বেশি নজর দিয়েছি
তাছাড়া গল্পের মধ্যেই আছে সেই পয়সা পয়সা গন্ধ
যার প্রভাবে আমাদের অভ্যাস দাঁড়িয়েছে
সুতো কেটে যখন তখন, যেখানে সেখানে
পালিয়ে যাওয়া যায় এবং
আমাদের গন্তব্যটা এমন একটা কোলাহলের জায়গায়
যেখানে ভাসমান অবস্থায় পছন্দমতো পাবলিকে
টোকা দেওয়া যায়।

আর একটিবার ভেঁপুর শব্দ বাজুক

শেখর ভট্টাচার্য

মায়াময় অন্ধকারে বিনুনি দুলিয়ে যে এসেছিলো
তার সাথে এসেছিলো সতেজ সবুজ আর ভরা জ্যোৎস্না,
তার আগমনে শহর জুড়ে ভেঁপুর শব্দ, পৌষ সংক্রান্তির মেলা
খরাক্রান্ত ভূমিতে নিটোল ছন্দে ঝরেছিলো বৃষ্টি
প্রফুল্ল বিষণ্ণতার আনন্দ ধারায় ভেসেছিলো শহর
জল নূপুরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিলো নক্ষত্র ভরা আকাশ,
তার চাহনিতে শহরের সবুজ প্রান্তরে হাওরের আফাল উঠেছিলো,
প্রেমিকেরা নির্বাক, শহরের মোড়ে মোড়ে আফ্রোদিতির ধ্যানে
মগ্ন মানুষ।
স্বপ্নের দেবী "মামু" হেসেছিলো, "জায়ান্ট স্ক্রিনে স্বপ্ন থাকে কতোক্ষণ!"
সিঁদুর রঙ সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে বলেছিলো মেয়েটিও সমুদ্রে নেবে স্থিতি,
আর একটিবার ভেঁপুর শব্দ বাজুক,
মানুষেরা আর একটিবার ধ্যানে মগ্ন হোক
বিষাক্ত ছায়া যাক উবে, জ্যোৎস্না মাখা মেয়ের আলোয়
পরিশ্রুত হোক আকাশ।

মরুঝড়

রিজোয়ান মাহমুদ

সন্ধ্যা নামে
হৃদপুকুরে গল্পটি থামে
চৌচির পাখির বুক
গল্প, শুধাও রাত্রির মধ্যযামে।

গীতল কোমল জলপদ্ম ফোটে
মুহ্যমান উড়ে সুর
পাখির বিলাপ ঠোঁটে
গান গাবে দেহের নূপুর।

রুহ্ আর দেহ
এক কোণে বাসা বাঁধে
রুহ্ তবু ছেড়ে যায় একা
দেহ পড়ে থাকে শূন্য ফাঁদে।

কে বিকোবে নিষ্প্রাণ ফাগুন
পড়ে থাকে মরমের ঋণ
তামাম খোলস পুড়ে ছাই
ডাঙ্গায় কাতর সুধাময়ী মীন ।

দেহ করে আনচান খুব
মরুঝড়ে সুফির বেদনা
রুহ্ আসে না কখনো দেহে
জীবিতের যে বহুত ধারদেনা।

বিরহ নামের শীত

নিলয় গোস্বামী

চিরকাল থেকে জেনেছি তোমায় জাতিস্মরের মতো
ভালোবাসা দিয়ে মুছে দিয়ে যাই গত জনমের ক্ষত।
আবার দুজন বৃত্তের মতো ঘুরে আসি চেনা পথে
আমাদের কতো সঞ্চয় রাখা স্মৃতিমোহনার রথে।

দুহাত মিলিয়ে বিস্ময় রাখি নতুন আলোর বুকে
প্রহর গুছিয়ে মোলায়েম করি আদিমের প্রিয় সুখে
আগলে রেখেছ হৃদয় কুহরে বিচিত্র সমারোহে
অনন্তকাল সিঁদুর জড়াক স্নিগ্ধতা ছোটে মোহে।

ভালোই কাটুক নিজের সময় মৌন মেঘের কাছে
সকাল রাঙিয়ে সূর্য হাসুক হলুদ পাখির ডাকে
যৌথ জীবন যাপনের কাছে শোধ করে যাক দেনা
অনুভব দিয়ে প্রহর কিনেছি প্রতিপক্ষ অচেনা।

হৃদয় মাঝেই গড়েছি তোমায় সন্ধ্যা রঙের মতো
অনুবাদ করে নিয়েছি তোমার জমানো কষ্ট যতো
হেরেছি নাহয় প্রণয়ের কাছে আদর গিয়েছে জিতে
চাদরের মতো জড়িয়ে থাকবো বিরহ নামের শীতে।

কোলাহলশূন্যতা

সুমন শামসুদ্দিন

হঠাৎ স্বনির্বাসনে খোঁজ মেলে
নিরানন্দ মুক্তির স্বাদ!
বাতাসের ভাষ্য ফিসফিসিয়ে জানায়-
অপেক্ষায় ছিলাম হে নিদারুণ অবকাশ!
কালের আকুতি এখন প্রসারিত অবসাদ!

শোণিত হৃদয় অকপটে তাকিয়ে থাকে
প্রসারিত সীমাহীন নিয়তির পটভূমে।
অমোঘ বিধান কুরে কুরে খায়
মঙ্গলবাসের সমস্ত শয্যা।

অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে এলে-
ভেসে ওঠে বিয়োগান্ত বলিরেখা।
কোনো এককালে ছিল শৌর্যবীর্য,
প্রতাপের জৌলুস!
দীপ্যমান আলোতে ঢেকে যেত
ঐশ্বর্যের ঠাকুরালী আধিপত্য।

আজ, দিনে দিনে বেলা হলো অনেক,
পড়ন্ত বিকেলে অংশুমালী নিভু নিভু।
ফিরে তাকানোর সমস্ত সরণি
চোখ বুঁজে শুধু খুঁজে ফেরে
একচিলতে কোলাহলশূন্যতা!

একটি বিকাল

মহসিন আলম মুহিন

হঠাৎ দেখা কোন এক বিকেলে
কি অপরূপ চাহনি টলমল করে
চুঁইয়ে পড়া চাঁদের হাসি
নাসিকায় বাঁশীর ছায়া মুগ্ধ আঁখি।

হরিণী চোখে কিসের মায়াজাল
শরীরে নাভী কস্তরীর ঘ্রাণ
মন মাতাল চলনে, ছন্দে দোলে হিয়া
কোথা থেকে এলে-এলে তুমি প্রিয়া।

প্রজাপতি ডানা ঝাপটায় গায়ে পড়ে,
ফড়িং চারপাশে উড়ে মাছরাঙা
টুপ করে ধ্যানে তুলে নেয় আকাঙ্ক্ষা,
তাকিয়ে থাকি সময় গড়ায় বাড়ে প্রতীক্ষা।

বাড়াবাড়িতে কি লাভ! সব ফুলে কি আর
ফল হয়? কিছু স্থান পায়, কিছু ঝরে পরে
গন্ধ ফুরিয়ে যায়, নারী আর কবিরা
কখনো ঠকেনা, যখন যেমন তেমন মানিয়ে নিয়ে
তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে, মুগ্ধ বিকেল ধীর
পায়ে ধায়-অস্তাচলে, শুধু স্মৃতিরা কথা বলে।

নীতু

রুমানা নাসরীন

এই নীতু, নীতু! কিরে কি হলো তোর!

শুভ্রার ডাকে চমকে তাকালো নীতু। অনেকগুলো উৎসুক দৃষ্টি তার দিকে। অস্ফুট স্বরে পানি চাইল একবার। প্রাণপনে দৌড়ে এসেছে বলে সাংঘাতিক হাঁপিয়ে উঠেছে। এখনও ভয়ে আর উৎকন্ঠায় সারা শরীর হিম হয়ে আছে। দীর্ঘদিনের চাপাপড়া ভয়গুলো যেন হুড়মুড়িয়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। ওই অসভ্য লোকটার বিশ্রি চাহনির কথা ভেবে গা গুলিয়ে আসছে নীতুর। ভীষণ বমি বমি ভাব হচ্ছে।

-এই নে পানি খা।

সাবিহার হাত থেকে পানির বোতলটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেললো। না, আর নয়, এবার বন্ধুদের সাথে বিষয়টি আলোচনা করতেই হবে। সদ্য শৈশবের গন্ডি পেড়িয়ে কৈশোরে পা দেয়া নীতু বরাবরই খুব ভীতু আর লাজুক প্রকৃতির। প্রায় পঁচিশ সদস্যের একান্নবর্তী পরিবারে নীতুর জন্য একটা আলাদা ভালোবাসা বরাদ্দ আছে সে পড়াশোনায় তুখোড় বলে। শুধু ওই একজন! উফ! ভাবতে পারে না নীতু। ছোটবেলা থেকেই কেমন ভয় ভয় লাগতো তাকে নীতুর। প্রায়ই নীতু ঘরে একা থাকলে গণিত দেখিয়ে দেবার অজুহাতে এসে হাত ধরতে চায়, শরীরের সাথে সেঁটে বসতে চায়। খুব ভয় হয় নীতুর। কিন্তু কেউ যদি ভুল বোঝে এই ভয়ে কাউকে বলতে পারে না। তবুও ভয়ে ভয়ে একদিন মাকে বলেছিলো, 'মা, আমি শাহীন ভাইয়ের কাছে পড়তে চাই না, আমার ভালো লাগে না।'

মা ধমকে বলে উঠেছিলেন, 'কেনো? শাহীন পড়াশুনোয় কতো ভালো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যে কদিন বাড়িতে আছে গণিতটা একটু এগিয়ে নে। শুধু ফাঁকিবাজি!'

আর কথা বাড়ায়নি নীতু।

এবার ক্লাস সেভেনে উঠেছে সে। অনেক পড়াশোনা, কিন্তু মন দিতে পারছে না। শুনেছে শাহীন ভাই এবার বেশ কিছুদিন থাকবে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেই বলে। কি হবে নীতুর! আজ না হয় বেঁচে গেছে। কিন্তু আবার যদি---?

নীতুদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা ঝোপ আছে যেখানে সন্ধ্যা হলেই জোনাকিরা আলো আঁধারির খেলায় মেতে উঠে। আজ সকালে হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসার সময় কে যেন হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে ঝোপের ভিতরে টেনে নিয়ে গেলো। তাকিয়ে দেখে শাহীন ভাই। নীতু চিৎকার করার আগেই শক্ত করে মুখ চেপে ধরলো। একমনে সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে গেছে সে। হঠাৎ যেন দানবের শক্তি পেয়ে গেলো সে। সর্বশক্তি দিয়ে শয়তানটার হাতে কামড়ে দিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো, পিছু ফিরে তাকায় নি একবারও।

ফুঁপিয়ে কাঁদছে নীতু। পরম ভালোবাসা আর নির্ভরতায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে প্রিয় বন্ধু শুভ্রা আর সাবিহা। কি বলে সান্ত্বনা দেবে ওরা বুঝতে পারছে না। হঠাৎ সাবিহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। আগামীকাল ওরা দুজন কিছুটা আগে স্কুলে এসে ঝোপের একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই সাথে একটা আত্মরক্ষার কৌশল শিখিয়ে দিলো নীতুকে।

পরেরদিন সকালে খুব ভয় ভয় করে নীতু হেঁটে যাচ্ছে একই পথধরে। সাবিহার কথা মত রান্নাঘর থেকে শুকনো মরিচের গুড়ো টিস্যুতে মুড়িয়ে নিতে ভুলে যায়নি। নীতু হাঁটছে আর নিজেকে সাহস দিচ্ছে- আমাকে পারতেই হবে! ঝোপের কাছে পৌঁছামাত্র একই ঘটনা ঘটল। শাহীন ভাই টেনে নেয়া মাত্র বাম হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখা মরিচ গুড়ো ছিটিয়ে দিলো শয়তানটার চোখে। শাহীন আহ... বলে আর্তনাদ করা মাত্রই নীতু উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় ছুটল।

একবুক বিজয়ের আনন্দ নিয়ে ছুটছে নীতু। সাথে জুটলো প্রিয় বন্ধুরা। নীতু দৌড়াচ্ছে পিছে ফেলে সব ভয়, হতাশা আর জড়তা। আপন মনে বলছে, 'আমি পেরেছি, আমি পেরেছি নিজেকে রক্ষা করতে, আমি পেরেছি।'

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

FREE
Accident
Consulation

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
7 November 2024, Thursday, Issue 399
৭ নভেম্বর ২০২৪, ২২ কার্তিক ১৪৩১, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

৫ নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে নিউইয়র্কের একটি ভোটকেন্দ্র। অন্যান্য ভাষার সাথে বাংলা ভাষায় লিখা সতর্কীকরণ পোস্টার। ছবি: রহমান মাহবুব

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় ইসি মান্নানের শাস্তি দাবি

ইমা এলিস

২৭ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কাশেমকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ মান্নানের বিচার ও শাস্তি দাবি করেছেন নিউ ইয়র্কের পেশাগত সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সুধী সমাজ।

তারা উক্ত ঘটনার জন্য অবিলম্বে মান্নানের বিচার চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসএম জামাল আহমেদ জনির বরাবরে পৃথক পৃথক বিবৃতি পাঠিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক প্রবাসী উত্তরবঙ্গবাসীদের পক্ষ উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফেল তালুকদার ও সাধারন সম্পাদক আশারাফুজ্জামান

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

আবার জয়ী হয়ে রেকর্ড গড়লেন রাশিদা তালিব ও ইলহান ওমর

প্রতিনিধি পরিষদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে পুনঃনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির মুসলিম নারী সদস্য রাশিদা তালিব এবং ইলহান ওমর। এর মধ্যে তালিব চতুর্থ মেয়াদে এবং ইলহান তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হয়েছেন।

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসের নারী সদস্য রাশিদা তালেব। তিনি ডিয়ারবর্নের বৃহৎ আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সমর্থনে মিশিগানের প্রতিনিধি হিসাবে চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হয়েছেন। তিনি রিপাবলিকান জেমস হুপারকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন।

আর ইলহান ওমর সোমালি আমেরিকান। তিনি মিনেসোটাতে তৃতীয় মেয়াদের জন্য পুনরায় জয়ী হন। তার অধীনস্ত শহরের মধ্যে মিনিয়াপোলিস এবং বেশ কয়েকটি শহরতলিও রয়েছে।

রাশিদা তালিব ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত প্রথম নারী, যিনি আমেরিকার কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মঙ্গলবার ডিয়ারবর্নের আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সমর্থনে মিশিগান থেকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে ইলহান ওমর মিনেসোটা থেকে তৃতীয় মেয়াদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এ রাজ্যের ৫ম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

সিলেটের নাদিম কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হয়েছেন

মোহাম্মদ রশীদ

নিউজার্সির প্রসপ্যাক্ট পার্ক বরো কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন সিলেটের ছেলে নিয়াজ মোহাম্মদ নাদিম। ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। নিউজার্সির বাংলাদেশি বহুল শহর প্যাটার্সনের সংলগ্ন প্রসপ্যাক্ট পার্ক একটি ছোট বর্ধিষ্ণু শহর। কয়েক হাজার বাংলাদেশির বসবাস করেন এ শহরটিতে।

সিলেটের ইসলামপুর চামেলিবাগ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সেনা-পুলিশের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৮২

চট্টগ্রামের হাজারি গলি

হামলার ঘটনায় হাজারি গলির প্রবেশমুখসহ বেশ কিছু দোকানপাট সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা অফিস

ফেসবুকে ‘ইসকন’ নিয়ে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে উত্তেজনা প্রশমনে যাওয়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ৫৮২ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৮২ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

হামলার ঘটনায় নগরের বৃহৎ স্বর্ণ এবং ওষুধের পাইকারি বাজার হাজারি গলির প্রবেশমুখসহ বেশ কিছু দোকানপাট সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কড়া নিরাপত্তা বসিয়েছেন। গ্রেপ্তারের ভয়ে ওই এলাকার ব্যবসায়ীসহ স্থানীয়রা আত্মগোপনে চলে গেছেন।

উত্তেজনা ও হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতা-কর্মীর ইন্ধন থাকার তথ্য পাওয়ার দাবি করেছেন গোয়েন্দারা। এ নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, হাজারি গলির ব্যবসায়ী ওসমান আলী ‘ইসকন’ নিয়ে একটি ফটোকার্ড ফেসবুকে শেয়ার করেন। ওই পোস্টকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। সন্ধ্যায় তারা ওই ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙচুর ও বিক্ষোভ করে। একই সঙ্গে ওসমানকে তারা অবরুদ্ধ করে রাখে। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে উদ্ধারে গেলে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা।

সার্বিক বিষয় নিয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে নগরের দামপাড়ায় সেনাবাহিনীর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

নির্বাচনের রাত যেভাবে কাটালেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জো বাইডেন

লাখ লাখ আমেরিকান নির্বাচনের দিনটিতে যখন উত্তেজনায় তখন জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে একটি অম্ল-মধুর সন্ধ্যা কাটালেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন বলছে, মঙ্গলের সন্ধ্যা থেকে বাইডেন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিলেন। হোয়াইট হাউসের বাসভবনে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে নির্জন সন্ধ্যা কাটাচ্ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই নজর রাখছিলেন ভোটের ফলাফলের দিকে। সিনেটর হোক কিংবা প্রেসিডেন্ট এককালে নির্বাচনী উত্তেজনার কেন্দ্রে ছিলেন তিনি। এখন সেই দাপুটে নেতা দেশীয় রাজনীতিতে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ডেলাওয়ারের সিনেটর ক্রিস কুন্‌স বলছেন- ‘হ্যারিসের ওপর এখনো আস্থা রাখছেন আশাবাদী বাইডেন।’ তবে ফলাফল হ্যারিসের পক্ষে না যাওয়ায় একটু

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com